NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দাবিতে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

জোড়া হ্যাটট্রিক, খিদিরপুরকে দশ গোলের মালা পরাল ইস্টবেঙ্গল ৮

কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ৯ আশ্বিন ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১০৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 27.9.2023, Vol.17, Issue No. 108, 8 Pages, Price 3.00

এশিয়ান গেমসে এবার সোনা কলকাতার ছেলে অনুশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছোটো থেকেই ছিল ঘোড়ার সঙ্গে প্রেম। সেই ঘোড়াই অনুশকে সোনা এনে দিল এশিয়ান গেমসে। 'ইকুয়েস্ট্রিয়ান ড্রেসেজ' ইভেন্টে সোনা জিতেছেন অনুশ। বাংলার আরও এক জন উঠেছেন এশিয়ান গেমসের পোডিয়ামে। অল্পের জন্য টোকিয়ো অলিম্পিক্সে যেতে পারেননি অনুশ। এ বার তাঁর লক্ষ্য প্যারিস অলিম্পিক্স। বিশ্বমঞ্চে ভারতকে গর্বিত করতে চান অনুশ।

বালিগঞ্জের ছেলের শুরুটা কলকাতায় হলেও তার পরে প্রথমে দিল্লি ও তার পর জার্মানিতে গিয়ে অনুশীলন করেছেন অনুশ। দলগত বিভাগে অনুশের সঙ্গে ছিলেন সুদীপ্তি হাজেলা, দিব্যাকৃতি সিং ও হৃদয় ছেড়া। চার জনের এই দলের হাত ধরে ৪১ বছর পর এশিয়ান গেমসে ইকুয়েস্ট্রিয়ানে সোনা জিতেছে ভারত। এশিয়ান গেমসের আগে অনুশ সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, 'এশিয়ান গেমসে খেলা আমার কাছে স্বপ্ন। দলের বাকিরাও খুব ভাল। তিন দিন ধরে প্রতিযোগিতা চলবে। আশা করছি ভাল খেলব।' নিজেদের কথা রেখেছেন অনুশেরা।

দাদা সাহেব ফালকে পাচ্ছেন ওয়াহেদা রহমান

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর: বলিউড, তথা দেশের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ওয়াহেদা রহমান পাচ্ছেন দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার। মঙ্গলবার দেশের তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এমনটাই ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার এক্স-এ পোস্ট করে দেশের তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর লেখেন, 'খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ভারতীয় সিনেমায় তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য এ বছর দাদা সাহেব ফালকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন অভিনেত্রী ওয়াহেদা রহমানজি। 'গাইড', 'পেয়াসা', 'কাগজ কে ফুল', 'চৌদভি কা চাঁদ', 'সাহেব বিবি অউর গুলাম', 'খামোশি'র মতো ছবিতে অভিনয় করে তিনি নিজের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন কাজের। ৫ দশক ধরে অভিনয় করছেন তিনি। 'রেশমা' এবং 'শেরা' ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন।' এর আগে ভারত সরকার তাঁকে ভূষিত করেছে পদ্মশ্রী এবং পদ্মভূষণ সম্মানে। সিনেমায় অবদানের জন্য দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দাদা সাহেব ফালকে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে। এবার সেই সম্মানেই সম্মানিত হতে চলেছেন ৮৫ বছর বয়সি ওয়াহেদা।

মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন ও দুবাই সফরে বাংলার প্রাপ্তির ঝুলি খুলল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা বইমেলার থিম কান্ট্রির ধাঁচে এবার রাজ্যের বাণিজ্য সম্মেলনে এবারই প্রথম থাকছে পার্টনার কান্ট্রি। নভেম্বরে রাজ্যে বসছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য শিল্প সম্মেলনের আসর । আর সেই সম্মেলনে রাজ্যের পার্টনার কান্টির হচ্ছে স্পেন। ইউরোপের যে দেশে সদ্য সফরে গিয়ে শিল্প থেকে ফুটবল-একাধিক বিনিয়োগ সম্ভাবনা আর পারস্পরিক আদান প্রদানের দরজা খুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রাপ্তি পর্যালোচনা ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে মঙ্গলবার নবান্নে সচিবগোষ্ঠীর বৈঠক হয়। সেই বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের বিস্তারিত তথ্য দেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং শিল্পসচিব বন্দনা যাদব। মুখ্যসচিব জানান, এবারের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে স্পেন, বার্সেলোনা ও দুবাই থেকে প্রতিনিধি দল আসবে। এই প্রথম সম্মেলনে রাজ্যের পার্টনার স্টেট হিসাবে থাকছে স্পেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রাপ্তি প্রসঙ্গে

প্রশ্ন করা হলে মুখ্যসচিব জানান, স্পেন, বার্সালোনা এবং দুবাই সফরে শিল্প থেকে ভাষাশিক্ষা পর্যটন থেকে ফুটবল নানা ক্ষেত্রে ওই সব দেশের অংশ গ্রহণের দরজা খুলে গিয়েছে। বাণিজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে সেই প্রস্তাব ও সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

রাজ্যের শিল্প সচিব বন্দনা যাদব জানিয়েছেন, বাংলার মতো স্পেনও ছোট ও মাজারি শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগামী। তাই সেখানের শিল্প বৈঠকে মূলত ছোট, মাঝারি ও কুটির শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ফুটবলের উন্নয়নে লা লিগা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করা হয়েছে। তাঁরা ফুটবলার ও কোচেদের প্রশিক্ষণ দেবে। যাদবপুরের কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম লা লিগাকে দেওয়া হবে অ্যাকাডেমি করার জন্য। বিশেষ করে নজর দেওয়া হবে মহিলা ফুটবলার তৈরির দিকে। শিল্প সচিব আরও জানান, স্পেনের চারটি প্রথম সারির বণিকসভার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। স্পেনীয় ভাষা শিক্ষার বিষয়ে কথা হয়েছে। নির্দিষ্ট কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা সেন্টার চিহ্নিতকরণ করে সেখানে স্পেনীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এমনকী ফ্যাকাল্টি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও করা হবে। স্পেনের বিখ্যাত বস্ত্র কোম্পানীর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে।

দুবাই সফর প্রসঙ্গে মুখ্যসচিব জানান, 'দুবাইয়ের বিখ্যাত লুলু গ্রুপ আমাদের এখানে মল তৈরি করবে। পাশাপাশি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আমাদের এখানে কোথায় জমি দেওয়া যায়, সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি। লুলু গ্রুপ খুব শীঘ্রই ওদের একটা প্রতিনিধি দল রাজ্যে পাঠাবে।' মুখ্যসচিব জানান, 'আমিরশাহীর মন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়েছে। এরাজ্যে বিনিয়োগের বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। রাজ্যে প্রতিনিধিদল পাঠাবে তারা।'

দিল্লি যাচ্ছে বাংলার প্রতি বঞ্চনা নিয়ে ৫০ লক্ষ চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলনের যে ডাক দেওয়া হয়েছে তার প্রস্তুতি চলছে জোড়াপুল শিবিরে। তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। মঙ্গলবার দলের তরফে এক্স হ্যান্ডলে এ বিষয়ে জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আওয়াজ উঠছে , 'দিল্লিতে পৌঁছবে বাংলার গর্জন হকের টাকা ফেরত চাই এখনই!' ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫০ লক্ষ চিঠি সংগ্রহের কাজ শুরু হল। চিঠির দাবি একটাই, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হোক। সেই চিঠি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের কাছে জমা দেওয়া হবে।

বাংলায় একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা এবং আবাস যোজনার কাজের টাকা মিলিয়ে মোট ১৫ হাজার কোটি টাকা আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। তৃণমূল থেকে বার বার অভিযোগ তোলা হয়েছে, এই টাকা আটকে থাকার জন্য বাংলার গরিব মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। এবার সেই ভুক্তভোগী মানুষদের চিঠি দিল্লিতে নিয়ে যেতে চলছে তৃণমূল। 'বঞ্চনা'র কথা জানিয়ে এবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখছেন একশো দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনরা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন

জেলা থেকে সেই সব চিঠি এসে জমা হয়েছে ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে। অভিষেকের অফিসের সামনে যে বিপুল সংখ্যক চিঠি এসে জমা হচ্ছে মঙ্গলবার সেই ছবি এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। লেখা হয়েছে, 'অবিচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন বাংলার আমজনতা।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে বাংলার মানুষ।'

এই বিপুল সংখ্যক চিঠি নিয়ে দিল্লিতে যাবে তৃণমূল নেতৃত্ব। গান্ধি জয়ন্তীতে রাজধানীর বুকে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছে তৃণমূল। গত ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকেই আগামী ২ ও ৩ অক্টোবর 'দিল্লি চলো'র ডাক দিয়েছে তৃণমূলের নেতৃত্ব। এখনও পর্যন্ত যা খবর, ১ অক্টোবরই রাজধানীতে পৌঁছে যাবেন তৃণমূলের বিধায়ক ও সাংসদরা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে অবস্থান বিক্ষোভ চালাবে ঘাসফুল শিবির। ফলে বাংলার বঞ্চনা নিয়ে আরও চড়বে আন্দোলনের সুর। এদিকে বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য আজও রাজ্যকে খোঁচা দিয়েছেন টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার না করার ইস্যুতে। বলছেন, 'রাজ্য চাইছে বরাদ্দের টাকা নিজের ইচ্ছামতো খাতে ব্যবহার করতে। সেটা সম্ভব নয়।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'আমরাও চাই গরিবের টাকা দেওয়া উচিত। আর এখন যখন জাতীয় রাজনীতিতে জোট হয়ে গিয়েছে। একশো দিনের কাজের ব্যাপার নিয়ে সেলিম-মমতা সবাই মিলে গিরিরাজ সিংয়ের কাছে যান।'

দুই সপ্তাহের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে আসবে ডেঙ্গুর দাপট: মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ কমতে শুরু করেছে। আগামী সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বলে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জানিয়েছেন। নবান্নে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দু-সপ্তাহ আগে রাজ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণ শীর্ষে উঠেছিল। কিন্তু তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। বর্তমানে রাজ্যে ২০০০ এর মত মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত। আগামী দিনে তা আরো কমবে। কাজেই আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। মানুষকে সতর্ক থাকার এবং জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করার তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, এবার আধাশহর এলাকা গুলিতে সব থেকে বেশি ডেঙ্গু সংক্রমণ ছড়িয়েছে। এরকম ১৩০টির মতো এলাকাকে চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারি চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবর্জনা ও জমা জল সাফাইয়ের পাশাপাশি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ডেঙ্গু

শহরে ফের মৃত এক

দমনের সঙ্গে তো কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। গরিব ও বস্তিবাসীদের মধ্যে মঙ্গলবার থেকে ১ লক্ষ মেডিকেটেড মশারি-সহ পাঁচ লক্ষ মশারি বিলি করা শুরু হয়েছে। এদিকে ডেঙ্গুতে রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের। মৃতার নাম, প্রিয়া রায়। তিনি দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। সোমবার রাতে এম আর বাঙুরে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

কয়েকদিন আগেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন প্রিয়াদেবী। পরীক্ষা করাতেই তাঁর ডেঙ্গু ধরা পড়ে। বাড়িতে চিকিৎসা চলছিল। প্রথমে রক্তের প্লেটলেট ঠিকই ছিল। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। সোমবার তাঁকে এম আর বাঙুরে ভর্তি করা হয়। তাঁর শরীরে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ছিল। বেশ কয়েকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে গিয়েছিল। আইসিইউতে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু হয়। এদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তবে ডেঙ্গি নিয়ে তৎপর রয়েছে রাজ্য সরকরা। সোমবারই এই বিষয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করা হয় নবান্নে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। জনগণকে সচেতন করতে ইতিমধ্যে পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইনও দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেখানে ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়েও সচেতন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন নাটক রাজ্যপালের। এবার ধূপগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ককে রাজভবনে ডেকে শপথ বাক্য পাঠ করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এরপরই পাল্টা চিঠিতে রাজ্যপালকে বিধানসভায় আসার অনুরোধ জানালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্যপাল দাবি করেছেন, নির্মলচন্দ্র রায় তপসিলি জাতির একজন প্রতিনিধি, তাই তাঁকে রাজভবনে শপথবাক্য পাঠ করালে রাজভবনের গরিমা বাড়বে। রাজ্যপালের দাবি, এই শপথ গ্রহণ বার্তা দেবে যে রাজভবন সবার জন্য খোলা। মুখ্যমন্ত্রী সেই চিঠির প্রতিলিপি স্পিকারকে পাঠিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এরপরই রাজভবনে একটি পাল্টা চিঠি পাঠান বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে হাওড়ায় চলল সিবিআই তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার হাওড়াতে তল্লাশি অভিযান চালালো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। মঙ্গলবার সকাল থেকে নিঃশব্দে হাওড়ার দাসনগর এলাকার আলামোহন দাস রোডের একটি বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই। ৮ জনের একটি দল ওই বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি শুরু করে। মূলত ওএমআর শিট মূল্যায়নকারী সংস্থা এস বসুরায় অ্যান্ড কোম্পানির বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চলে বলেই সিবিআই সূত্রে খবর। ওই কোম্পানির দুই আধিকারিক কৌশিক মাঝি ও পার্থ সেনের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি চালায়। এর মধ্যে সম্প্রতি এই দুই আধিকারিককে সিবিআইয়ের আধিকারিকরা কলকাতার সিবিআই দপ্তর নিজাম প্যালেসের তলব করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকাল এই দুই আধিকারিকের বাড়ি তল্লাশি শুরু করে সিবিআই। সিবিআই তল্লাশির খবর এলাকাতে চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকাতে। যদিও গাড়ি থেকে নেমে সোজা ওই বাড়িতে ঢুকে যান দলের সদস্যরা। কারোর সঙ্গে কোনো কথা না বলে সোজা ওই বাড়িতে পৌঁছে নিজেদের পরিচয় পত্র দেখিয়ে তল্লাশির কাজ শুরু করেন আধিকারিকরা। সূত্রের খবর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওএমআর শিট মূল্যায়ন করার কাজ কর মাধ্যমে তারা। পেয়েছিলেন, এছাড়াও মানিক ভট্টাচার্য-সহ অন্য কার কার সঙ্গে কতবার তারা বৈঠক করেছিলেন। পাশাপাশি ওএমআর শিট মূল্যায়নে তাদেরকে বিশেষ নির্দেশ কেউ দিত কিনা তাও জানতে চাওয়া হচ্ছে বলেই জানা যাচ্ছে। যদিও নির্দিষ্ট কোন তথ্যের জন্য এই তল্লাশি সেই বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে। যদিও অনুমান করা হচ্ছে ওএমআর শিট সংক্রান্ত জালিয়াতির বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথির খোঁজেই এই বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সিবিআই।

এছাড়াও শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী সাঁতরাগাছী থানা এলাকার বাঁকসাড়া এলাকার আরেকটি ঠিকানাতেও হানা দেয় সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। সেখানেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলেই সূত্রের খবর।

মণিপুরে আবার বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

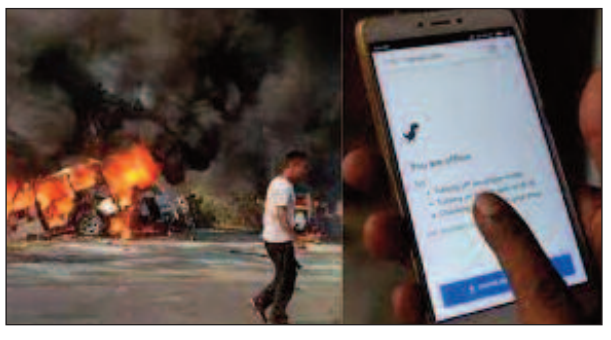

ইম্ফল, ২৬ সেপ্টেম্বর: গোষ্ঠীহিংসা দীর্ণ মণিপুরে আবার বন্ধ হয়ে গেল ইন্টারনেট পরিষেবা। গত শনিবার সে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব টি রঞ্জিত সিং এক নির্দেশিকায় জানিয়েছিলেন, 'আপৎকালীন পরিস্থিতি এবং জননিরাপত্তা আইন' মেনে সাময়িক ভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার প্রস্তাবে অনুমোদন মিলেছে। মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যকর হল ইন্টারনেট পরিষেবা স্তব্ধ রাখার সেই সিদ্ধান্ত। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, মণিপুরে মোবাইল ইন্টারনেট ডেটা পরিষেবার উপর সাময়িক বিধিনিষেধ পরবর্তী পাঁচ দিন চলবে। আগামী ১ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বহাল থাকবে নিষেধাজ্ঞা। তার পর বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। সম্প্রতি মণিপুরে নিখোঁজ দুই স্কুলপড়ুয়ার খুনের দৃশ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে (একদিন এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি)। তারই ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ বলে সরকারি সূত্রের খবর। প্রায় দু'মাস বন্ধ থাকার পরে গত ২৫ জুলাই গোষ্ঠীহিংসা দীর্ণ মণিপুরে আংশিক ভাবে ফিরেছিল ইন্টারনেট পরিষেবা। প্রাথমিক ভাবে যাঁদের স্থায়ী ব্রডব্যান্ড সংযোগ রয়েছে, তাঁদেরই কেবল ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটি এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানোর গুজব ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতেই নতুন করে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হল বলে মনে করা হচ্ছে।

দক্ষিণবঙ্গের এখনই মুক্তি নেই দুর্যোগ থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আপাতত বৃষ্টির দাপট কমলেও এখনই মুক্তির উপায় নেই দুর্যোগ থেকে, এমনটাই জানানো হল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পুজোর আগে আবারও রাজ্যের বেশ কয়েকটি অংশ ভাসতে চলেছে। এর থেকে স্পষ্ট মাটি হতে চলেছে পুজোর বাজার। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত আরও ঘণীভূত হবে।

এদিকে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও মধ্য বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে। এই ঘূর্ণাবর্ত ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। আর এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, উইকএন্ডে ফের বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। শুক্রবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে রাজ্যে। বৃষ্টি বাড়বে শনি ও রবিবার। উপকূলের জেলাগুলিতেও থাকবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে আগামী চার পাঁচ দিন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি-এই পাঁচ জেলায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।

শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে

বুধবার তাপমাত্রা আরও একটু বাড়বে, বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। কারণ, এদিকে উত্তরপ্রদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে অসম পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। যেটি বিহার ও বাংলার উপর দিয়ে বিস্তৃত। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে ছত্তিশগড়ে। সেই ঘূর্ণাবর্ত থেকে পশ্চিমের কোঙ্কন পর্যন্ত এবং তেলঙ্গনা পর্যন্ত দু'টি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। শুক্রবারের মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। শুক্রবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে, বাড়বে তাপমাত্রা। পার্বত্য এলাকার উপরের পাঁচ জেলায় হালকা বৃষ্টি চলবে। মালদা ও দুই দিনাজপুরে বাড়বে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি।

শুক্রবার উত্তর আন্দামান সাগর এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তা উত্তর বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াতে পারে। সেই কারণে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত আন্দামান সাগর এলাকায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। শনিবার আবহাওয়ার পরিবর্তন। শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। উইকেন্ডে শরীর ও রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই। উপকূলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে হালকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা।

এদিকে বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু হয়েছে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান থেকে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বিদায় রেখা, নোখরা যোধপুর পর্যন্ত বিস্তৃত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Jiyaul Haque ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mojammel Mallik ও M. Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৭৩৯ নং এফিডেভিট বলে Anjan Kumar Sarkar S/o. Anil Kumar Sarkar ও Anjan Sarkar S/o. A. Kr. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৭৩৮ নং এফিডেভিট বলে Suryadev Bakshi S/o. Sachin Bakshi ও Suryadeb Bakshi S/o. S. Bakshi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫৮০ নং এফিডেভিট বলে Md. Jalaluddin S/o. Abdus Shukur ও Abdus Jalauddin S/o. A. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে সেপ্টেম্বর। ৯ই শে আশ্বিন। বুধবার। ত্রয়োদশী তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টত্তরি রাহূর মহাদশা বিংশত্তরি মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ বুধবার ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন গতির সম্ভাবনা। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি বাস্ত র বিষয়ে শুভ চিন্তা। শুভ যোগাযোগ হবে। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার জট খুলবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যারা এনজিও তে কাজ করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। লৌহ কেমিক্যাল মেকানিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এর কাজ যারা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন, রুদ্রাক্ষ দ্বারা শিবের পূজা করুন বিপদ নাশ হবে।

বৃষ রাশি : আজ বুধবার সতর্ক থাকতে হবে। পরিবারে গোপন শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মানহানি যোগ। কর্মস্থানে নানা বিবাদ বিসংবাদ থাকবে। প্রবীণ নাগরিকের অসুস্থতার কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় নতুন লগ্নি করা ঠিক হবে না। যারা প্রাইভেট টিউশন করেন, তাদের আজকের দিনটি বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বেলে, নারকেল ভোগ প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ ফলপ্রাপ্ত হবে।

মিথুন রাশি : আজ নতুন একটি যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ হবে। সন্তানের কারণে সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের দুশ্চিন্তা নাশ হবে। শত্রুর চক্রান্ত নাশ হবে। আইনি মামলা আজ আপনার পক্ষে যাবে। পুরাতন হারিয়ে যাওয়া কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন। ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে, রুদ্রাক্ষ দ্বারা পূজা করুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : আজ গ্রহ পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে যারা কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থপ্রাপ্তির দিন। পুরাতন কলহ বিবাদ মিটে যাবে। এক পুরাতন বান্ধবী দ্বারা পুনরায় শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। সতর্ক থাকুন লিভার পেট গলব্লাডার বিষয়। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, সাদা মিছরি দ্বারা বাবা বিশ্বনাথের ভোগ প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ বুধবার গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে লগ্নী করতে পারবেন। নতুন এক সম্পর্ক দ্বারা বাণিজ্যে অগ্রগতি। আর্থিক লাভ হবে। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র নাশ হবে। সতর্ক থাকুন ছলনাময়ী নারী থেকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ভগবান শঙ্করের উদ্দেশ্যে। ঘি প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ ২৭ তারিখ গ্রহ-পরিস্থিতি বলছে সকাল থেকে তর্ক বিবাদের দ্বারা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকুন। ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা শুভ। আজ নানা ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়বে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে গুপ্ত কথা প্রকাশে আসার সম্ভাবনাময় দিন সতর্ক থাকতে হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন। ভগবান গনেশের নাম করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ ২৭ সেপ্টেম্বর ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন গতির সম্ভাবনামায় দিন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের যে শারীরিক অসুস্থতা ছিল, আজ সুস্থতার দিকে থাকবে। গ্রহ পরিস্থিতি আপনার দিকে আছে। বিচ্ছেদের যে মামলা কোর্টে উঠেছিল তা আপনার পক্ষে রায় দেবে। গুপ্ত শত্রু র ষড়যন্ত্র থাকলেও ক্ষতির সম্ভাবনামায় দিন নয়। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বুধবার শুভ দিন। সতর্ক থাকতে হবে ছলনাময়ী নারীর দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা। যারা সবুজ শাকসবজির ব্যবসা করেন। তাদের অর্থ প্রাপ্তির দিন চামড়া জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন বা রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা তাদেরও অর্থ প্রাপ্তি এবং ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তির দিন বিদ্যা যোগ শুভ বারির গৃহবধূদের দুশ্চিন্তা নাশ হবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা উপকৃত হওয়ার দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ বুধবার গ্রহ পরিস্থিতি যা তা আপনার উপকৃত হওয়ার দিন। পুরাতন বান্ধবী দ্বারা প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন যারা আইন ব্যবসায় আছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির নতুন যোগ তৈরি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন ভগবান গনেশের উদ্দেশ্যে, হলুদ রঙের ভোগ প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন লগ্নি না করা শুভ। গোপন শত্রুর দ্বারা ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনাময়। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় অশুভ। পরিবারের সদস্যরা যেন আপনার মতকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তুলসী প্রদান করুন ভগবান বিষ্ণুর চরণে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ গ্রহ পরিস্থিতি আপনার দিকে থাকবে। বিশেষত যারা বিচ্ছেদের মামলায় জড়িয়ে রয়েছেন, আইনি বিবাদে জড়িয়ে রয়েছেন, গৃহ বাস্তু জমি বিষয়ে কোনো আইনি মামলা রয়েছে, আজকে আপনার পক্ষে রায় যাবে। পুরাতন বান্ধব দ্বারা পুরাতন কোন বান্ধবী দ্বারা শুভ ফলপ্রাপ্তি। বিদ্যা যোগ শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জালুন। ভগবান শংকরের উদ্দেশ্যে, প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ যারা দূর ভ্রমণে যাবেন তারা নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করুন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য যে কথাটা এতদিন আটকে ছিল সে বিষয়ে, পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনাময় কাল। যারা জলের ব্যবসা করেন, কেমিক্যাল এর ব্যবসা করেন, মাছের ব্যবসা করেন, তাদের শুভ হবে। পুরাতন একযোগের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। গৃহবধূদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে চন্দন দ্বারা, ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন।

**(শহীদ ভগৎ সিং র ভূমিষ্ঠ দিবস।
রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধান দিবস)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৭৩৩ নং এফিডেভিট বলে Nabakumar Ghoshal S/o. Satya Narayan Ghoshal ও Nabakumar Ghosal S/o. Lt. S. Ghosal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৭৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Gobinda Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Madan Mohan Ghosh ও Madan Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/০২/২৩ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা, কোর্টে ১৯৪৯ নং এফিডেভিট বলে Manindra Nath Nandi ও Manindra Nandi S/o. Madhusudan Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৭৩১ নং এফিডেভিট বলে Mohammad Ashfaque S/o. Mohammad Ibrahim ও Mohammad Isfaque S/o. M. Ibrahim সাং বাঁশবেড়িয়া, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৭৩৫ নং এফিডেভিট বলে Anup Kumar Khamaru S/o. Sailendra Nath Khamaru ও Anup Kr Khamaru S/o. S. Khamaru সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Prodipta Ghosh, এই মর্মে জানাচ্ছি যে গত ৮/৮/২০২৩ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস এক্সেকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া কোর্টের এফডেভিট বলে এখন থেকে আমার সমস্ত নথিপত্রে Prodipta Ghosh নামে পরিচিত হবো। Pradipta Ghosh এবং Prodipta Ghosh এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি।

CHANGE OF NAME

I, GANESH HARIJAN S/O Sri Nanda Kishore Harijan resident of Holding No. 13, BL. No. 09, Jagatdal, North 24 Pgs, hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 01.03.2023 that my actual and correct name is GANESH HARIJAN and correct date of birth is 28.03.1986 and it isrecorded in my Voter ID card but in my ESI card, my name is recorded GANESH DAS and date of birth as 01.07.1983 and it is recorded in my Aadhar card. GANESH HARIJAN S/O Sri Nanda Kishore Harijan and GANESH DAS S/O Sri Nanda Kishore Harijan is the same and one identical person.

নাম-পদবী

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে "Rabindra Apto" পিতা-Bijay Apto, সাং পঞ্চাননতলা বালি, দুর্গাপুর, থানা- নিশ্চিন্দা জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২০৫, আমার পিতার নাম Bijay Apto কিন্তু ভুল ক্রমে আমার স্কুল ডকুমেণ্টে পিতার নাম "Bijay kumar Apto" নথিভুক্ত আছে । "Rabindra Apto" পিতা- Bijay Apto এক এবং "Rabindra Apto" পিতা- Bijay kumar Apto এবং অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন এবং তাহা আমি হাওড়া কোর্টের নোটারিয়াল সিরিয়াল নং- ৩৬২৯, তাং- ২০-০৯-২০২৩ হলফনামায় ঘোষনা করিয়াছি।

সংশোধনী

উল্লেখ্য হারিয়ে যাওয়া দলিল বিজ্ঞপ্তি শ্রী অনিল কুমার ঘোষ এর- যা ১২.০৯.২০২৩ তারিখে 'একদিন' সংবাদপত্রে প্রকাশিত, মুদ্রণ প্রমাদ ফলে দলিল এর তারিখ : পড়তে হবে ০৫.১০.২০১৩- ০৫.১০.২০২৩ এর পরিবর্তে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল হালিম গাজী কন্দর্পপুর বোয়ালিয়া মৌজার (জে.এল. নং. ৪৯, থানা - সোনারপুর) আর. এস. ৭৯৪ নং. দাগ, এল. আর. ৮১৬ নং. দাগ, আর. এস. খতিয়ান ৯৬৪ এল. আর. খতিয়ান ৪৬৬ ও ৪৭৬ নং. খতিয়ানভুক্ত ২ কাঠা ৬ ছটাক ৩২ বর্গফুট জমির বর্তমান মালিক আসমা বিবি এবং আসলা বিবি (মাতা - দেনজান বিবি) নিকট হইতে খরিদ করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত জমির ব্যাপারে কাহারো কোন প্রকার স্বত্ব, দাবী বা আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে উপযুক্ত প্রমাণ সহ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমার উপরোক্ত মক্কেলের সহিত নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় কাহারো কোন প্রকার স্বত্ব, দাবী বা আপত্তি নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

**আবদুর রউফ লস্কর
এ্যাডভোকেট
কোলকাতা হাই কোর্ট,
কোলকাতা-১
মো: ৯৬৭৪৮৪৪৫৬৬**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী, মহামান্য সিভিল জজ, জুনিয়র ডিভিশন, প্রথম আদালত, চুঁচুড়া

রেফা - দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং ৫২০/২০২৩

**বাদী- শ্রীমতী মালা মল্লিক দীং
বিবাদী- অপরাজিতা সার্বজনীন দূর্গোৎসব, মহিলা সমিতি।**

এতদ্বারা জেলা হুগলীর চুঁচুড়া থানা এলাকাস্থিত কোদালিয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এক্তিয়ারভুক্ত ভগবতীডাঙ্গা ও প্রগতীনগর এলাকার হিন্দু মহিলা বাসিন্দাগণের অপরাজিতা সার্বজনীন দূর্গোৎসব মহিলা সমিতির সকল সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা- হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, কোদালিয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাস্থিত ২০ নং জে.এল. ভুক্ত চুঁচুড়া মৌজায় বাস্তু সম্পত্তির ০.১২৮ শতক পরিমাণ যাহার আর. এস. ৪২ (অংশ) এবং ১ যোল আনায় এল. আর. দাগ ১০৪, মায় গৃহাদী যাহার পরিমাপ উত্তরে- ৯৪'-০", দক্ষিণেঃ- ১১২'-০", পূর্বে - ৫৬'-০" ও পশ্চিমে ৫৬'-০" তৎসহ ব্যক্তিগতভাবে "পথ" রূপে ব্যবহৃত অংশের পরিমাপ-দক্ষিণে / উত্তরে- ১১২'-০", ৪'-০" পূর্ব ও পশ্চিম উক্ত সম্পত্তি লইয়া উহার বিষয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে (১) শ্রীমতী মালা মল্লিক, স্বামী শ্রী কমল মল্লিক; পিতা- মৃত অজিত কুমার মল্লিক, সাকিম- ৩২/সি, দর্পনারায়ন স্ট্রীট; থানা- জোড়াবাগান, পোষ্ট- বড়বাজার, কোলকাতা-৭০০০০৭, এবং (২) শ্রীমতী মিলি মল্লিক, পিতা মৃত অজিত কুমার মল্লিক, সাং- ভগবতীডাঙ্গা, পোঃ চুঁচুড়া আর. এস., থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১০২, মহাশয়াগণ সাব্যস্ত দাবী ও ইনজাংশন দাবী লইয়া ডিক্রী চাহিয়া অত্র মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। অত্র মোকর্দ্দমায় উক্ত ব্যক্তিগণের দাবীর বিরুদ্ধে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারও কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে, তিনি স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া বর্ণনাপত্র দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত ব্যক্তিগণের অনুকূলে তাহাদের প্রার্থীত দাবী মঞ্জুর হইবে।

বাদীর পক্ষে
(শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায়)
উকিলবাবু।

আদালতের অনুমত্যানুসারে
Abja Banerjee
(সেরেস্তাদার)
Civil Judge (Jr. Divm.)
1st Court, Hooghly
26/9/23

CHANGE OF NAME

I, ANIL SHAW S/O Late Gobinda Shaw resident of H. No. 13, BL. No. 17, Kankinara, Bhatpara (M), P.O.- Kankinara, P.S.- Bhatpara, PIN- 743126 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st class, Barrackpore dated 08.09.2023 that my actual and correct name with surname is ANIL SHAW and it is recorded in my Aadhar, PAN and Driving licence but inadvertently my nick name BIPIN SHAW S/O Late Gobinda Shaw is recorded in my Mill's service records such as EPF, ESI, Pension. ANIL SHAW S/O Late Gobinda Shaw and BIPIN SHAW S/O Late Gobinda Shaw is the same and one identical

নোটীশ

**জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী
মিস কেস নং ১৭৭/২০২২**

উমা সামন্ত স্বাঃ মৃন্ময় সামন্ত, সাং বিষ্ণুবাটী পোঃ ভাটা, থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী
...দরখাস্তকারী।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী তাহার নাবালোক পুত্র রনি সামন্তর (পিতা- মৃন্ময় সামন্ত) জেলা হুগলী তারকেশ্বর থানার অধীন মৌজা চাঁদ্দুর জে. এল. ২৩, এল. আর দাগ ১২৭৫ এল.আর, ২৬৫৬ রেকর্ড ভুক্ত ০২ শতক শালি সম্পত্তি উক্ত নাবালক পুত্রের হিতার্থে ও কল্যাণের জন্য বিক্রয় করিবার অনুমতির জন্য অত্র কেস রুজু করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা আইনানুগ নিস্পত্তি হইবে।

পান্না লাল দাস
দরখাস্তকারীর উকিলবাবু

আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
District Judge's Court
Hooghly.

Dumurdaha-Nityanandapur No-I Gram Panchayat

Dumurdaha Adibasipara, Dumurdaha, Balagarh, Hooghly, 712515

Notice Inviting Tender

NIT No.: 001/15th FC/DN-1/2023-234 **Dated: 20.09.2023**

Sealed Tenders is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned below:-

Sl	Name of the work	Estimated Amount	Earnest Money
1	Const. of Top Floor Meeting Hall of GP Office. **56424857**	349858.00	7000.00
2	Renovation of GP Building. **56534829**	349852.00	7000.00
3	CC Road at Ramnagar from Subodh Barik to Sunil Pal via Patttaban Das to Amit Das P Koley house. **56426707**	203786.00	4100.00
4.	Const. of Conc. Road at Ramnagar from Amit Das to Pashupati Koley via Ranjit Das to Ramesh Pal house and Madhusudhan Khamaru to Balai Seth via Pranab Halder house. **67876843**	155789.00	3200.00
5.	Const. of Conc. Drain with Cover Slab at Ramnagar from Pranab Halder to Nirmal Das and Patttpaban Das to Raju Das via Prodip Sing to Ramesh Pal house. **67914377**	291322.00	6000.00
6.	Inst. of Solar High Mast Light at Ramnagar Barowary Thakur Tala. **67905617**	199002.00	4000.00

Fund: 15th FC Tied (Sl.- 5) & 15th FC Untied (Sl.- 1-4 & 6)

Last Date & Time of Submission of Application: **29.09.2023 at 02:00 PM.** Last Date of Sale of Tender Form: **03.10.2023 up to 02:00 PM.** Last Date of Dropping of Sealed Tender Form: **05.10.2023 up to 01:00 PM.** Date of Opening of Tender: **05.10.2023 at 02:00 PM.** For more details visit undersigned GP Office.

**Sd/-Pradhan
Dumurdaha-Nityanandapur No-I Gram Panchayat**

রাজস্থানে মিড ডে মিলে আর্থিক দুর্নীতি মন্ত্রীর বাসভবনে ইডির তল্লাশি

জয়পুর, ২৬ সেপ্টেম্বর: মিড ডে মিল প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে এ বার রাজস্থানের মন্ত্রীর বাসভবনে মঙ্গলবার তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)। তদন্তকারী সংস্থার এক সূত্রের দাবি, মন্ত্রী রাজেন্দ্র সিং যাদবের বাসভবনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

জয়পুরের কোটপুতলির বিধায়ক রাজেন্দ্র। তিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য। স্বরাষ্ট্র, উচ্চশিক্ষা, আইন-সহ বেশ কয়েকটি দপ্তর সামলান মন্ত্রী রাজেন্দ্র। মিড ডে মিল প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। আর সেই মামলায় এই তল্লাশি অভিযান বলে ইডির এক সূত্রের দাবি। শুধু ইডি নয়, এই আয়কর দপ্তরও এই তদন্তে যোগ দিতে পারে বলেও ওই সূত্রের দাবি। কোন কোন সংস্থার সঙ্গে মন্ত্রীর যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে চায় তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

পিএফআই-এর নামে গুজব ছড়ানোয় গ্রেপ্তার সেনাকর্মী

তিরুঅনন্তপুরম, ২৬ সেপ্টেম্বর: কেরলে জনৈক সেনকর্মীর উপরে হামলায় পিএফআইয়ের নাম জড়িয়েছিল। জওয়ানের পিঠে 'পিএফআই' লিখে দেওয়ার ঘটনায় এফআইআরও দায়ের হয়েছে। যার পর নতুন করে নিষিদ্ধ পপুলার ফ্রন্ট নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণের রাজ্যে। মঙ্গলবার জানা গেল, খবরে আসতেই ভুয়ো অভিযোগ করেছিলেন ওই জওয়ান। গুজব ছড়ানোর অভিযোগ উলটে ওই সেনাকর্মীকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কোল্লাম জেলার কাদাক্কালে বাড়ি সেনাকর্মী শাইন কুমারের। গতকাল তিনি অভিযোগ করেন, রবিবার রাতে বাড়ির কাছে রবার গাছের বনে ৬ জন যুবক চড়াও হয় তাঁর উপরে। তাঁর হাত বেঁধে দেওয়া হয়। এর পর জোর করে জওয়ানের পিঠে লিখে দেওয়া হয় 'পিএফআই'। সেনাকর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল পুলিশ। যদিও তদন্তে নেমে পুলিশ বুঝতে পারে, মিথ্যে অভিযোগ করেছেন শাইন। কোল্লাম জেলার এএসপি (গ্রামীণ) আর প্রথাপন নায়ার বলেন, সেনাকর্মীর সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ করেছিলেন। গোটা দেশে যাতে করে তাঁর নাম ছড়ায়, সেই অভিসন্ধিতেই এই কাণ্ড করেছিলেন যুবক।

রোজগার মেলার অধীনেই ৫১ হাজার চাকরির নিয়োগপত্র দিলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর: ফের কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক পদে নিয়োগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী । মঙ্গলবার প্রায় ৫১ হাজার যুবর হাতে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর মধ্যে কেবল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ১ হাজার যুবর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন তিনি। রোজগার মেলা-র অধীনেই এই নিয়োগপত্র দেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন দেশজুড়ে প্রায় ৪৬টি স্থানে রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে ডা. বি.আর আম্বেদকর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অডিটোরিয়ামে রোজগার মেলা-র আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠান থেকেই এদিন ভিডিও কনফারেন্স মারফৎ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রায় এক হাজার যুবর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপর সদ্য চাকরিপ্রাপ্ত যুবদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রযুক্তির উপরই জোর বাড়ানোর কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকারি প্রকল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি, জটিলতা রোধ করেছে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, পোস্ট অফিস, অডিট ও অ্যাকাউন্ট দপ্তর, পারমাণবিক শক্তি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, শিক্ষা মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক -সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে যুবদের হাতে।

প্রসঙ্গত, মাস তিনেক আগেও রোজগার মেলার অধীনে প্রায় ৭০ হাজার প্রার্থীকে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেবার দেশের ২০টি রাজ্যের ৪৩টি জায়গার যুবদের হাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকরির নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন মোদি। এভাবে রোজগার মেলার মাধ্যমে যুবদের চাকরি প্রদান লোকসভার আগে প্রধানমন্ত্রীর মাস্টারস্ট্রোক বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

টোটো ও ই-রিকশার রুট পারমিট ঠিক করবে স্থানীয় প্রশাসন, নিদান পরিবহন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মঙ্গলবার হাওড়াতে এসে শহরে চলাচলকারী টোটো ও ই-রিকশার পারমিট দেওয়া নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত জানালেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাসিশ চক্রবর্তী। হাওড়া শহরে এই মুহূর্তে ই-রিকশা বা টোটোর কোন নির্দিষ্ট রুট পারমিট নেই। আর যার দরুন শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয় তার থেকে কিভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে , এছাড়াও কোন টোটো কোন রুট দিয়ে যাবে তা স্থানীয় প্রশাসন, জন প্রতিনিধিরাই স্থির করবেন বলেই জানান মন্ত্রী।

মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়ার পদ্মপুকুর ক্যারি রোডে ট্রাফিক পুলিশের এক সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তিন চাকার কোনও বাহন বা টোটো ইত্যাদি রাজ্য ও জাতীয় সড়কে যাতায়াত করতে পারবে না। এছাড়া যেখানে টোটো তৈরি হচ্ছে সেখানে যদি কোনও বেনিয়ম হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই কারখানা সিল করে দেওয়া হবে।' এদিন পরিবহন মন্ত্রী বলেন, 'বাসের ক্ষেত্রে ওভারলোডিং করে মাল নিয়ে যাওয়া যাবে না। সেই ক্ষেত্রে যে বাসের যে পারমিট ক্যাপাসিটি আছে সেই অনুযায়ী মাল বহন করতে হবে। কোনওভাবেই ওভারলোডিং করে যাওয়া যাবে না। সেটা আমরা বারবার বলছি।' এছাড়াও পরিবহণ মন্ত্রী এদিন বলেন, 'ধর্মতলা থেকে বাস স্ট্যান্ড তুলে দেওয়া হলে বিকল্প কোথায় ব্যবস্থা করা সম্ভব তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগে যখন হাওড়া ব্যান্ডেল রুটের ট্রেন পথ প্রথম চালু হয়েছিল তখন ধর্মতলাকে কেন্দ্র করে অফিসপাড়া গড়ে উঠেছিল। এখানে গাড়ি দাঁড়াতো। তবে এখন ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ড তুলে দেওয়া হলে সেটা কোথায় করা হবে তার বিকল্প জায়গার কথাও ভাবা হচ্ছে। এছাড়া যে সমস্ত দূরপাল্লার গাড়ি ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সেই সমস্ত গাড়িগুলোকে আপাতত বিভিন্ন ডিপোতে রাখা হচ্ছে। যখন যে গাড়ির টাইম সেই টাইমের এক ঘন্টা আগে ডিপো থেকে ধর্মতলায় আনা হচ্ছে। সেখানে প্যাসেঞ্জার নিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। ৮-১০ ঘন্টা ধরে গাড়ি ধর্মতলা চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকছে না' বলেই এদিন পরিবহণ মন্ত্রী জানান।

ইদ-ই-মিলাদে উত্তর-দক্ষিণ করিডরে কম সংখ্যক মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার ইদ-ই-মিলাদ-এর দিন সামান্য পরিবর্তন আনা হচ্ছে মেট্রো পরিষেবায়। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ওই দিন মেট্রোর সংখ্যা কমানো হলেও প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনওরকম পরিবর্তন আনা হয়নি। পাশাপাশি কোনওরকম পরিবর্তন নেই গ্রিন ও পার্পল লাইনের পরিষেবাতেও।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ইদ-ই-মিলাদ। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মেট্রো জানিয়েছে, ওই দিন ছুটি থাকায় ২৮৮টির পরিবর্তে ২৩৪টি পরিষেবা দেওয়া হবে। আপ ও ডাউন লাইনে ১১৭টি করে মেট্রো চলবে। এর মধ্যে আবার ১৬০টি চলবে দক্ষিণেশ্বর থেকে।

দিনের প্রথম পরিষেবা-

দমদম থেকে কবি সুভাষ সকাল ৬টা ৫০ মিনিট (পরিবর্তন নেই)

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর সকাল ৬টা ৫০ মিনিট (পরিবর্তন নেই) দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর সকাল ৬টা ৫৫ মিনিট (পরিবর্তন নেই)

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ সকাল ৭টায় (পরিবর্তন নেই)

দিনের শেষ পরিষেবা-

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ রাত ৯টা ২৮ মিনিট (পরিবর্তন নেই)

দমদম থেকে কবি সুভাষ রাত ৯টা ৪০ মিনিট (পরিবর্তন নেই)

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর রাত সাড়ে ৯টায় (পরিবর্তন নেই)

কবি সুভাষ থেকে দমদম রাত ৯টা ৪০ মিনিট (পরিবর্তন নেই)

রাজস্থানে মিড ডে মিলে আর্থিক দুর্নীতি মন্ত্রীর বাসভবনে ইডির তল্লাশি

জয়পুর, ২৬ সেপ্টেম্বর: মিড ডে মিল প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে এ বার রাজস্থানের মন্ত্রীর বাসভবনে মঙ্গলবার তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)। তদন্তকারী সংস্থার এক সূত্রের দাবি, মন্ত্রী রাজেন্দ্র সিং যাদবের বাসভবনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

জয়পুরের কোটপুতলির বিধায়ক রাজেন্দ্র। তিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য। স্বরাষ্ট্র, উচ্চশিক্ষা, আইন-সহ বেশ কয়েকটি দপ্তর সামলান মন্ত্রী রাজেন্দ্র। মিড ডে মিল প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। আর সেই মামলায় এই তল্লাশি অভিযান বলে ইডির এক সূত্রের দাবি। শুধু ইডি নয়, এই আয়কর দপ্তরও এই তদন্তে যোগ দিতে পারে বলেও ওই সূত্রের দাবি। কোন কোন সংস্থার সঙ্গে মন্ত্রীর যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে চায় তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

মন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি অভিযানের জন্য মঙ্গলবার সকালেই দিল্লি থেকে ইডির একটি দল কোটপুতলিতে মন্ত্রীর বাসভবনে এসে পৌঁছয়। মন্ত্রীর বাড়ির সামনে বেশ কিছু গাড়িও দেখা গিয়েছে। মন্ত্রীর বাড়িতে কারও প্রবেশ এবং বেরোনোতেও আপাতত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে ওই সূত্রের দাবি। কোটপুতলিতে মন্ত্রীর বাসভবনের পাশাপাশি বেহরোর, বিরাটনগর-সহ ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে মিড ডে মিল প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে মন্ত্রীর বাসভবন-সহ বেশ কিছু জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল আয়কর দপ্তর। রাজস্থান ছাড়াও দিল্লি, উত্তরাখণ্ড এবং মহারাষ্ট্রেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল। যদিও সেই সময় মন্ত্রী দাবি করেছিলেন, এই মিড ডে মিল প্রকল্পের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই।

সেই সময় মন্ত্রীর বাসভবন ছাড়াও তাঁর আত্মীয়দের বাড়ি-সহ ৫০টি

মহামিলন মঠে ওঙ্কারনাথ মিশনের আচার্য কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজজি মহারাজের সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক সাক্ষাৎকার করলেন কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। মহামিলন মঠে শ্রী শ্যামসুন্দর-শ্যামরানি মন্দিরে ও শ্রী শ্রী ঠাকুরকে আরতি ও পূজা করেন মাননীয় মন্ত্রী। একই সঙ্গে বিশ্ব কল্যাণ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করেন মন্ত্রী।

পুলিশের সামনেই নিজের মাথায় গুলি মার্কিন কিশোরীর

লন্ডন, ২৬ সেপ্টেম্বর: বাড়ি থেকে পালিয়ে পার্টি করছিল ১৪ বছরের কিশোরী। চিন্তায় পড়ে মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে পুলিশের শরণাপণ্ণ হন বাবা-মা। কিন্তু বাড়ি ফিরতে নারাজ সে। উদ্ধারকারী পুলিশকে দেখেই সটান নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে ফেলল কিশোরী। বাড়ি ফেরার থেকে নিজের জীবন শেষ করে ফেলাই তার কাছে সঠিক বলে মনে হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে আমেরিকার কানসাসে। মেয়েকে হারিয়ে শোকে পাথর ওই কিশোরীর বাবা। জানা গিয়েছে, ওই কিশোরীর নাম জেইলি চিলসন। বাড়ি থেকে পালিয়ে একটি পার্টিতে যোগ দিয়েছিল সে। দীর্ঘক্ষণ না ফেরায় পুলিশে খবর দেন জেইলির বাবা। শহরের নানা এলাকায় খুঁজে শেষ পর্যন্ত ওই পার্টিতে পৌঁছয় পুলিশ। জেইলিকে দেখতে পেয়েই তাকে বাড়ি ফিরতে অনুরোধ করেন আধিকারিকরা। কিন্তু কিছুতেই বাড়ি ফিরতে নারাজ জেইলি। পুলিশের হাত থেকে পালাতে নয়া ফন্দি আঁটে সে। আধিকারিকের কথা মতো পুলিশের গাড়ির কাছে পৌঁছয় জেইলি। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়িতে থাকা বন্দুক বের করে ফেলে সে। পুলিশের সামনেই নিজের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি চালিয়ে ফেলে জেইলি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো যায়নি তাকে। মেয়েকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন জেইলির বাবা। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ের মতো মেয়ে হয় না। ও আমাদের সবকিছু ছিল। এখন আমাদের হৃদয়টাই ভেঙে গেল। ওর মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না।' কেন বাড়িতে ফিরতে এত সমস্যা ছিল জেইলির? তার বাবা বলেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই নানা বিষয়ে জেইলিকে হুমকি দিচ্ছিল বন্ধুরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ৯ আশ্বিন, ১৪৩০, বুধবার

শিক্ষিকা বদলির মামলায় দুই সপ্তাহের মধ্যে ডিআইকে অপসারণের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষিকার বদলি মামলায় দুই সপ্তাহের মধ্যে মুর্শিদাবাদের ডিআই-কে অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়া হল। শিক্ষা দপ্তরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারিকে দুই সপ্তাহের মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

এক শিক্ষিকার বদলি সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি জানান, 'ডিআই যে কাজ করেছেন, তা আদালত ভালো চোখে দেখছে না। ডিআই-কে পদ থেকে অপসারণ করতে হবে।' সঙ্গে বিচারপতি এটাও স্পষ্ট করে দেন, অন্য দপ্তরে চাকরি করতে পারেন ডিআই। তাঁর কড়া মন্তব্য, 'এই পদে চাকরি করার যোগ্য তিনি নন।' পাশাপাশি আদালত মঙ্গলবার এটাও স্পষ্ট করে দেয়, আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যেই মামলাকারীকে বাড়ির কাছের স্কুলে বদলি করতে হবে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, ৫ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিন রাজ্যকে নির্দেশ কার্যকরের বিষয়ে রিপোর্ট জমা করতে হবে।

আদালত সূত্রে এও জানানো হয়েছে, মামলাকারী নদিয়ার শিক্ষিকা বনানী ঘোষ। তিনি মুর্শিদাবাদের স্কুলে কর্মরত ছিলেন। বাড়ির কাছে বদলির আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন শিক্ষিকা। আদালতে শিক্ষিকা জানান, সন্তান জটিল রোগে আক্রান্ত এবং স্বামীও বিশেষভাবে সক্ষম। তাই বাড়ির কাছে বদলির আবেদন করেন ওই শিক্ষিকা। তাতে কাজ না হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শিক্ষিকা। মুর্শিদাবাদের ওই স্কুলে কত শিক্ষক আছেন তা জানতে চেয়ে ডিআই-এর রিপোর্ট তলব করে আদালত। শিক্ষকদের তালিকার সঙ্গে প্যারাটিচারের সংখ্যা যোগ করে রিপোর্ট দেন ডিআই।

সেই রিপোর্ট দেখেনই বিরক্ত হন বিচারপতি। কারণ ইতিমধ্যেই অন্য একটি মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ ছিল, বদলির ক্ষেত্রে টিচার ও প্যারাটিচারের সংখ্যা এক করা যাবে না। এই ভুল রিপোর্ট দেওয়ার জন্যই ডিআই -কে পদ থেকে অপসারণের নির্দেশ দেন তিনি।

রাজ্যের আর্জি মানল না হাইকোর্ট, মিছিল হবে ক্যামাক স্ট্রিট দিয়েই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার কলকাতায় রাস্তায় গ্রুপ ডি কর্মীদের মিছিল হবে ক্যামাক স্ট্রিটেই। রাজ্যের আপত্তি খারিজ করে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন গ্রুপ ডি-র কর্মীদের মিছিলের রুটের একটি অংশ নিয়ে আপত্তি তোলা হয় রাজ্যের তরফ থেকে। এরপর হাইকোর্টের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আর্জিও জানানো হয়। আদালত মঙ্গলবার জানিয়ে দেয়, গ্রুপ ডি কর্মীদের মিছিলের রুটে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলে রাজ্য সরকারের গ্রুপ ডি কর্মীদের মিছিল যাবে ক্যামাক স্ট্রিট হয়েই। তবে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত একইসঙ্গে এও জানিয়ে দিয়েছেন, ওই রুটে মিছিলের জন্য যাতে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা বা দুর্ভোগ না হয়, সেই বিষয়টির দিকেও নজর রাখতে হবে মিছিলের উদ্যোক্তাদের। বিচারপতির সংযোজন, মিছিলের জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশি বন্দোবস্ত রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে চ্যানেল করে মিছিল পাস করাতে হবে।

প্রসঙ্গত, সোমবারই রাজ্যের তরফে ক্যামাক স্ট্রিট এলাকা দিয়ে মিছিল যাওয়া নিয়ে আপত্তি জানানো হয়। রাজ্যের বক্তব্য ছিল, ওই রুটে অনেকগুলি স্কুল রয়েছে। অভিনব ভারতী, শ্রী শিক্ষায়তন, লা মার্টিনিয়ার-সহ বেশ কয়েকটি স্কুলের কথা আদালতে উল্লেখও করে রাজ্য। একইসঙ্গে এও জানায়, মিছিলের ফলে ওই রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু এদিন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনাদের বলা কোনও স্কুল ক্যামাক স্ট্রিটে নেই। এটা কোনও বিক্ষোভ সমাবেশ নয়, ওখানে কেউ বসবে না। তাঁরা মিছিল করে চলে যাবেন। তাঁদের মিছিল যাতে যেতে পারে, পুলিশ সেই ব্যবস্থা করবে।'

স্বাস্থ্যভবনে ২২ বিধায়ককে নিয়ে আচমকা হাজির বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডেঙ্গু নিয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি রাজ্য জুড়ে। স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুসারে প্রতিদিনই বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। এই অবস্থায় মঙ্গলবার সকালে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে হাজির হন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বাস্থ্য ভবনের গেটের বাইরে পুলিশ তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করলে ধস্তাধস্তি বাধে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে। সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের তরফে ১৫ দফা নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। একাধিক নিয়মবিধি মানার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, ডেঙ্গু রোধে রাজ্য সরকার উদাসীন। তাই বাড়ছে আক্রান্ত, মৃত্যু। রাজ্য সরকার 'ডেঙ্গুর সরকার' হয়ে গিয়েছে। সেসব তথ্য নিয়ে স্বাস্থ্যভবনে একটি স্মারকলিপি দিতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির ২২ জন বিধায়ক।

প্রসঙ্গত, এর আগে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছিলেন শুভেন্দু। তবে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিদেবদী অনুপস্থিত থাকায় দেখা হয়নি। এরপর এদিন হঠাৎই স্বাস্থ্য ভবনে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হন বিরোধী দলনেতা। শুধু হাজির হওয়াই নয়, স্বাস্থ্যভবনের ভিতরেও ঢুকতে চান তিনি। অভিযোগ, স্বাস্থ্যভবনের নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশকর্মীরা তাঁকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেননি। তখনই পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়ান শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'আপনারা বিধায়কদের এভাবে আটকাতে পারেন না।' এরপর স্লোগান ওঠে , 'ডেঙ্গুর সরকার, আর নেই দরকার।' এরপরই শুরু হয় ধস্তাধস্তি। বেধে যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। এর পাশাপাশি বিধায়করাও স্লোগান তুলতে থাকেন।

স্বাস্থ্যভবনে প্রবেশে বাধা দেওয়া প্রসঙ্গে ক্ষুব্ধ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু জানান, 'স্বাস্থ্য ভবন কি তৃণমূলের পৈত্রিক সম্পত্তি? এখানে ২০-২২ জন বিধায়ক আর বিরোধী দলনেতাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তৃণমূল আসার আগে এ বাড়ি হয়েছে। আর যাঁরা ভিতরে রয়েছে তাঁরা ট্যাক্সের টাকায় বেতন পান।' এরই পাশাপাশি শুভেন্দুর অভিযোগ, 'ছোট ছোট শিশু মারা যাচ্ছে। সদ্যজাত মারা যাচ্ছে। প্রসূতি মা মারা যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। এদিকে হাসপাতালে বেড নেই। প্রাইভেট নার্সিংহোমে নো-এন্ট্রি বোর্ড লাগানো হয়েছে।' সঙ্গে শুভেন্দুর সংযোজন, 'করোনার থেকেও খারাপ হয়েছে রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি। টেস্ট কিট নেই, ১০০-র বেশি মারা গিয়েছে। কেন্দ্রকে রিপোর্ট দেয়নি রাজ্য। রাজ্য সরকারের এসব দিকে কোনও খেয়াল নেই। কত মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গুতে, সেই তথ্য প্রকাশ করছে না। আমরা এখানে একটা ডেপুটেশন দিতে এসেছিলাম। ৫ মিনিটের কাজ। সচিবের সঙ্গে দেখাও করতাম না। স্মারকলিপিতে সই করিয়ে রিসিভড কপি নিয়ে যেতাম। কিন্তু তাও আমাদের আটকানো হচ্ছে। আসলে বিজেপিকে ভয় পেয়েছে। তাই বিজেপিকে স্বাস্থ্যভবনেও ঢুকতে দিচ্ছে না।' এরপর গাড়িতে ওঠার সময় বিরোধী দলনেতাকে পুলিশের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'হিসেব নেব।'

বিচারপতির তোপের মুখে কলেজ সার্ভিস কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা স্কুল সার্ভিস কমিশনের পর এবার আদালতে তোপের মুখে কলেজ সার্ভিস কমিশন। কারণ প্যানেল প্রকাশ করা হলেও সেখানে কোনও নম্বরের ব্রেক-আপ নেই। আর এই অভিযোগ সামনে আসতেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরই কড়া ভাষায় বার্তাও দেন কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে। প্রশ্ন করেন, কেন নম্বরের ব্রেক আপ রাখা হয়নি তা নিয়েও। এরপরই ১০ দিনের মধ্যে হলফনামা জমা দিয়ে সে কথা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মোনালিসা ঘোষ নামে ওই মামলকারী। তাঁর দাবি স্বচ্ছতা আনতে প্যানেলে নম্বর প্রকাশ করতে হবে। মঙ্গলবার ছিল সেই মামলার শুনানি। এরপরই শুনানির সময় কিসের ভিত্তিতে প্যানেল প্রকাশ করা হল, কমিশনের কাছে তা জানতে চান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কমিশনের আইনজীবী জানান, প্রাপ্ত নম্বর, গবেষণা পত্র সহ বেশ কিছু দেখেই প্যানেলে নাম ওঠে। এ কথা শুনে বিচারপতি বলেন, 'চেয়ারম্যান নিজে কটি পেপার অর্থাৎ গবেষণা পত্র জমা দিয়েছেন, তা ওঁকে জিজ্ঞেস করতে চাই। নম্বর প্রকাশ করলে সমস্যা কোথায়? প্রশ্ন

> **প্যানেল প্রকাশ করা হলেও সেখানে কোনও নম্বরের ব্রেক-আপ নেই। আর এই অভিযোগ সামনে আসতেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।**

আদালত। আগামী ১৩ অক্টোবর রয়েছে মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত সুবীরেশ ভট্টাচার্যের কথাও উল্লেখ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, মোনালিসা ঘোষ নামে এক মামলাকারী অভিযোগ করেন, ২০২৩-এ কলেজ সার্ভিস কমিশনের তরফে যে প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে শুধু প্রার্থীদের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রকাশিত হলেও নম্বর প্রকাশ করা হয়নি। সেই অভিযোগ নিয়েই করেন বিচারপতি। চেয়ারম্যান দীপক করের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, 'ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য এখন জেলে আছেন।'

উল্লেখ্য, সুবীরেশ ভট্টাচার্যও কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। কমিশনের আইনে কেন প্যানেলের কোনও সংজ্ঞা বলা নেই দেখেও এদিন বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখা যায় বিচারপতিকে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কলেজ সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল। ২০২৩ সালে প্যানেল প্রকাশিত হয়।

নয়া বিধায়কের শপথবাক্য পাঠ কোথায়, রাজ্যপাল ও রাজ্যের মধ্যে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার ধূপগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ককে রাজভবনে ডেকে শপথ বাক্য পাঠ করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এরপরই পাল্টা চিঠিতে রাজ্যপালকে বিধানসভায় আসার অনুরোধ জানালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোয়াপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্যপাল দাবি করেছেন, নির্মলচন্দ্র রায় তপশিলি জাতির একজন প্রতিনিধি, তাই তাঁকে রাজভবনে শপথবাক্য পাঠ করালে রাজভবনের গরিমা বাড়বে। রাজ্যপালের দাবি, এই শপথ গ্রহণ বার্তা দেবে যে রাজভবন সবার জন্য খোলা। মুখ্যমন্ত্রী সেই চিঠির প্রতিলিপি স্পিকারকে পাঠিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এরপরই রাজভবনে একটি পাল্টা চিঠি পাঠান বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকারের দাবি, বিধানসভার গরিমা, রাজভবনের থেকে অনেক বেশি। এখানে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ শপথ গ্রহণ করেছেন। তাই রাজ্যপালকে বিধানসভায় গিয়ে শপথ গ্রহণ করানোর কথা বলেছেন স্পিকার। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাজ্যপাল যখন শপথ বাক্য পাঠ করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখন তিনি যেন বিধানসভায় আসেন।

এর আগে দুপুরেই রাজ্যপাল বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথবাক্য পাঠ করানোর দায়িত্ব দিয়েছেন বলে খবর মেলে।

তবে রাজ্যপাল অধ্যক্ষকে এড়িয়ে উপাধ্যক্ষকে শপথবাক্য পাঠের দায়িত্ব দেওয়ায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়। বিধানসভায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ বলেন, বিধায়কের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান নিয়ে এর আগে রাজ্যপালের এমন আচরণ দেখা যায়নি। পরিষদীয় মন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যপাল যা করেছেন তা একেবারেই প্রত্যাশিত নয়।' উল্লেখ্য, রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছিল, নির্মল রায়কে শপথের দিনক্ষণ জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। অথচ নির্মলচন্দ্রের দাবি, তিনি চিঠিটি পেয়েছেন সেই নির্ধারিত দিনের ৪৮ ঘণ্টা পর। এতে ক্ষুব্ধ হয় রাজ্য সরকার। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যপালকে চিঠি লেখেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এরপর রাজ্যপাল শোভনদেবকে পাল্টা চিঠি দিয়ে জানান, শপথের দিন তিনি ঠিক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরিষদীয় দপ্তরে সেই ফাইলে সই করার মতো কেউ ছিলেন না।

ভিএলটিডি-র ব্যবহারে পুলিশি জরিমানার হুঁশিয়ারি নিয়ে সরব বেসরকারি বাস মালিকেরা

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাতে দিল্লির ২৩ বছর বয়সী এক প্যারা মেডিক্যাল ছাত্রীকে একটি বাসের মধ্যে নির্মমভাবে গণধর্ষণ করে রাজপথে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। নির্ভয়া কাণ্ডের ভয়াবহতায় শিউরে উঠেছিল দেশ। এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সরকারি থেকে বেসরকারি সব গণপরিবহণে ব্যবহার করতে হবে ভিএলটিডি অর্থাৎ ভেহিকল লোকেশন ট্র্যাক ডিভাইস। যাতে গাড়ির গতিবিধি সম্পর্কে জানা যায়। কারণ, আর কোনও নির্ভয়া কাণ্ড ঘটুক এই দেশে তা চায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের এই নির্দেশের জেরে পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিটি বাসে বসানো শুরু হয় এই ভেহিকল লোকেশন ট্র্যাক ডিভাইস। প্রথমে তা বসে সরকারি বাসে। এরপর এই ডিভাইস বসানোর কাজ শুরু হয় বেসরকারি গণপরিবহণ অর্থাৎ বেসরকারি বাসগুলোতেও।

বেসরকারি বাসে এই ডিভাইস বসানোর পর এর ন'টি বাটন রয়েছে বাসের বিভিন্ন জায়গায়। যেগুলোকে বলা হয় প্যানিক বাটন। অর্থাৎ, এই বাটনগুলোতে কেউ চাপ দিলে বাস কোথায় রয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য পৌঁছে যায় পরিবহণ দপ্তর এবং পুলিশের কাছে। এরপরই পরিবহণ দপ্তর এবং পুলিশের থেকে শুরু হয় নজরদারির পালা। আর এরপরই শুরু হয়েছে নতুন এক সমস্যার। পুলিশ এবং পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়, এই ধরনের ফ্ল্যাশ মেসেজ তাদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে অকারণেই। এই ঘটনায় তারা বিব্রতও বটে। এদিকে কে এই প্যানিক বাটনে চাপ দিচ্ছেন তা বোঝা সম্ভব হচ্ছে না পুলিশ বা পরিবহণ দফতরের পক্ষে। এরপরই এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে যে, এমন ঘটনা ঘটলে এর জন্য দায়ী করা হবে বেসরকারি বাস সংগঠনের মালিকদেরই এবং তার জন্য গুণতে হবে আর্থিক জরিমানাও। আর প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে সরব বেসরকারি বাস সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট।

> **কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সরকারি থেকে বেসরকারি সব গণপরিবহণে ব্যবহার করতে হবে ভিএলটিডি অর্থাৎ ভেহিকল লোকেশন ট্র্যাক ডিভাইস।**

এই প্রসঙ্গে বেসরকারি বাস সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার। কারণ হিসেবে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সরকারের নির্দেশ মতো এই ডিভাইস বাসে বসানো হয়েছে ঠিকই তবে এই ডিভাইসের প্যানিক বাটনে কারা হাত দিচ্ছে তা বোঝা কোনও ভাবেই সম্ভব নয় কোনও বাস মালিকের পক্ষে। এমনকী, পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু গণ পরিবহণে লাইফ-লাইন এই বেসরকারি বাস তাতে প্রচুর মানুষ ওঠেন। আর এই ভিড়ের মধ্যে কে এই প্যানিক বাটনে আঙুল রাখছেন তাও বোঝা বোঝা সম্ভব নয় একজন কন্ডাক্টর বা বাস চালকের পক্ষেও। আর সেই কারণেই বেসকারি বাস সংগঠনের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে অযথাই এক আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাস মালিকদের ওপর, যা মোটেই কাঙ্খিত নয়। এই প্রসঙ্গে বেসরকারি বাস সংগঠনের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এই ভিএলটিডি ববহারের ক্ষেত্রে প্রকৃত এক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হোক। কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো তৈরি না করেই এই ডিভাইস বসানোর নির্দেশ এসেছে সরকারের তরফ থেকে। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দিল্লির মতো কোনও নির্ভয়া কাণ্ড ঘটুক তা যেমন বেসরকারি বাস মালিকেরা চান না, ঠিক তেমনই অকারণে দোষের ভাগী করা হোক বাস মালিকেদেক তাও তাঁরা চাইছেন না। এই প্রসঙ্গে বেসরকারি বাস সংগঠনের সম্পাদক এও জানাচ্ছেন, দীর্ঘকাল ভাড়া বৃদ্ধি না করে একেই সংকটের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি বাস শিল্পকে। এরপর এই ধরনের জরিমানা করার সিদ্ধান্ত 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া'র মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে বেসরকারি বাস মালিকদের কাছে। শুধু তাই নয়, বেসরকারি বাস পরিবহণ শিল্প যে বর্তমানে কোমায় আচ্ছন্ন। সেখানে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে আরও সঙ্কটের মুখেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

ভিএলটিডি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বেসরকারি বাস সংগঠনের সম্পাদক এও জানান, ফেব্রুয়ারি মাসে পরিবহণমন্ত্রী এবং সচিবের সঙ্গে আলোচনার সময় এই ডিভাইস বাসে কে বসাবে বা এর দাম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি এও জানতে চাওয়া হয়েছিল এই ডিভাইসের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কে থাকবে তা নিয়েও। তবে এ ব্যাপারে যে কোনও সদুত্তর পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী বা সচিব সেদিন দিতে পারেননি তাও জানান তপনবাবু।

এদিকে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে তপনবাবু এতটাই ক্ষুব্ধ যে তিনি এও জানান, পুজোর আগে রাজস্ব আদায়ের এক নয়া রাস্তা হয়তো এই ভাবেই খুলতে চাইছে পুলিশ প্রশাসন। কারণ ঠিক এমনই ঘটনা ঘটে সাইটেশনের ক্ষেত্রেও। কোনও বাস বা মিনিবাস সত্যিই নিয়ম লঙ্ঘন করছে কি না তা বুঝতে রাস্তায় যে ক্যামেরা লাগানো হয়েছে তার থেকে সমগ্র ঘটনা বোঝা সম্ভব নয়, এমনও দাবি তোলা হয়েছে বেসরকারি বাস সংগঠনের তরফ থেকে। তবে সে দাবি না মেনে এখনও দেওয়া হচ্ছে একের পর এক কেস। এরপর এই ভিএলটিডি-র ঘটনাও প্রায় একই বলে মনে করছেন বেসকারি বাস সংগঠনের মালিকপক্ষ। পেষাই করার যন্ত্রে ঢুকিয়ে আরও পেষাই করে যতটা অর্থ নিংড়ে বের করা সম্ভব তাই চলছে প্রশাসনের তরফ থেকে।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হস্টেলের একাধিক আবাসিক, অফ লাইনে ক্লাসের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডেঙ্গুতে আক্রান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের একাধিক আবাসিক। এই রকম এক পরিস্থিতিতে অনলাইন ক্লাস করানো যায় কিনা ভাবনা চিন্তা করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, এমনটাই সূত্রে খবর।

এদিকে মঙ্গলবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি সম্পর্কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ জানান, ইতিমধ্যেই ৮-৯ জন আবাসিক আক্রান্ত হয়েছেন। সঙ্গে এও জানান, অফলাইন ক্লাস চলতে থাকলে ডেঙ্গি আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ডেঙ্গির প্রকোপ ছড়িয়ে পড়া রুখতে অনলাইনে ক্লাস করানো যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে, বলেও জানান উপাচার্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মোট ১২ জন পড়ুয়া ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। গত বারো ঘণ্টায় দশজন জ্বরে আক্রান্ত। এর মধ্যে ছয়জন পড়েছেন ডেঙ্গুর কবলে। সোমবার দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হস্টেলগুলিতে পড়ুয়াদের পাশাপাশি স্টাফ কোয়ার্টার থেকেও ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ফলে গোটা ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

রাজ্যের একাধিক জেলার পাশাপাশি কলকাতাতেও বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। শহরের ১৬টি বোরোর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি বোরো থেকেই কমবেশি আক্রান্তের খবর উঠে আসছে। এর মধ্যে ১৬ নম্বর বোরো এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা চিত্র বাড়িয়েছে কলকাতা পুরসভার। ডেঙ্গু রোধে কলকাতা পুরসভায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেই অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা।

এদিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে পাওয়া খবর অনুসারে রাজ্যে গত কয়েক সপ্তাহ ডেঙ্গুর গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। সবথেকে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি জেলা। এমনকি, উত্তরবঙ্গের মালদাতেও ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সাত জেলাকে ডেঙ্গুর 'হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। সাত জেলার জেলাশাসককে ডেঙ্গু রোধে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর থেকে জানা গিয়েছে, গত ১ জানুয়ারি থেকে এ বছর ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯,৪০০ জন। সব মিলিয়ে পুজোর আগে ডেঙ্গি বাড়তি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকারের। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে কলকাতা পুরসভায় তরফে।

সম্পাদকীয়

চা শিল্পের শ্রমিকরা আজও আলো খোঁজে

উনিশ শতকে ভারতে চা চাষের প্রচলন হয়, চা বাগানের ইংরেজ মালিক কর্তৃক শ্রমিক নির্যাতনও শুরু হয় প্রথম থেকেই। তারা স্থানীয় জনসমাজ থেকে শ্রমিক সংগ্রহ না করে দূরের ছোটনাগপুর, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে দরিদ্র আদিবাসীদের ভুল বুঝিয়ে আড়কাঠি মারফত আনত। স্থানীয় শ্রমিকদের কাজে নেওয়ার দাবি তোলায় জনৈক অসমিয়া চা বাগানের মালিক মণিরাম দত্ত বরুয়াকে ফাঁসি দেয় (১৮৫৭)। অপর দিকে, আড়কাঠি মারফত সংগৃহীত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের বলা হত 'গিরমিটি কুলি'। শব্দটি সম্ভবত শ্রমিকদের পরিভাষায় 'এগ্রিমেন্ট'-এর অপভ্রংশ বলে মনে হয়। ১৮৫৭ সালে দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত চা-কর দর্পণ নাটকে চা-কুলিদের উপর শ্বেতাঙ্গ কর্তাদের অত্যাচার বিধৃত। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন সরেজমিনে অসম ঘুরে এসে, চা বাগানের কুলিদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা দেখে সঞ্জীবনী পত্রিকায় 'কুলীকাহিনী' প্রকাশ করেন, যা হ্যারিয়েট বিচার স্টো-র আঙ্কল টম'স ক্যাবিন-এর সমতুল্য। এই সব খবর পড়ে বাংলার জনসমাজ চা-কে বলতে শুরু করল 'কুলির রক্ত'। ১৯২১ সালে গান্ধীজি শিলচর আসেন। তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে, চা শ্রমিকেরা বাগান ছেড়ে বিনা অনুমতিতে ঘরে ফেরার পথ ধরেন। এ সময়ে তাঁদের মাইনে ছিল ৬ টাকা। নানা অজুহাতে কেটে নেওয়ার পর আড়াই টাকার বেশি থাকত না। অথচ, তখন চালের দাম ছিল টাকায় পাঁচ সের। চা বাগান ফেরত কুলিরা গান্ধীজির জয়ধ্বনি দিয়ে যখন চাঁদপুরের (বর্তমানে বাংলাদেশে) স্টিমার ঘাটে আসেন, ভারতীয় চাষ সমিতির প্রতিনিধি ও স্থানীয় মহকুমা শাসকের নির্দেশে সশস্ত্র গোর্খাবাহিনী রাতে গুলি চালায় (১৯২১)। অনেক চা শ্রমিক মারা যান। চা-কর (ছদ্মনাম) চা-বাগানের কাহিনী বইতে (ভূমিকা লিখেছেন সাগরময় ঘোষ) অনুযোগ করেছেন, জালিয়ানওয়ালা বাগ-এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ইতিহাসে লেখা থাকে, কিন্তু চাঁদপুর-এর হত্যাকাণ্ড থাকে উপেক্ষিত। চা কুলিদের পরিস্থিতি ধরা রয়েছে লোকগানের কথাতেও। আজও চা শ্রমিকরা মজুরি, রেশন, বোনাস, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন করেন।

শাশ্বত কথা

মায়া

মায়া কাকে বলে জান? বাপ , মা , ভাই , ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, ভাগনে, ভাইপো, ভাইঝি-এই সব আত্মীয়দের প্রতি যে টান ও ভালবাসা। দয়া মানে- সর্বভূতে ভালবাসা। জীবাত্মা-পরমাত্মার মধ্যে এক মায়া -আবরণ আছে। এই মায়া-আবরণ না সরে গেলে পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় না। যেমন অগ্রে রাম,মধ্যে সীতা এবং পশ্চাতে লদণ। এস্থলে রাম পরমাত্মা ও লদণ জীবাত্মা স্বরূপ, মধ্যে জানকী মায়া-আবরণ হয়ে রয়েছেন। যতক্ষণ মা জানকী মধ্যে থাকেন,ততক্ষণ লদণ রামকে দেখতে পান না। মায়া দুই প্রকার- বিদ্যা এবং অবিদ্যা। তার মধ্যে বিদ্যা মায় আবার দুই প্রকার- বিবেক এবং বৈরাগ্য। এই বিদ্যা মায়া আশ্রয় করে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। আর অবিদ্যা মায়া ছয় প্রকার- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। অবিদ্যা মায়া 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞানে মনুষ্যদিগকে বদ্ধ করে রাখে। কিন্তু বিদ্যা মায়ার প্রকাশে জীবের অবিদ্যা একেবারে নাশ হয়ে যায়।

— শ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

লক্ষ্মীপতি বালাজি

১৮৩৫ *জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় রাম সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক-প্রযোজক যশ চোপড়ার জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লক্ষ্মীপতি বালাজির জন্মদিন।*

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ লাগোয়া এলাকায় যত্রতত্র জমা জল, আবর্জনার অভিযোগ

আতঙ্কে রোগীর পরিজনরা

সৈয়দ মফিজুল হোদা • বাঁকুড়া

ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘর খোদ বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ চত্বরের আশপাশের এলাকা! রোগীর পরিজনদের দাবি, মেডিক্যাল কলেজের আশপাশের এলাকায় যত্রতত্র জমে বর্ষার জল। সর্বত্রই জমে আবর্জনার স্তুপ। সেখান থেকেই ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় কাঁটা দূর দূরান্ত থেকে মেডিক্যাল কলেজে আসা রোগী ও রোগীর পরিজনরা। আর সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

শুধু বাঁকুড়া জেলার রোগীরা নন, বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা নিয়ে প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলা থেকে রোগীরা বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে আসেন। রোগীর সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে আসেন রোগীর পরিজনরাও। রাতবিরেতে হাসপাতাল চত্বরেই তাঁদের পড়ে থাকতে হয়। অভিযোগ, সেই মেডিক্যাল কলেজের আশপাশের এলাকাই এখন পরিণত হয়েছে ডেঙ্গুর আঁতুড়ঘরে। মেডিক্যাল কলেজের আশপাশের একাধিক রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় জমে রয়েছে বর্ষার জল। চারিদিকে জমে রয়েছে আবর্জনার স্তুপ।

রোগীর পরিজনেদের দাবি, এর জেরে হাসপাতাল চত্বরে যে ভাবে মশার উপদ্রব বেড়েছে, তাতে চিকিৎসা করাতে এসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁদের। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বিজেপির বিধায়কের দাবি, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কার্যত ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় চিন্তা বাড়াচ্ছে পুরসভার গাফিলাতি। তাঁদের দাবি, পুরসভা ও রাজ্য সরকারের গাফিলাতির কারণেই রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গুর এই বাড়বাড়ন্ত। এবার মেডিক্যাল কলেজে পরিবারের রোগীদের চিকিৎসা করাতে এসে ডেঙ্গু নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে রোগীর পরিজনদের।

অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সমস্ত ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারপরও কোথাও খামতি থাকলে পুরসভাকে বলে সেই কাজ করানো হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দাবিতে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ গ্রামের পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দাবিতে আজ সকাল থেকে রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করল স্কুল পড়ুয়ারা। ঘটনা বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের হাসিপুকুর এলাকায়। আজ সকাল থেকে পাত্রসায়ের বিষ্ণুপুর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার পড়ুয়া ও অভিভাবকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের হাসিপুকুর গ্রামে সবমিলিয়ে ৩০০ থেকে ৪০০ পরিবারের বসবাস। গ্রামে প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ২০০। অথচ এই গ্রামে কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় পড়ুয়াদের যেতে হয় ২ কিলোমিটার দূরের বালসি পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামের পড়ুয়াদের পাত্রসায়ের বিষ্ণুপুর রাজ্য সড়ক ধরে ওই দু' কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বালসি পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে হয়। ফলে মাঝেমধ্যেই পড়ুয়াদের দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরির দাবিতে বারবার প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরে আবেদন জানিয়েও লাভ হয়নি। অগত্যা গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরির দাবিতে পড়ুয়াদের সঙ্গে নিয়ে পাত্রসায়ের বিষ্ণুপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। অবিলম্বে ওই গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামের পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। পাত্রসায়ের ব্লকের বিডিও নিবিড় মণ্ডল বলেন, 'এই প্রথম আমরা বিষয়টি জানলাম। ওই গ্রামে বাসিন্দাদের বিদ্যালয়ের দাবি যথোপযুক্ত হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমরা বিষয়টি জানাব।'

কুড়মিদের আদিবাসী স্বীকৃতির দাবির প্রতিবাদে মহানগরীতে বিক্ষোভের ডাক দিল ফোরাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কুড়মিদের আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতির দাবির প্রতিবাদে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার রানি রাসমণি রোডে জমায়েত ও বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম।

উল্লেখ্য, কুড়মিদের আন্দোলনের পালটা জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে বেশ কিছুদিন ধরেই ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের ছাতার তলায় আন্দোলন চালিয়ে আসছিল সাঁওতাল, ভূমিজ, কড়া সহ বিভিন্ন আদিবাসীদের সংগঠন। এবার সেই আন্দোলনকেই কলকাতার রাজপথে নিয়ে যাওয়ার ডাক দিল ইউনাইটেড ফোরাম। নিজেদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি রাজ্যপালের হাতে তুলে দেওয়ার কথাও জানিয়েছে ফোরামের নেতৃত্ব।

আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে বাঁকুড়া সহ জঙ্গলমহলের চার জেলায় দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই চালিয়ে আসছে কুড়মি সমাজ। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনের আগে সেই আন্দোলন আরও তীব্র হয়। পুজোর মুখে গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমের জেলাগুলিতে একাধিক জায়গায় অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল ও পথ অবরোধের ডাক দিয়েছিলেন কুড়মিরা। হাইকোর্ট ওই আন্দোলন

বেআইনি ঘোষণা করার পর কুড়মিরা তা প্রত্যাহার করে নিলেও নিজেদের দাবিতে আগামী দিনে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। এই পরিস্থিতিতে পালটা কলকাতার রাজপথে নেমে রাজ্য ও কেন্দ্রের ওপর চাপ তৈরির কৌশল নিয়েছে আদিবাসীদের মিলিত মঞ্চ। ইউনাইটেড ফোরামের তরফে ওই সমাবেশে লক্ষাধিক মানুষের জমায়েতের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

ইউনাইটেড ফোরামের দাবি, কুড়মি ও আদিবাসীরা যে ভাবে রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে, তাতে তাঁদের আশঙ্কা সিআরআই রিপোর্ট বিকৃত করা হতে পারে। আর সেই বিকৃতির কারণে কুড়মিরা আদিবাসী তকমা পেলে বঞ্চিত হতে হবে সাঁওতাল, ভূমিজ, কড়া, শবর সহ অন্যান্য আদিবাসীরা। আদিবাসীদের দাবি, কোনও পরিস্থিতিতেই তাঁরা এই চেষ্টা সফল হতে দেবেন না। সেই জন্যই এই আন্দোলনের ডাক। তবে শুধু কুড়মিদের দাবির বিরোধিতাই নয়, এর পাশাপাশি ২৯ সেপ্টেম্বরের আন্দোলন মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের আনা ইউসিসি বিলের বিরোধিতা, অযোধ্যা পাহাড়ে টুরগা প্রকল্পর বিরোধিতা ও দেউচা পাঁচামি প্রকল্প রূপায়ণের বিরোধিতা করা হবে বলে ফোরামের তরফে জানানো হয়েছে।

ডাকঘরে এজেন্টদের বিরুদ্ধে দাপিয়ে বেড়ানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পোস্ট অফিসে কর্মীর অভাবের সুযোগ নিয়ে এজেন্টদের একটা বড় অংশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রে বকলমে তাঁরাই পোস্ট অফিসের কর্তা হয়ে উঠেছে বলে দাবি। আর এক্ষেত্রে পোস্ট অফিসে কর্মীরাও বেশ কিছুটা সুযোগ যেমন নিচ্ছেন, তেমনই কাজের চাপও কমিয়ে নিচ্ছেন বলে গ্রাহকদের দাবি।

বলাই বাহুল্য গ্রামীণ এলাকায় মানুষের কাছে আজও ভরসা জোগায় পোস্ট অফিস । ইদানীং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেকটাই আপডেটেড হয়েছে পোস্ট অফিসগুলি। কিন্তু দাবি, বিভিন্ন পোস্ট অফিসে গেলেই দেখা মিলবে এজেন্ট- রাজ। হাওড়া গ্রামীণ এলাকার কয়েকটি পোস্ট অফিসে গ্রাহকদের মূল অফিসে ঢুকতে এজেন্টদের একাংশ বাস্তবিক ব্যারিকেড করে রাখছেন বলে দাবি। যাতে মূল অফিসে যাওয়ার আগেই তাঁদের কাছে কাগজপত্র নিয়ে যেতে হয়।

গ্রাহকদের আরও দাবি, অনেক ক্ষেত্রে পোস্ট অফিসের ভিতরেই এজেন্টদের এমনই রমরমা হয়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে চাকরি করতে আসা সরকারি কর্মীদের চিনতেই পারছেন না গ্রাহকরা। আর এই সিস্টেমের সুযোগ নিয়ে কখনও গোপন তথ্য ফাঁস, আবার কখনও আর্থিক প্রতারণার মতো ঘটনার শিকার হচ্ছেন গ্রাহকরা। গ্রাহকদের অধিকাংশই দাবি করছেন, পোস্ট অফিসের ভিতরে থাকা এজেন্টের সরিয়ে দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগে হাওড়ার শতাব্দী প্রাচীন মুগকল্যাণ পোস্ট অফিসে পোস্ট মাস্টারকে ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যদিও ওই পোস্ট মাস্টারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গ্রাহকরা। খাজুননানে বাড়ি ষাটোর্ধ্ব বেনু মোহন পাত্র নামের এক গ্রাহক জানান, এক দল এজেন্ট ও একদল কর্মচারীর যোগসাজশে সরাসরি পরিষেবা পেতে হয়রান হতে হচ্ছে গ্রাহকদের। এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোয় চক্রান্ত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পোষ্ট মাস্টার বলেন, 'আমি কোনও মন্তব্য করতে রাজি নই। বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যা অর্ডার করবেন তাকে বাস্তবায়িত করাই আমার কাজ।'

উল্লেখ্য মাত্র তিন মাস আগে পোষ্ট অফিসে জয়েন করেন তিনি। তার মধ্যেই বিতর্ক। আর এতেই 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়' বলেই মনে করছেন গ্রাহকরাই। জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে পোস্ট অফিসগুলিতে যে ঘুঘুর বাসা তৈরির অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত দাবি করে আন্দোলনে নামতে চলেছেন গ্রাহকরা।

বিদ্যাসাগর জাতীয় শিক্ষক সম্মান পেলেন চিন্ময় দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলবার ২৬ সেপ্টেম্বর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। সারা রাজ্যজুড়ে এই দিনে পালিত হয় জাতীয় শিক্ষক দিবস।

'বাংলা পক্ষ' ভারতের বাঙালি জাতীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৪টি সাংগঠনিক জেলায় মহা সমারহে পালিত হয় জাতীয় শিক্ষক দিবস। এই দিন পূর্ব বর্ধমান জেলায় পাহাড়হাটি গোলাপমনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সম্মানীয় শিক্ষক চিন্ময় দাসকে 'বিদ্যাসাগর জাতীয় শিক্ষক সম্মান-১৪৩০' তুলে দেওয়া হয়। পূর্ব বর্ধমান বাংলা পক্ষ সংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে। চিন্ময়বাবু তাঁর শিক্ষক জীবনে অর্থের অভাবে পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয়ে যায় তাঁর জন্য বহু ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

তাঁর এই কর্মের কারণে ছাত্রছাত্রীদের কাছে হয়ে উঠেছেন স্কলারশিপ স্যার। তাঁর বক্তব্য, তিনি যে কাজটি করে আসছেন, তা প্রতিটি শিক্ষকের মৌলিক কর্তব্য। প্রতিটি শিক্ষক যদি একজন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ান এবং তাঁদের দায়িত্ব নেন, তা হলে অর্থের অভাবে কোনও ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা বন্ধ হবে না। তারা সকলে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে এবং এতে সমাজের মঙ্গল হবে। তিনি প্রত্যেকটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট এই আবেদন করেছেন। তাঁর সাহায্যে অনেক ছাত্র ছাত্রী আজকের সমাজে শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, আইপিএস অফিসার হয়েছেন।

পূর্ব বর্ধমান বাংলা পক্ষের সম্পাদক অসিত সাহা বলেন, 'তিনি আমাদের আদর্শ শিক্ষক। তাঁর এই কাজকে সমাজের সামনে তুলে ধরাই একমাত্র আমাদের লক্ষ্য। আমাদের সমাজের ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক, সকলের আদর্শ হয়ে উঠুক স্কলারশিপ স্যার।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান বাংলা পক্ষ সংগঠনের জেলা সম্পাদক অসিত সাহা, জেলা কমিটির সদস্য সুলতান সরকার ও জেলা সংগঠনের কর্মীরা।

দু'দিনের অজানা জ্বরে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দু'দিনের জ্বরে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃত মহিলার নাম মৌসুমী সরকার বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। প্রতিবেশীদের দাবি, ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ওই মহিলার। যদিও হাসপাতালে সুপারের দাবি, জ্বরের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। যদিও জ্বর হলেও ওই মহিলার ডেঙ্গু আক্রান্তের পরীক্ষা করা হয়নি বলে জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানা যায়, ওই মহিলার বিয়ে হয় নদিয়ার চাকদহ এলাকায়। বাবার বাড়ি শান্তিপুর রামকৃষ্ণ কলোনির রামনাথ তর্করত্ন রোড এলাকায়। গত দু'দিন আগে জ্বর নিয়ে বাবার বাড়িতে আসেন ওই মহিলা, এরপর শান্তিপুর হাসপাতালে ভর্তি হন। গতকাল রাতে অবস্থার অবনতি হলে ওই মহিলাকে অন্যত্র স্থানান্তর করেন চিকিৎসকরা। যদিও রাস্তাতেই মৃত্যু হয় মহিলার। আজ সকালে মৃতদেহটি শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় নদিয়ার চাক দহের মহিলার শ্বশুরবাড়িতে। এই ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে মৃত মহিলার বাপের বাড়ি এলাকার প্রতিবেশীদের মধ্যে। স্থানীয়দের দাবি, মাত্র দু'দিনের জ্বরে কী করে একজন মহিলার মৃত্যু হয়, ওই মহিলা অবশ্যই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিলেন, আর তাই মৃত্যু হয় তাঁর।

স্বরূপনগরে চাষজমিতে উদ্ধার এক যুবতীর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: এক যুবতীর হাত-পা বাঁধা, গলাকাটা দগ্ধ দেহ উদ্ধার হল উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরে। জায়গাটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া, স্বরূপনগরের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। গুণরাজপুর গ্রামে মঙ্গলবার ভোরে চাষের জমির মধ্যে থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। সঙ্গে একটি পিঠের ব্যাগও উদ্ধার হয়েছে। মৃতার পরিচয় জানা না গেলেও প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান মৃতের বয়স ২১-২২ বছর, বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পার করে এদেশে এনে খুন করা হয়েছে তাঁকে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি চাষের মধ্যে থেকে দেহটি উদ্ধার হওয়াতে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। দেহটি উদ্ধার করে স্বরূপনগর থানার পুলিশ বসিরহাট পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। জমির মালিকের নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে একটি খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় এক মহিলা মাঠে গিয়ে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। তিনিই অন্যদের খবর দেন। এলাকাবাসী মনে করছেন, দুষ্কৃতীরা লাঠি ঢুকিয়ে পিঠমোড়া করে হাত, পা বেঁধে তার গলার নলি কেটে খুন করেছে। জায়গাটি রক্তে ভেসে গিয়েছে। খুনের আগে তার ওপরে শারিরীক নির্যাতনও করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। খুনিরা প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে মেয়েটির মুখে আগুন ধরিয়ে দেয় বলেই অনুমান। ভোরের দিকেও সেখান থেকে ধোঁয়া ওঠায় প্রাথমিক অনুমান ভোররাতেই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্তারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ব্যাগের মধ্যে একটি চশমার বাক্স ছিল। সেই বাক্সের ঠিকানা বাংলাদেশের ফরিদপুরের। ফলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে রাতে অন্ধকারে যুবতীকে সীমান্ত পার করে এদেশে এনে পাচারকারীরা খুন করেছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর নজর এড়িয়ে কি করে সীমান্ত পারাপার করলো যুবতী।

স্কুটিতে লরির ধাক্কা, মৃত্যু হল শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: একটি পণ্যবাহী লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক স্কুল শিক্ষিকার। হুগলির পুরশুড়ার সামন্ত রোড এলাকায় এই ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মৃতা শিক্ষিকার নাম টিঙ্কু মালিক (৩০)। তাঁর বাড়ি সামন্ত রোড এলাকায়। প্রতিদিনের মতো এদিনও তিনি রসুলপুর ভিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন স্কুটি করে। স্থানীয় সূত্রের খবর, সামন্ত রোড থেকে রসুলপুরের দিকে যাচ্ছিলেন ওই শিক্ষিকা। তখন একটি পণ্যবাহী লরি শিক্ষিকার স্কুটিতে ধাক্কা মারে। তাতে তিনি ছিটকে পড়েন। ঘটনার পরেই তড়িঘড়ি পুরশুড়া থানার পুলিশ ও স্থানীয় মানুষজন তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় অন্যান্য শিক্ষিকারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। মৃতার সহকর্মী এক শিক্ষিকা জানান, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। ভাবা যায় না। শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্বের সঙ্গে উনি কাজ করতেন। গৌরি মাঝি নামে আর একজন সহকারী শিক্ষিকা বলেন, 'স্কুল টাইমেই আমরা যাচ্ছিলাম। উনি একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। স্কুটি করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে লোকজন জড়ো হয়ে আছে। ওঁকে দেখেই হতভম্ব হয়ে যাই। হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

যুনিয়ন बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra কার্পোরেশন Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর

বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি - ২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ "যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে আগামী **১৩.১০.২০২৩** তারিখ @ **সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ১৩.১০.২০২৩ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১২.১০.২০২৩, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ১৩.১০.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১২.১০.২০২৩	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা: উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৬,৪৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৪,৬০০.০০ টাকা	৯,৯৪,৬২৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরানব্বই হাজার ছয়শত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : আশিস কুমার মাল** **শাখা-সিউড়ি** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা চাতরা -তে অবস্থিত, জেএল নং- ৭৭, আরএস খতিয়ান নং-১০৬৭, এলআর খতিয়ান নং- ৫১, খতিয়ান নং- ১৫৩, দাগ/ প্লট নং- ৫২১, কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- চাঙ্গুরিয়া, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূমে ০৪ শতক পরিমাপের আশিস কুমার মালের নামে । **যোগাযোগ ব্যক্তি : সৌমিক পারুয়া : ৯৭৪৮৮০৬৬২১**	১. ৭,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ৭০,৫০০.০০ টাকা	৮,৮৯,৯৯৮.০০ টাকা (আট লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শত আটানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স আনন্দ ট্রেডারস** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** (আধা শহুরে) কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি; বন্ধকদাতা- শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দী। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪৪,৩০,৭০০.০০ টাকা ২. ৪,৪৩,০৭০.০০ টাকা	৫৬,৯০,৪৭১.০০ টাকা (ছাপ্পান্ন লক্ষ নব্বই হাজার চারশত একাত্তর টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অনিমেষ মুখার্জি,** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কাস্ট-কুরম্বা -তে, কাস্ট-কুরম্বা বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত, মৌজা - শিয়ালদহ, জেএল নং ১২৬-এ অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭১, প্লট নং ৩৩৫ বান্দুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট অফিস - কাস্টো-কুরম্বা, থানা- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৬। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪১,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৩,৬০০.০০ টাকা	২৫,২৬,৬৪৮.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছ'শো আটচল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাপি এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-মোহনপুর** **সম্পত্তি**- মৌজাও গ্রাম হারবাটি, জেএল নং ০৯, পরগনা উখরা, খতিয়ান নং- ১৪৯ এবং ৩৬, পার্চা হিসাবে খতিয়ান নং- ৩১৭, দাগ নং- ২৮, মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- মাসুন্দা, থানা- আমডাঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এ জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ- ২২ ডেসিমেল, **বাপি মণ্ডলের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর-রঞ্জন মণ্ডলের খালি জমি,দক্ষিণ-৭ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, পূর্ব- রামজান মণ্ডলের বাড়ি,পশ্চিম-শ্রী মতিলাল সূত্রধরের খালি জমি দ্বারা, বাপি মন্ডলের নামে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রীতেশ দাস : ৯০৫১৫৮৭৮৭৯।**	১. ১৫,১৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৬০০.০০ টাকা	১৩,৭৮,০৬২.০০ টাকা (তেরো লক্ষ আটাত্তর হাজার বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বুলা রানী সাহা** **শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি** - জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং দ্বিতল আবাসিক কাম গোডাউন বিল্ডিং যা ১) বুলারানি সাহা, স্বামী-বিশ্বনাথ সাহা এবং ২) শ্রী সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা- শ্রী করুণা সিন্ধু মন্ডল এর মালিকানায়, মৌজা কালিসারায়, জেএল নং-১০৮, খতিয়ান নং-৩৭৮,৬৫৯,৭৫৪,৩২৫,৩৮৪,৭২৫, এলআর খতিয়ান নং -১৬৮৩, প্লট নং ৩০৫/৯০৬,ওয়ার্ড নং-০৮, হোল্ডিং নং- ৬৬৩/৮জি, রামপুরহাট পৌরসভার অধীনে, থানা- রামপুরহাট জেলা- বীরভূম জমির এলাকা ২ শতক। পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের বাড়ি, দক্ষিণ- এনামুল হকের বাড়ি, পূর্ব- সড়ক, পশ্চিম- বিকাশের বাড়ি এবং অন্যান্য। **যোগাযোগ ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা: ৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৫,৮৯,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৮,৯০০.০০ টাকা	৭,৯৮,৮৫০.০০ টাকা (সাত লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি**- এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা- উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১১,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৪০০.০০ টাকা	১৩,৫৫,৪২৪.০০ টাকা (তেরো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত চব্বিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স দীপ হার্ডওয়্যার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি** : মৃত মোনোয়ার হোসেন এবং মৃত সেলিমা বেগম -এর নামে ১.৫ কাঠা পরিমাপের জমি ও ভবন, হুতুদেয়ান পিরতলা, পীরতলা মসজিদের কাছে, মৌজা - রায়ান, জেএল নং ৬৮, এলআর. খতিয়ান নং ৩৬৮৯ ও ৭৩২৪, প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, এল.আর. প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - বাজেরতাপপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১০১। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৮৬,০০০.০০ টাকা	৪৩,৮৮,০৫৭.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার সাতান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ - সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম - সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯।**	১. ৫০,৫৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৫,৬০০.০০ টাকা	৫৪,৪৮,৬৮৮.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ আটচল্লিশ হাজার ছ'শো অষ্টআশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : গোলাম মোস্তফা** **শাখা-জাহাননগর** **সম্পত্তি**- জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১১৯, এলআর প্লট নং - ৭১৩,৭১৫ এবং ৭১৬ উপ খ. নং- ১৪৭৪, মৌজা- খেতপুর পালসি, অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কাটোয়া জেলা- বর্ধমান **গোলাম মোস্তফার মালিকানাধীন। সম্পত্তির সীমানা**- উত্তর- মালিকের প্লট, দক্ষিণ- ১এসটিডি বিল্ডিং সাদিক আলী ও সাদিহানি মল্লিক, পূর্ব- রাস্তা ১৫ফুট প্রশস্ত, পশ্চিম- পুকুর দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী অতীশ রঞ্জন- ৮৩৯০৮২৪৯৪১**	১. ১১,৬৮,০০০.০০ টাকা ২. ১,১৬,৮০০.০০ টাকা	৬,৫১,৬০৯.০০ টাকা (ছয় লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত নয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-আঁখোনা** **সম্পত্তি** - মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খ নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খ.নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত**- উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সুদীপ রায় : ৮৩৩৬৯১৮১৭৫**	১. ৫,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ৫০,৪০০.০০ টাকা	৯,৩৭,৬২২.০০ টাকা (নয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শত বাইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : জয়ন্ত বণিক** **শাখা- দুর্গাপুর (০৫৭৬২)** **সম্পত্তি** - এখানকার সম্পত্তির মধ্যে শ্রীমতী মীরা বনিক এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল রয়েছেযার প্লট নং- ১৫৭০, খতিয়ান নং-৩৬০, জেএল নং-৬৮, মৌজা-ভিরিঙ্গি, থানা-দুর্গাপুর, জেলা বর্ধমান। পরিমাপ ৪.২ কাঠা। **মীরা রানী বণিকের নামে, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ১৬ ফুট রাস্তা, পূর্ব- ১১ফুট রাস্তা, পশ্চিম- বিদ্যমান ভবন, দক্ষিণ- বিদ্যমান ভবন। **যোগাযোগের ব্যক্তি- প্রবীন কুমার : ৮০৫১০০০৩২৬**	১. ৭৩,২৮,০০০.০০ টাকা ২. ৭,৩২,৮০০.০০ টাকা	৪৮,৭৬,৬১৫.০০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শত পনেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স কে. কে. এন্টারপ্রাইজ** **শাখা: আসানসোল (০৬৮৯২)** **সম্পত্তি: নির্মলা দেবী, অভিষেক কুমার বার্নওয়াল, আশিস কুমার বার্নওয়াল, প্রিয়াঙ্কা বার্নওয়াল -এর** নামে জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার হোল্ডিং নং ৬(৭), আব্দুল লতিফ লেন, ১৩ নং ওয়ার্ড, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, আসানসোল পৌরসভা মৌজার অধীনে, জেএল. নং ২০, থানা-আসানসোল(এস), সিএস খ নং ৪১৪৯, সিএস প্লট নং ৬৩৯৭, আরএস খ. নং ১৫১২৪, আরএস প্লট নং ২৪১৩১, ২৪১৩২৩। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - বিজয় বার্নওয়ালের বাড়ি, দক্ষিণ - বিজয় শর্মার বাড়ি, পূর্ব - বিজয় শর্মা এবং অন্যান্যদের বাড়ি, পশ্চিম , ১২ ফুট প্রশস্ত আব্দুল লতিফ লেন দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: অবিনাশ কুমার : ৮৮৩৮২৩৮১৮০**	১. ৪১,১০,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১১,০০০.০০ টাকা	৩৫,৩৮,৮৯৭.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশত সাতানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মীর হাসনাত আলী** **শাখা- খাসপুর পীরতলা** **সম্পত্তি** - মীর হাসনাত আলী এবং মিসেস রেশমি বেগমের মালিকানাধীন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৬.৫ শতক, মৌজা-আর্গুনে অবস্থিত, পোস্ট- পাকুড়হাঁস, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- বর্ধমান বিয়ারিং জেএল নং-৪৪, খতিয়ান নং -৭২১,এলআর খতিয়ান নং-১৩১৫ও ১৩১৬, প্লট নং-১২৩৩, এলআর প্লট নং-১৩৪৮। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- পুকুর, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- আবু বক্করের দ্বিতীয় এসটিডি বল্ডিং, পশ্চিম- বাসু সেখের মাটির বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: ধ্রুবজ্যোতি সাইকিয়া: ৯৮৬৪৩৬২০৬৪**	১. ৪৬,২৯,০০০.০০ টাকা ২. ৪,৬২,৯০০.০০ টাকা	৯,৭০,৯৮৭.০০ টাকা (নয় লক্ষ সত্তর হাজার নয়শত সাতাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : নির্সা রিফ্র্যাক্টরি এন্ড সিরামিক ওয়ার্কস** **শাখা-আসানসোল (০৭১৩১)** **সম্পত্তি** - আরএস প্লট নং ১২০৩,১২০৫,১২০৫/১৮৬৫, আরএস খতিয়ান নং- ১৪০০৬,১০৮১০,১২১৩২, জেএল নং ২০, মৌজা-আসানসোল পৌরসভা, 'সানন্দা এপার্টমেন্ট' ২য় তল, ফ্ল্যাট নং-২, ওয়ার্ড নং- ০৬ (পুরাতন) ও ৫০ (নতুন), জেলা-পশ্চিম বর্ধমানে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এলাকা ১১০০ বর্গফুট **সুভাষ চন্দ্র গুরু এবং শ্রীমতী অঞ্জনা গুরুর নামে, পরিবেষ্টিত-** (ফ্ল্যাটের সীমানা আমাদের কাছে বন্ধক রাখা) উত্তর- অন্যদের ফ্ল্যাট, দক্ষিণ- অন্যদের ফ্ল্যাট, পূর্ব- কমন প্যাসেজ এবং সিঁড়ি কেস লিফট দ্বারা, পশ্চিম- খালি জায়গা দ্বারা। (সানন্দা অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা)। উত্তর- অন্যের সম্পত্তি, দক্ষিণ- অন্যের সম্পত্তি, পূর্ব- অন্যের সম্পত্তি, পশ্চিম- জিটি রোড পর্যন্ত ১৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগের ব্যক্তি- বিনোদ দাস - ৮২৯৪৬৪৬০৮৪**	১. ৩৬,৪৭,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৬৪,৭০০.০০ টাকা	৫৫,৬৮,৩৯৩.০০ টাকা (পঞ্চান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশত তিরানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : প্রথম কুমার ঝা** **শাখা: আসানসোল (০৭১৩১)** **সম্পত্তি:** বিজয় ভবনে আবাসিক ৪র্থ তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং টু হুইলার পার্কিং সহ, যা পুরানহাট মেইন রোডে অবস্থিত, পোস্ট - বার্নপুর, থানা- হীরাপুর, হোল্ডিং নং ৫৪১/২৫, ওয়ার্ড নং ৯৫, জেএল নং ২১, আসানসোল পৌরসভা কর্পোরেশনের অধীনে, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, সিএস প্লট নং ২২৪১, আরএস প্লট নং ৪২৬৪, সিএস খতিয়ান নং ৩৩৫, আরএস খতিয়ান নং ২৮২২, মৌজা - নরসিবান্ধ -তে অবস্থিত, পরিমাপ ৭৯০ বর্গফুট। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: পূর্ব - কালু খানের বাড়ি, পশ্চিম- উৎপল সাহার বাড়ি, উত্তর - ধবলেন্দু ভট্টাচার্যের বাড়ি, দক্ষিণ - পূর্ণহাট মেইন রোড দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি : বিনোদ দাস - ৮২৯৪৬৪৬০৮৪**	১. ১৫,৩৮,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৩,৮০০.০০ টাকা	১৫,৮৮,৬৮৫.০০ টাকা (পনেরো লাখ অষ্টআশি হাজার ছ'শো পঁচাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
১৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম : রঘুনাথ হেমব্রম** **শাখা- বর্ধমান পৌরসভা** **সম্পত্তি** - রঘুনাথ হেমব্রমের মালিকানাধীন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-নারী, জেএল নং- ৭০, এলআর খতিয়ান নং- ১২৯৩১ এবং ১২৯৩২, আরএস খতিয়ান নং- ২৮৭, আরএস প্লট নং- ২০৮৭, এলআর প্লট নং- ৩১৪৫, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নারী চারাবাগান এ, পোস্ট- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান পূর্ব। পরিমাপ- ২.১৫ কাঠা (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ৮ ফুট প্রশস্ত প্যাসেজ রোড, দক্ষিণ- জনাব সাহাজাহানের বাড়ি, পূর্ব- অশোক প্রসাদের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যান্যদের বাড়ি ও আইসিডিএস স্কুলের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি : শুভজিৎ মল্লিক : ৭০৯১২৫৩৮৯০**	১. ৪৭,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ৪,৭৭,০০০.০০ টাকা	৩৭,৬১,২০৬.০০ টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার দুইশত ছয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
১৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স সাজী বাবা গ্রেনস প্রাঃ লিঃ** **শাখা: বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** গ্রাম এবং পোস্ট- -উখরিদ, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৫৮, এলআর প্লট নং ১১৭৭, ১২৮৩, ১২৮৪, ১২৮৫,১২৮৬,১২৮৮, ১২৯৩, ১২৪১ -তে জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির মোট পরিমাপ ১.২৮ একর বা ১২৮ শতক জমি বাস্তুর অধীনে, ৭ শতক জমি রাইস মিলের অধীনে, ২২ শতক জমি পোল্ট্রির অধীনে এবং ২০ শতক গোডাউন প্রকৃতির এবং জমিটি উখরিদ গ্রাম পঞ্চায়েত মধ্যে আছে ও কারখানা ভবন এবং সিজিআই ধানের চালা, বয়লার সেকশন, ড্রায়ার, চিমনি, খড়ের শেড বিল্ডিং, আরসিসি সিলো, সিজিআই প্লান্ট ও রাইস শেড, অ্যাশ রুম, আরসিসি ইলেকট্রিক রুম, জলাশয়, সিজিআই শেড হাস্ক, ওজন ব্রিজ প্ল্যাটফর্ম, সীমানা প্রাচীর। **যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৪৫৮৯৯৩০**	১. ১,১৮,৬২,০০০.০০ টাকা ২. ১১,৮৬,২০০.০০ টাকা	১০,৪৭,৯৩,৪৫২.০০ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশত বাহান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
১৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী শংকর ঠাকুর** **শাখা: রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়** **সম্পত্তি:** আবাসিক জমি এবং বিল্ডিং শ্রী শঙ্কর ঠাকুরের মালিকানাধীন, এলআর এবং আরএস প্লট নং- ৪৬০, আরএস খতিয়ান নং- ১১৫ এবং এলআর খতিয়ান নং- ১০৪৩, জেএল নং- ২৭, মৌজা- উত্তর ধাড়কা, থনা-আসানসোল (উঃ) , জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পরিমাপ ১ কাঠা ১½ ছটাক এবং পরিবেষ্টিত - উত্তর- ৬ ফুট রাস্তা, দক্ষিণ- অন্যের সম্পত্তি, পশ্চিম- দাগ নং. ৪৫৭, পূর্ব- অন্যের সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তির নাম রাকেশ গুপ্তা- ৬২৬৫০৫৯৮৬৭**	১. ৯,০৮,০০০.০০ টাকা ২. ৯০,৮০০.০০ টাকা	৮,৩৬,০৬২.০০ টাকা (আট লাখ ছত্রিশ হাজার বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শিবু সরকার** **শাখা- মোহনপুর** **সম্পত্তি** - শিবু সরকার এবং প্রাণবিলাসী সরকারের মালিকানাধীন আবাসিক বাড়ির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল গ্রাম-দিঘা ১১ নং ওয়ার্ড, পোস্ট-বরাজগুল, থানা-হরিনঘাটা, ২১ নং ওয়ার্ড। জমির পরিমাপ ৩ সাতক/১.৮১ কাঠা, দাগ নং এলআর ও আরএস ৫৮৮ , খতিয়ান আরএস ৭২৩ ,জেএল ৫৫ তে মৌজা-দীঘান্ড তৌজি-১৩, পরিবেষ্টিত: উত্তর- অমিৎসাঞ্জদারার বাড়ি, দক্ষিণ-খালি জমি, পূর্ব- ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম- ৬ ফুট কমন প্যাসেজ, **যোগাযোগ ব্যক্তি: রিতেশ দাস- ৯০৫১৫৮৭৮৭৯**	১. ১২,৫৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৫,৫০০.০০ টাকা	৯,২৪,৯৮২.০০ টাকা (নয় লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত বিরাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সেখ ইয়াদ আলী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তি:** বিক্রয় দলিল নং আই-১৯৭৭ তারিখ ১০/৮/২০১০ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১৬৩, এলআর খতিয়ান নং ২৪৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৯, আরএস প্লট নং ৩৯০৮ ও ৩৯১০, এলআর প্লট নং ৩৯০৮ এবং ৩৯১০, গ্রাম, পোস্ট এবং জি.পি. - সিংঘী -তে অবস্থিত, জমির প্রকৃতি- বাড়ি, জমির পরিমাপ - ১ শতক (প্রকৃত পরিমাপ) এবং ৩ শতক (উকিল অনুসন্ধান অনুসারে), মৌজা - সিংঘী, পোস্ট ও থানা - বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪০ -তে **সেখ ইয়াদ আলীর নামে** এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সিংঘী গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ - সেখ দাদ আলীর খোলা জমি; পূর্ব - সেখ দারাজ এর খোলা জমি, পশ্চিম - সেখ দারাজ এর মাটির ঘর। **যোগাযোগের ব্যক্তি: উদয় পান্ডে - ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ১১,১৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,১১,৪০০.০০ টাকা	১২,৪৩,১৩৬.০০ টাকা (বারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুভাষ চন্দ্র গুরু** **শাখা- আসানসোল (০৭১৩১)** **সম্পত্তি** - সিএস প্লট নং- ৩৩, আরএস প্লট নং- ৮৭, সিএস খতিয়ান নং- ৪৪৮০, আরএস খতিয়ান নং- ৭৬৩৭,২০০৭৮, জেএল নং- ২০, মৌজা- আসানসোল পৌরসভা, ফ্ল্যাট নং- জি/এ সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল গ্রাউন্ড ফ্লোরে, দুর্গা টাওয়ার, অপকার গার্ডেন, থানা- আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। সুভাষ চন্দ্র গুরুর নামে। **আবদ্ধ**- উত্তর- খালি জমি। দক্ষিণ- লিফট এবং সিঁড়ি। পূর্ব- পার্কিং স্পেস। পশ্চিম- কর্পোরেশন ড্রেন। **যোগাযোগের ব্যক্তি- বিনোদ দাস : ৮২৯৪৬৪৬০৮৪**	১. ৩৫,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৫৭,০০০.০০ টাকা	৩০,৬১,৬৯৯.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার ছয়শত নিরানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
২৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : তামান্না জুয়েলারি ওয়ার্কস** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **১. সম্পত্তি**- স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১২, আরএসও এলআর প্লট নং ৭৩৩, বাস্তু এলাকা- ৩.৪১৬ ডেসিমেল এবং আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৪ এলাকা ১.৬৬ ডেসিমেল বরাবর **নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে** দুই তলা পাকা বিল্ডিং এবং এটি **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - মসাবুরান্দ সাদরেয়া আলম মন্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবুদুর রহিমের খালি জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং চাঁদের ঘর এবং; ২. স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৯ এবং ৮৫৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৩ বাস্তু এরিয়া ০১ ডেসিমেল দুই তলা পাকাবিল্ডিং সহ **নাসিরুদ্দিন মন্ডল এবং সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে** দুইতলা বিল্ডিং সহ এবং এর **সীমানা:** উত্তরে - মসবুরান্দ সাদরিয়া আলম মণ্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবদুর রহিমের খালি জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পথ ও চাঁদের বাড়ি; মোট এলাকা ৬.০৭৬ ডেসিমেল কিন্তু নির্মাণ এলাকা হল ১৭১৬ বর্গফুট- সাগরাই গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা- কেউদিয়া থানা-খণ্ডঘোষ জেলার -পূর্ব বর্ধমান অধীনে জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় এস. টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২৯,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ২,৯৮,২০০.০০ টাকা	৪৪,৭২,০৫৬.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুজন সমাদ্দার** **শাখা-বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি** - চতুর্থ তলায় নং বি-৩ নং ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের, পরিমাপ প্রায় ৬০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রায় ২ কাঠা ৯ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং মৌজা- নয়াবাদ, পরগনা খাসপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, দাগ নং- ১৯৪,১৯৬,১৯৭ এবং ২০৫, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং-২৯২১, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর কলকাতা- ৭০০০৯৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায়, ওয়ার্ড নং ১০৯- এ অবস্থিত। সুজন সমাদ্দারের নামে, **জমির সীমানা**- উত্তর- প্লট নং ৪০, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব রোড, পশ্চিম- রোড, **ফ্ল্যাটের সীমানা**- উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- শ্রী অঞ্জন এর ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং-এ৩), পশ্চিম- খোলা আকাশ। **যোগাযোগের ব্যক্তি- প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ১৯,১৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯১,৩০০.০০ টাকা	২১,৯৩,৫২৯.০০ টাকা (একুশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত উনত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
২৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুমন এজেন্সি** **শাখা- বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি- ১.** মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীর দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২২৯৩, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। ২. মৌজা, বালিডাঙ্গা জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং (পুরানো) ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীরের দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২৬৬৭, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। পরিবেষ্টিত- উত্তর- মালিকের দোকান, দক্ষিণ- কার্তিক চন্দ্র দে-এর দোকান, পূর্ব- বড়নীলপুর বাজার, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগ ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার: ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ২০,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ২,০৭,০০০.০০ টাকা	১৮,৪৯,০৬৫.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম: মেসার্স আকবর আলী ফার্টিলাইজার** **স্বত্বাধিকারী- আকবর আলী** **শাখা: আঁখোনা** **সম্পত্তির বর্ণনা** : আঁখোনা মৌজায় অবস্থিত ৪ শতক পরিমাপের জমি ও তার উপর নির্মিত কাঠামোর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, প্লট নং- ৩৮৯১, জেএল নং- ১১, এলআর খ. নং- ৪২৮৬, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, আকবর আলী, পিতা- মরহুম মাসুদ আলীর নামে আছে। সীমানা: উত্তর- মীর কাদুভের সম্পত্তি, দক্ষিণ- মহঃ জুয়েলের সম্পত্তি, পূর্ব- রাস্তা, পশ্চিম- মালিকের খোলা জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: সুদীপ রায়-৮৩৩৬৯১৮১৭৫**	১. ৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ৮৬,০০০.০০ টাকা	২,৫৫,০৪০.০০ টাকা (দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম: আশা ভারত গ্যাস গ্রামীণ বিতরক** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির বিবরণ** : জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং বিদ্যমান বি+২ বাণিজ্যিক ভবন এবং এবিএস শেড এলপিজি গ্যাস গোডাউন, শ্রী কিষাণ হাঁসদা এর মালিকানাধীন, জেএল নং-৩০, খতিয়ান নং পূর্ববর্তী হাল-২৬, হাল-২৭৮৪, প্লট নং-১৮০৯-এ অবস্থিত। এলাকা ১৬ ডেসিমেল, (গ্যাস গোডাউন) রূপান্তরের পরে, জেলা- বীরভূম, থানা- নলহাটি, মৌজা হরিদাসপুর, হরিদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পরিমাপ- ১৬ শতক (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- রাস্তা, দক্ষিণ- রাহুল ভগতের জমি, পূর্বে-রাহুল ভগতের জমি, পশ্চিম- রাহুল ভগতের জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: দেবার্ঘ্য সান্যাল-৯১৬৩৬০৬০৪৯**	১. ৩৮,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮৬,৩০০.০০ টাকা	৩৩,২৪,৪৬২.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশত বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জয়ন্তী ভাদুড়ী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তির বিবরণ** : জয়ন্তী ভাদুড়ির মালিকানায় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং-৯৯ এলআর খতিয়ান নং-২০২৬৮, ২০২৬৯ ও ২০৩৭০, আরএস প্লট নং-৮১৭,এলআর প্লট নং- ২৫৩৬ এলাকা ১.৩০ শতক, ওয়ার্ড নং- ৮ বোলপুর পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং- ১৮/১২/জিএ/১, এডিএসআর অফিস বোলপুর মৌজা-বোলপুর, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- বাড়ি, দক্ষিণ- ৩ ফুট গলি প্যাসেজ, পূর্ব -আঁচা তুরি, পশ্চিম- বাড়ি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: উদয় কুমার পান্ডে- ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ৩,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ৩২,৬০০.০০ টাকা	২,৬২,২০৩.০০ টাকা (দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশত তিন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব কাজীবর রহমান** **শাখা: রামপুরহাট** **সম্পত্তির বিবরণ:** রামপুরহাট মৌজায় অবস্থিত জনাব কাজীবর রহমানের মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উপহারের দলিল নং আই-৮৭২ সাল- ২০০৫,১৪৫২ সাল- ২০১০, ৫৮১৫ সাল-২০১১, জেএল নং ৭৭, এলআর খতিয়ান নং-৬৪২৬, এলআর প্লট নং-৩২০৫, জমির পরিমাপ- ৭.০০ ডেসিমেল (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর মালতি মন্ডল, দক্ষিণ- কাজীবর রহমান, পূর্ব- মাগিবর রহমান, পশ্চিম- খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ৩৮,১১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮১,১০০.০০ টাকা	১১,৯৪,৫৩৩.০০ টাকা (এগারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত তেত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় হবে **১২.১০.২০২৩** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome** হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ২৬.০৯.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

পঞ্জাব নैশনল বैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/ চার্জযোগ্য ঠিকানা, যার বাস্তবিক/গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/ সময়
১.	**ক) যাদবপুর বিদ্যাপীঠ শাখা (১৫১৭২০)** **খ) মেসার্স রাধা স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড,** ৮, ক্যামাক স্ট্রিট, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, প্রথমতল, দোকান নং ৭ এবং ৮, কলকাতা - ৭০০ ০১৭। **গ) শ্রী প্রমোদ কুমার বাজোরিয়া (ডিরেক্টর) শ্রীমতী কিরণ বাজোরিয়া (ডিরেক্টর) শ্রী বিনোদ কুমার বাজোরিয়া (ডিরেক্টর) এবং শ্রী অঙ্কিত বাজোরিয়া (জামিনদার)** ডিএ-২০৩, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-১, ডিএ ব্লক কমিউনিটি হলের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪। **অ্যাকা. নং: ১৫১৭২৫০০০০০৫৫ এবং ১৫১৭৩০০০০৬২৭৯** **সম্পত্তি আইডি : PUNBRADHA008**	প্রেমিসেস নং ৮, অবনীন্দ্র নাথ সরণি (ক্যামাক স্ট্রিট), ব্লক নং ১৯, হোল্ডিং নং ৬০ এর প্রথম তলায় অবস্থিত দোকান নং ৮ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মোট পরিমাপ ২৭৬ বর্গফুট, কেএমসি -এর এক্তিয়ারে ওয়ার্ড নং ৬৩, থানা- শেক্সপেয়ার সরণি অধীনে, কলকাতা -৭০০০১৭ (মেলিং ঠিকানা ৮, অবনীন্দ্র নাথ সরণি (ক্যামাক স্ট্রিট) শান্তিনিকেতল বিল্ডিং, কলকাতা- ৭০০ ০১৭ -তে উল্লিখিত সম্পত্তিটি স্থাপন করা এবং অবস্থিত। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৫৪৩৫৯৮, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৫২০৫৩**	ক) ২৮.০৯.২০২১ খ) ৩,২৪,০৫,০১৬.২৬ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৬.০২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (সিএমএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)	ক) ২১৩.৭৫ লক্ষ টাকা খ) ২১.৪০ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
২.	**ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স প্রিয়ম ফার্নিচার, স্বত্বাধিকারী : অভিজিৎ কর্মকার** নতুন পল্লী পশ্চিম, পোস্ট - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০, সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ **গ) শ্রীমতী প্রতিমা রানী মন্ডল,** স্বামী- শ্রী প্রবাস চন্দ্র মন্ডল, বিবেকানন্দ পল্লী, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০। **অ্যাকাউন্ট নং : 0143250011857, 0143300042954, 0143300042963** **সম্পত্তি আইডি : PUNBPRIYAMFURNIT**	সংশ্লিষ্ট সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন মৌজা- ঘসিপাড়া, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৫,৪৭, তৌজি নং ২৫০, এলআর দাগ নং ৩৪৯,৩৫৮, এলআর খতিয়ান নং ২৩৮০, হোল্ডিং নং ১৩৯৯, ঘসিপাড়া, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ অধীন, থানা-সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির মালিক :- শ্রীমতি প্রতিমা রানি মন্ডল,** স্বামী শ্রী প্রভাস চন্দ্র মন্ডল। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৪৩১৭, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪৪১৯৬**	ক) ০৫.০৭.২০১৯ খ) ৯২,৬৫,৩২৫.২০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১১.০৯.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)	ক) ৫১.৮৩ লক্ষ টাকা খ) ৫.১৯ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৩.	**ক) সন্তোষপুর শাখা (০১৪৬২০)** **খ) মন্টু ভদ্র ও কাকলী মল্লিক** **গ) শ্রীমতী কাকলী মল্লিক** স্বামী- প্রয়াত শ্রী মন্টু ভদ্র পিতা-প্রিয়রঞ্জন ভদ্র ,আটঘরা সুকান্ত পার্ক আর, এম ঝুম মঠ পোস্ট- ধলুয়া, সোনারপুর সোনারপুর, এসও, সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৫০ **এ/সি নং: ০১৪৬২৫০০০৮৮৩৯ এবং ০১৪৬৩০০০৩১৭১৮** **সম্পত্তি আইডি: PUNBMANTUBHADRA**	শ্রী মন্টু ভদ্রের নামে একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ প্রায় ৮৩৫ বর্গফুট তৃতীয় তলায় সুপার বিল্ড আপ এলাকা, জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ের উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে সেইসঙ্গে বিল্ডিংয়ের নীচের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং প্রেমিসেস নং ২৬৬৯, নয়াবাদ, কলকাতা ৭০০০৯৯, থানা- পূর্বে কসবা এখন- পূর্ব যাদবপুর জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৮২, আরএস দাগ নং ১৭১ কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯, এর সীমার মধ্যে। জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং আই ৩২৩৬/১৭, তারিখ ০৬.১১.২০১৭। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- দাগ নং ১৭০ এর অধীনে সম্পত্তি, দক্ষিণে- দাগ নং ১৭১ এর অধীনে সম্পত্তি, পূর্বে - দাগ নং ১৭২ এবং ১৭৪ এর অধীনে সম্পত্তি, পশ্চিমে- ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা । **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৮৬৬২০, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪১৬২৬৯**	ক) ১৩.০১.২০২০ খ) ২২,৪৮,৯৩২.৭৮ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২৯.১০.২০২০ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ২৫.১৩ লক্ষ টাকা খ) ২.৫২ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৪.	**ক) বাঘাযতীন স্টেশন রোড শাখা (২১৮১২০)** **খ) মেসার্স ফ্রেশ চিকেন স্বত্বাধিকারী: ছবি ধারা** ৫০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, ২২১ এবং ৬ তালপুকুর, বাঘাযতীন স্টেশন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৩২ **অ্যাকাউন্ট নং : 2181250000170** **সম্পত্তি আইডি : PUNBFRESHCHICEN**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকানের পরিমাণ ১৯০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত একতলায় উত্তর মুখী বসবাসের জি-৩ ভবনের কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, ওয়ার্ড নং ১০২, থানা- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২, মৌজা- রাজাপুর, জেএল নং ২৩, সিএস প্লট নং ১৭৯ (অংশ) এবং ১৮০ (অংশ), জেলা- যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২ **চৌহদ্দি :** উত্তরে - ১২ ফুট কলোনি রোড, দক্ষিণে- কলোনি প্লট নং ই/পি নং ৩৯৮, পূর্বে- কলোনি প্লট নং ৩৯৪, পশ্চিমে- ১২ কলোনি রোড সমন্বিত। **জমির মালিক: ছবি ধারা (স্বত্বাধিকারী)।** **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৮৬৮৫, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৭৯২৩**	ক) ০৩.০৭.২০২১ খ) ৩৯,১৮,২৫২.৫০ টাকা সহ সুদ + আরও সুদ ০১.০৭.২০২১ থেকে কার্যকর গ) ১২.০৪.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)	ক) ১৭.৫৬ লক্ষ টাকা খ) ১.৭৬ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৫.	**ক) পশ্চিম পুটিয়ারি শাখা (০৮৬৩২০)** **খ) শ্রী প্রণব চ্যাটার্জি ও শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জি** ১২/৭/বি, ওস্তাদ আমির খান সরণি, পোস্ট - হরিদেবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮২। **অ্যাকাউন্ট নং : 0863300500047** **সম্পত্তি আইডি : PUNBU45149040001**	সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১ডি, একতলায় উত্তর পূর্ব অংশে পরিমাণ কম বেশি ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মোজাইক মেঝে অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত ভবনে কম বেশি পরিমাণ ৬ কাঠা মৌজা - হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৩৩৫৮, আরএস খতিয়ান নং ১৩২৫, দাগ নং ৪৬, থানা - ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ২১৫, মহাত্মা গান্ধি রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৫ অধীন, অ্যাসেসি নং ৪১১১৫০৬১৩৩৩৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে - প্লট নং ৪৬ (প্রেমিসেস নং ৭৭এমজি রোড) এর অবশিষ্ট অংশ, দক্ষিণে - নস্কর পাড়া রোড, পূর্বে - প্রেমিসেস নং ৭২/১ এমজি রোড এবং ৮১/২০৩/আইবি এমজি রোড, পশ্চিমে - শ্রীমতি তাপসী মুখার্জির জমি প্রেমিসেস নং ২১৪ এমজি রোড। **সম্পত্তির মালিক শ্রী প্রণব চ্যাটার্জি** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৭৫২০৫২, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৪৬৫৪৯**	ক) ১৩.০১.২০২০ খ) ১৯,৬০,১৮০.৬৪ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২৮.১০.২০২০ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)	ক) ১৬.৬৮ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৭ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৬.	**ক) কলকাতা-সম্মিলনী মহাবিদ্যা শাখা (৫২০৭১০)** **খ) মেসার্স দাস এন্টারপ্রাইজ** ৫৭/ই, পূর্ণ দাস রোড, গোলপার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০২৯ **অ্যাকাউন্ট নং : 520710IB00000015, 52074011000178, 52077011000087, 52077121000151** **সম্পত্তি আইডি : PUNBDASENTER001**	খালি জমি অবস্থিত গীতাঞ্জলি পার্ক স্কিম প্লট নং ১৮, মৌজা- জগতীপোতা, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ১১৩১, আরএস দাগ নং ৯/৬১ এবং ৯/৬২ খন্ড খতিয়ান নং ১৮৫, আরএস খতিয়ান নং ১৮, খেয়াদহ অঞ্চল অধিক্ষেত্র অধীন পঞ্চায়েত ২ কলকাতা - ৭০০০৯৯ থানা - সোনারপুর বর্তমানে নরেন্দ্রপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি জোয়াল মোটরস ওয়ার্কশপের নিকট। **সম্পত্তির মালিক সুকুমার দাস পিতা নাদে দাস।** **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৫০০৯৩৬, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪১২৭০৬**	ক) ১৪.০৩.২০২২ খ) ৫৮,৪৩,২৪০.৩০ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১০.০৬.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)	ক) ১৫.৫৬ লক্ষ টাকা খ) ১.৫৬ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৭.	**ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০)** **খ) মহেশ কুমার শ' অ্যান্ড মেসার্স এমকেএস এন্টারপ্রাইজ** শান্তি গার্ডেন ফ্ল্যাট নং এস-৯, ১৮০ ব্রহ্মপুর সেখ পাড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৬ ১০৬, পঞ্চানন তলা, মালি পাড়া, ব্রহ্মপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯৬ **এ/সি নং: ০৭৫২২৫০০২১৪৪৭, ০৭৫২৩০৫৬১৩৯৪২, ০৭৫২৩০০৫০০৯৯৫** **সম্পত্তি আইডি: PUNBMKSENTERP**	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ কমবেশি ৭৩০ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা বিয়িং নং এস৯ একটি চার (জি+৩) তলাবিশিষ্ট ভবনের পশ্চিম দিকের জমিতে অবস্থিত, যা ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ৩০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের জমিতে নির্মিত, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পুলিশ স্টেশন- বাঁশদ্রোনি (আগে রিজেন্ট পার্ক), অতিরিক্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, পরগানা মাগুরা, তৌজি নং ৬০, জেএল নং ৪৮, আরএস নং ১৬৯, মৌজা ব্রহ্মপুর, খতিয়ান নম্বর ৪, দাগ নং ৫১০, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১১২ -এর আওতাধীন এবং কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৮০, ব্রহ্মপুর নাথপাড়া, কলকাতা ৭০০০৯৬ হিসাবে পরিচিত এবং নম্বরযুক্ত এবং দলিল নং ০০৪৫১ এর মাধ্যমে মূল্যায়ন নম্বর ৩১-১১২-০৬-০১৮০-৯, বছর- ২০১৫, **সম্পত্তিটি যৌথভাবে শ্রী মহেশ কুমার শ'** পিতা- প্রয়াত বিন্দু শ' এবং **শ্রীমতি পূজা শ'** স্বামী-শ্রী মহেশ কুমার শ'-এর মালিকানাধীন। **উল্লিখিত জমিটি নিম্নরূপভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- লিনা চক্রবর্তীর সম্পত্তি, দক্ষিণে- স্থানীয় প্লট নং ৮, পূর্বে- ২৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পশ্চিমে- ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৪৬০১০, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৬১১২০**	ক) ২৫.০১.২০২৩ খ) ৩৩,০৮,৫১২.১৪ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ০৮.০৬.২০২৩ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ২৪.৮৩ লক্ষ টাকা খ) ২.৪৯ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৮.	**ক) টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো শাখা** **খ) মেসার্স মিত্র এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- অর্পিতা মিত্র** ৫৫, ইশ্বর চ্যাটার্জি রোড, কুন্ডুবাগান, কলকাতা - ৭০০ ১১৫। **অ্যাকা. নং : ০৬৭৫২১০৩০৫৭৪৭** **সম্পত্তি আইডি : PUNB826520200020**	উল্লিখিত একটি চার (জি+৩) তলা বিল্ডিং যার নাম "বিশ্বনাথ ভবন" নামক আবাসিকে ৩য় তলায় (উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ দিকে) ফ্ল্যাট নং এ এর সকল, হোল্ডিং নং ১৩৯ (৮৩/বি) ওল্ড কলকাতা রোডে অবস্থিত , মৌজা - চানক, জেএল নং ০৪, রে.সা. নং ৩৯, তৌজি নং ২৯৯৮, আরএস দাগ নং ৭৮৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৭, পরিবর্তিত খতিয়ান নং ২৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৭২৫, ৫৭২৬, ৫৭২৩, ৫৭২৪, ওয়ার্ড নং ১১ ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীনস্থ, পোস্ট - ব্যারাকপুর, থানা- টিটাগড়, জেলা - ২৪ পরগনা উত্তর, পশ্চিমবঙ্গ। ফ্ল্যাটের সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া- কমবেশি ৭১৮ বর্গফুট। **স্বত্বাধিকারীর নাম- শ্রীমতী শিখা ঘোষ এবং শ্রীমতী অর্পিতা মিত্র।** **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৭৫৩২৭৩, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৭৮২১১**	ক) ২৭.১১.২০১৭ খ) ১,৩১,৩৪,১০৩.০০ টাকা তদুপরি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ১৪.০৩.২০১৮ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)	ক) ২২.২২ লক্ষ টাকা খ) ২.২৩ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
৯.	**ক) টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো শাখা** **খ) মেসার্স মিত্র এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- অর্পিতা মিত্র** ৫৫, ইশ্বর চ্যাটার্জি রোড, কুন্ডুবাগান, কলকাতা - ৭০০ ১১৫। **গ) শ্রীমতী অর্পিতা মিত্র** ফ্ল্যাট নং এ, ৩য় তল, বিশ্বনাথ ভবন, পুরাতন কলকাতা রোড, ব্যারাকপুর পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ১১, থানা- টিটাগড়, কলকাতা - ৭০০ ১২৩ **শ্রী অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (জামিনদার)** ২, রেল পার্ক, ইশ্বর চ্যাটার্জি রোড, রেনু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি-৪, চতুর্থ তল, সোদপুর, থানা- খড়দহ, কলকাতা - ৭০০ ১১০ **অ্যাকা. নং : ০৬৭৫২১০৩০৫৭৪৭** **সম্পত্তি আইডি : PUNB826520200020**	"রেনু অ্যাপার্টমেন্ট" নামে একটি (জি+৩) তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং এর চতুর্থ তলায় উল্লিখিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি৪ এর সকল যার হোল্ডিং নং ৪, প্রেমিসেস নং ২, রেলওয়ে পার্ক, ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোড, মৌজা , সোদপুর এ অবস্থিত, জে.এল. নং ৮, আর.এস. নং ৪৫, আর.এস. খতিয়ান নং ২০৫, দাগ নং ৪, ওয়ার্ড নং ১৪, পানিহাটি পৌরসভার আওতাধীন, পোস্ট- সোদেপুর, থানা- খড়দা, কলকাতা - ৭০০১১০, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। ফ্ল্যাটের সুপার বিল্ট-আপ এলাকা , কমবেশি ১৬২৫ বর্গফুট এবং ফ্ল্যাটের আচ্ছাদিত এলাকা , কমবেশি ১৩০০ বর্গফুট, **স্বত্বাধিকারীর নাম- শ্রী অচিন্ত্য কুমার ঘোষ।** **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান: অক্ষাংশ: ২২.৭০৩৬৪৪, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৭৮৯**	ক) ২৭.১১.২০১৭ খ) ১,৩১,৩৪,১০৩.০০ টাকা তদুপরি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ১৪.০৩.২০১৮ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৩৯.৪৫ লক্ষ টাকা খ) ৩.৯৫ লক্ষ টাকা (১৮.১০.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/ সময়
১০.	**ক) লেক রোড শাখা (০৩৪৪২০)** **খ) মেসার্স ইলোরাস কার্টুনস স্বত্বাধিকারী- অজয় গুপ্তা** ১৭৯, সেন্ট্রাল বিধান পল্লী, কলকাতা - ৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ **গ) শ্রী অজয় গুপ্তা স্বত্বাধিকারী- মেসার্স ইলোরাস কার্টুনস** এ-৭৪, লেক গার্ডেনস, কুসুম ভিলা, কলকাতা- ৭০০০৪৫, পশ্চিমবঙ্গ **শ্রীমতী কুসুম লতা গুপ্তা (জামিনদার)** স্বামী- শ্রী দেবেন্দ্র কুমার গুপ্তা এ-৭৪, লেক গার্ডেন, কলকাতা - ৭০০০৪৫, পঃবঃ **শ্রী দেবেন্দ্র কুমার গুপ্তা (জামিনদার)** পিতা- শ্রী ওম প্রকাশ গুপ্তা, এ-৭৪ লেক গার্ডেনস কলকাতা - ৭০০০৪৫, পঃবঃ **অ্যাকা. নং ০৩৪৪২৫০২০০৩৩১, ০৩৪৪২০ইজি০০০০০০১০, ০৩৪৪৩০০২৩১২১৩** **সম্পত্তি আইডি : PUNBELORASCART**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রায়তি স্থিতিবান জমি পরিমাণ মোট এরিয়া ১ (এক) বিঘা ১৯ (উনিশ) কাঠা কম বেশি এবং নির্ধারিত উত্তর অংশে চাষযোগ্য জমি সম্পূর্ণ বর্ণিত মতে প্রথম সিডিউলে সিএস প্লট নং ১৪৮ (অংশ), খতিয়ান নং ৮৬ এবং দাগ নং ১৫৫ খতিয়ান নং ২৬৭ এবং দাগ নং ১৫৬, খতিয়ান নং ৪৪১, সমুদয় জেএল নং ৬১, আরএস নং ১৯৯, তৌজি নং ১৪২, মৌজা - বোরাল, থানা - সোনারপুর সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস বারুইপুর বর্তমানে সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কৃষিজমি তৎসহ বৃক্ষাদি ঝোপঝাড় সহ যা সংযুক্ত মানচিত্রে বর্ণিত লাল দাগ দ্বারা চিহ্নিত এবং নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি - উত্তরে - সিএস প্লট নং ১৫৮, দক্ষিণে - প্লট নং ১৪৮, পূর্বে - অংশত সাধারণ সড়ক এবং অংশত সিএস প্লট নং ১৫৭, পশ্চিমে - অংশত সিএস প্লট নং ১৫৪ এবং অংশত সিএস প্লট নং ৭৯২ সমন্বিত। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রায়তি স্থিতিবান জমি পরিমাণ মোট এরিয়া ২ (দুই) বিঘা ১ (এক) কাঠা কম বেশি এবং নির্ধারিত দক্ষিণ অংশে চাষযোগ্য জমি সম্পূর্ণ বর্ণিত মতে প্রথম সিডিউলে সিএস প্লট নং ১৪৬, খতিয়ান নং ৮৬ এবং দাগ নং ১৪৮ (অংশ) খতিয়ান নং ৮৬, সমুদয় অংশের জেএল নং ৬১, আরএস নং ১৯৯, তৌজি নং ১৪২, মৌজা - বোরাল, থানা - সোনারপুর সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস বারুইপুর বর্তমানে সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কৃষিজমি তৎসহ বৃক্ষাদি ঝোপঝাড় সহ যা সংযুক্ত মানচিত্রে বর্ণিত লাল দাগ দ্বারা চিহ্নিত এবং নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি - উত্তরে - সিএস প্লট নং ১৪৮ (অংশ) অংশত এবং অংশত সিএস প্লট নং ১৫৫, দক্ষিণে - সিএস প্লট নং ১৪৫, পূর্বে - অংশত সাধারণ সড়ক এবং পশ্চিমে - সিএস প্লট নং ১৪৯ এবং ১৫০ সমন্বিত। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৫০৯, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৬১৯**	ক) ১৮.০৪.২০২৩ খ) ১,১০,৩৪,৮৮২.৯৭ টাকা আরও সুদ গ) ২৭.০৬.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩৩০.০১ লক্ষ টাকা খ) ৩৩.১০ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) খ) ০৩.০০ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১১.	**ক) বোন্দেল রোড, গড়িয়াহাট শাখা (২২৫১১০)** **খ) সুরাজ কুমার আগারওয়াল প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল (আইনি উত্তরাধিকারী)** ৬৩এ বোন্দেল রোড, ৫ম তল, দেজ মেডিকেলের কাছে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০১৯ **অ্যাকা. নং. ১০৬৯৬৭৭১০০০২০১** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSURAJAGAR**	বন্ধকদত্ত সমপরিমাণ সম্পত্তি অর্থাৎ সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থ তলে উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে জি+৩ তলা ভবনে, ২ বেডরুম, ১ লিভিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লিউসি এবং ব্যালকনি পরিমাণ ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি উক্ত ভবনে পুর প্রেমিসেস নং ৫ডি, তিলজলা রোড, থানা - তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভবনের যাবতীয় সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৪ ছটাক এবং ২২ বর্গফুট কম বেশি তদস্থিত জি+৩ তলা ভবন অবস্থিত দাগ নং ১০৬, ১০৭, ১০৮ এবং ১১০ হোল্ডিং নং ৪৮, ৪৯ এবং ৫০ মৌজা - কুষ্টিয়া, জেএল নং ১৪ ডিভিশন-৫ সাব--ডিভিশন এনপিএস - তিলজলা পুর প্রেমিসেস নং ৫ডি, তিলজলা রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯, কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৬ অধীন রেজিস্ট্রিকৃত অধিক্ষেত্র এসআর আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - হোল্ডিং নং ৪৮, দক্ষিণে - নির্মল কুমার রায়ের প্লট নং ২ জমি, পূর্বে - নির্মল কুমার রায় জমি প্লট নং ২ এবং হোল্ডিং নং ৪৮, পশ্চিমে - তিলজলা রোড সমন্বিত। সম্পত্তির মালিক : প্রিয়াংকা আগরওয়াল (আইনি উত্তরাধিকারী এবং স্বামী প্রয়াত সুরজ কুমার আগরওয়াল) **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৫৩০৮৬৭, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৭৫০৩**	ক) ২৫.০৭.২০২২ খ) ২০,৯৫,১৮৭.৮৩ টাকা সহ সুদ গ) ১৮.১০.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ২৮.১৪ লক্ষ টাকা খ) ২.৮২ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) খ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১২.	**ক) গার্ডেন রিচ শাখা (০৭১৮২০)** **খ) মেসার্স সরকার এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- আরাধনা সরকার** ৩৮, অধারদাস রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, থানা- বজবজ, পোস্ট- বজবজ কলকাতা - ৭০০ ১৩৭, পঃবঃ **গ) শ্রী সোমনাথ পাখিরা** ৩৮, আধারদাস রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, থানা - বজবজ, পোস্ট- বজবজ কলকাতা - ৭০০ ১৩৭, পঃবঃ **অ্যাকা. নং. ০৭১৮২৫০৩০২৬৩০, ০৭১৮৩০০০১৯৯০১** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSARKAR001**	সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট নং এ (পূর্ব দিকে) ৪র্থ তলে পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি ৭০০ বর্গফুট, দুই বেডরুম, এক ড্রয়িং তথা ডাইনিং তথা কিচেন রুম, এক বাথ এবং প্রিভি, এক ডব্লিউসি এবং বারান্দা এবং সংশ্লিষ্ট অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার জি+৩ তলা ভবন, উমা অ্যাপার্টমেন্ট-এর অবিস্থত মহেশতলা পুরসভা ওয়ার্ড নং ৩৫, পুর হোল্ডিং নং বি ২-২৫/এ/নতুন শ্যামপুর সেতনা রোড, থানা - মহেশতলা, মৌজা - শ্যামপুর, তৌজি নং - ৩৫৭, জেএল নং ৪৬, আরএস নং ৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৬৪, ৪৩০, আরএস দাগ নং ৮০৫, ৮০৬ এলআর খতিয়ান নং ১৪৭৪, এলআর দাগ নং ১০০৯, ১০১০, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা অনুযায়ী শ্রীমতি আরাধনা সরকার এবং শ্রী সোমনাথ পাখিরার নামে উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-০২৬৫৮-২০১২ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ - ০৯.০৩.২০১২। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৮৯৮৯৮৫, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.২০০৭৭০৪**	ক) ০৭.০৭.২০২১ খ) ৪৯,২৭,৭৫৭.৮৫ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ০৬.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৬.২২ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৩ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) খ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৩.	**ক) গার্ডেন রিচ শাখা (০৭১৮২০)** **খ) মেসার্স সরকার এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- আরাধনা সরকার** ৩৮, অধারদাস রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, থানা- বজবজ, পোস্ট- বজবজ কলকাতা - ৭০০ ১৩৭, পঃবঃ **গ) শ্রী সোমনাথ পাখিরা** ৩৮, আধারদাস রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, থানা - বজবজ, পোস্ট- বজবজ কলকাতা - ৭০০ ১৩৭, পঃবঃ **অ্যাকা. নং ০৭১৮২৫০৩০২৬৩০, ০৭১৮৩০০০১৯৯০১** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSARKAR002**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ (পশ্চিম দিকে) ৪র্থ তলে পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি ৬৯০ বর্গফুট। ২ বেডরুম, ১ ড্রয়িং তথা ডাইনিং তথা কিচেন রুম, ১ বাথ এবং প্রিভি, ১ ডব্লিউসি এবং বারান্দা, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট জি+৩ তলা ভবনের সুবিধা পরিষেবার ভোগ দখলের অধিকার উমা অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫, পুর হোল্ডিং নং ২-২৫/এ/নতুন শ্যামপুর সেতনা রোড, থানা- মহেশতলা, মৌজা- শ্যামপুর, তৌজি নং - ৩৫৭, জেএল নং ৪৬, আরএস নং ৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৬৪, ৪৩০, আরএস দাগ নং ৮০৫, ৮০৬ এলআর খতিয়ান নং ১৪৭৪, এলআর দাগ নং ১০০৯, ১০১০, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা অনুযায়ী শ্রীমতি আরাধনা সরকার এবং শ্রী সোমনাথ পাখিরার নামে উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-০২৬৫৯-২০১২ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-২ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তারিখ - ০৯.০৩.২০১২। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৮৯৮৯৮৫, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.২০০৭৭০৪**	ক) ০৭.০৭.২০২১ খ) ৪৯,২৭,৭৫৭.৮৫ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ০৬.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৬.২২ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৩ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) খ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৪.	**ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স সুমঙ্গলম স্বত্বাধিকারী- শ্রী সৈকত খান** **গ) বন্ধকদাতা- মহঃ সামসুদ্দিন খান** কুলপি রোড, পদ্মপুকুর বারুইপুর, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৪৪ **অ্যাকা. নং ০১৪৩২১০০১২৩২৪** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSUMANGALAM**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি ৪ কাঠা ৪ ছটাক এবং ৪ বর্গফুট এবং তদস্থিত দ্বিতল বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা - বারুইপুর, জেএল নং ৩১, দাগ নং ৮২৪, আরএস প্লট নং ৮২৪ (পুরানো) এবং ১১৫৪ (নতুন) খতিয়ান নং ৭৯০৯ (পুরানো) এবং ৪৮৬৬ (নতুন) হোল্ডিং নং ৩৩৫ গোকুলপুর রোড, ওয়ার্ড নং ১০ বারুইপুর পুরসভার অধিক্ষেত্র অধীন থানা - বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০১৪৪, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৬১৯৭ তারিখ ২৫.১১.১৯৮১। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৩৫৬৭৭৫, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪৩৩৭৭৫**	ক) ০১.০৭.২০১৬ খ) ২০,৫৬,৯৯৪.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২১.০৯.২০১৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৬১.৯৭ লক্ষ টাকা খ) ৬.২০ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) খ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৫.	**ক) গাঙ্গুলিবাগান শাখা (০১৪৩২০)** **খ) সুকুমার বোস** বি/২, রামগড় কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭০০০৪৭ **অ্যাকা. নং. ০৩৬৪২৫০৩০২৪২৫** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSUKUMARB**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-২ মাপ ৫০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি ২য় তলে উত্তর-পশ্চিম দিকে (জি-৩) তিনতলা বসবাসের ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৮৭/১২/৭৪/১৯ রাজা এস সি মল্লিক রোড, মৌজা - রায়পুর, জেএল নং ৩৩, স্কিম প্লট নং ৫১, সিএস প্লট নং ১৩৫৪ (অংশ) এবং ১৩৫৫ (অংশ) পো. নাকতলা, থানা - যাদবপুর কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৯ অধীন জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৪৭, উক্ত প্রেমিসেসের চৌহদ্দি - উত্তরে - ইপি নং ২৮৮ এবং পুকুর, পূর্বে - ৬ ফুট কেএমসি সড়ক, পশ্চিমে - ১২ ফুট পুরসড়ক এবং পুকুর, দক্ষিণে - এসপি নং ৫২, সম্পত্তির মালিক শ্রী সুকুমার বোস। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৪৭৮৩৪, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৩৭৩৪৯**	ক) ১৭.০৭.২০২৩ খ) ১১,৩৩,১৬৪.৫৫ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২০.০৯.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৩.১৮ লক্ষ টাকা খ) ১.৩২ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) খ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৬.	**ক) মেফেয়ার শাখা (১০৮৯২০)** **খ) বাদল শর্মা** ১৪/১৩সি বোসপুকুর রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭০০০৪২ **অ্যাকা. নং. ১০৮৯২০এনডি০০০০০০১৯** **সম্পত্তি আইডি: PUNBBADALSH01**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৪ ছটাক কম বেশি এবং ৭০০ বর্গফুট টালির শেড নির্মাণ/বর্তমানে নতুন নির্মিত জি+৩ ভবন অবস্থিত মৌজা - কসবা, জেএল নং ১৩, আরএস নং ২৩৩, তৌজি নং ১৪৫, পরগনা - কলিকাতা, আরএস খতিয়ান নং ৭৩৩, দাগ নং ১৫৯৬/২১৮৪ পুর প্রেমিসেস নং ৩৬এ/১, বেদিয়াডাঙ্গা মসজিদ বাড়ি বাইলেন, থানা - কসবা, ওয়ার্ড নং ৬৭, কলকাতা - ৭০০০৩৯ জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অ্যাসেসি নং ২১-০৬৭-০৬-০৪২৯-৯ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সুবিধা এবং ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত ভবনের ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তলে উত্তর-পশ্চিম দিকে (কেএমসি রোড মুখী) জি-৩ তলা ভবনের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মিত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫০ বর্গফুট (সিঁড়ির ব্যবহারের অংশ সহ) কম বেশি ১ (এক) বেডরুম, ১ (এক) লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ (এক) স্টোর রুম, ১ (এক) কিচেন, ১ (এক) ব্যালকনি এবং ১ (এক) বাথরুম অবস্থিত কলকাতা পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩৬এ/১ বেদিয়াডাঙ্গা মসজিদ বাড়ি বাইলেন, থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩৯, অ্যাসেসি নং ২১-০৬৭-০৬-০৪২৯-৯ ওয়ার্ড নং ৬৭, উল্লেখ্য দলিল নং ১৬০৬০৩০৯৫-২০২০ সালের বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৬-২০২০, পৃষ্ঠা নং ১৩১৭১১ - ১৩১৭৬৪, এডিএসআরও শিয়ালদহ। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.৩১৩৬৭, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.২৩০৬০**	ক) ১২.০৫.২০২৩ খ) ৮,৩৪,৩৬৫.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ১৭.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২৮.৩৫ লক্ষ টাকা খ) ২.৮৪ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) খ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৭.	**ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০)** **খ) নওমান হালদার এবং সাদিকনা সরদার (হালদার)** গ্রাম - নর, পোস্ট- কেয়াতলা, থানা- বারুইপুর, জেলা, - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৭২ **অ্যাকা. নং. ০১৪৩৩০০৫২০০০৭** **সম্পত্তি আইডি: PUNBNAOMANHAL01**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি ২.৫০ ডেসিমেল বা ১.৫০ কাঠা এবং তদস্থিত দ্বিতল বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা - কেয়াতলা, থানা - বারুইপুর, নবগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, জেএল ৮৯, এলআর খতিয়ান নং ১২১১, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৭৫ এবং ৪৭৬, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৭২, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৬১১০৫৪৯৫ তারিখ ২২.০৮.২০১৯ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বারুইপুর, সম্পত্তি মহ. নাওমান হালদারের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - অমিত মন্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণে - ৫ ফুট চলার পথ/সড়ক, পূর্বে - আবদুল রহিম লস্করের সম্পত্তি, পশ্চিমে - আবদুল মজিদ লস্করের সম্পত্তি। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : অক্ষাংশ: ২২.২৯২৮৫, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮.৪৬১৯২**	ক) ৩০.০১.২০২৩ খ) ১৯,৯৭,৮৪৩.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ২৬.০৪.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে)	ক) ১৫.৪১ লক্ষ টাকা খ) ১.৫৫ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) খ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা
১৮.	**ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০)** **খ) শ্রী দেবাশিস মন্ডল** পিতা- প্রহ্লাদ মন্ডল আলিদা, শ্যামপুর আলিদা, মগরাহাট-২ কলকাতা -৭৪৩৩৫৫, পশ্চিমবঙ্গ **অ্যাকা. নং. ০১৪৩৩০০০৩৯৪৯১** **সম্পত্তি আইডি: PUNBDEBASHIS01**	জমির পরিমাণ ৩.৭৯২ ডেসিমেল তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত গ্রাম এবং পো. আলিদা, থানা - মগড়াহাট, মৌজা - শ্যামপুর, জেএল নং ৪৩, তৌজি নং ১৫৬, এলআর দাগ নং ৪১৯৮, ৪১৯২ এবং ৪২০০, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৯৫৭২ (পূর্বতন এলআর খতিয়ান নং ৩০৯৪) ধামুয়া দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন - ৭৪৩৩৫৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **সম্পত্তির চৌহদ্দি -** উত্তরে - শ্রীমতি নবনী বারিকের শালি জমি, দক্ষিণে - শ্রী ভোলানাথ মণ্ডলের শালি জমি, পূর্বে - শ্রী ভোলানাথ মণ্ডলের শালি জমি, পশ্চিমে - শ্রী বিজয় মণ্ডলের শালি জমি এবং সাধারণের চলার পথ। **মালিক : দেবাশিস মন্ডল**	ক) ০১.১০.২০১৯ খ) ১৩,২২,৫১৫.০০ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ গ) ০৭.১২.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে)	ক) ১৭.৯২ লক্ষ টাকা খ) ১.৮০ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) খ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**'।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibabi/index.jsp মাধ্যমে ১৯.১০.২০২৩ তারিখ (ক্র.নং ০১ থেকে ১০) এবং ০২.১১.২০২৩ (ক্র. নং ১১ এবং ১৮) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০ টার মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: **www.ibapi.in**, **www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp**, **https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**
৫. **সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে ১৭.১০.২০২৩ এবং ৩০.১০.২০২৩ তারিখে।**
৬. সম্পত্তির অবস্থানের জন্য, গুগল মানচিত্র খুলুন এবং সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানে প্রদত্ত স্থানাঙ্কগুলি টাইপ করুন : উদাহরণস্বরূপ, ২২.৪৮২৮০৪, ৮৮.৩০৭৫৯০

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৩, স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইসলামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে শিশু বদলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: সদ্যোজাত শিশু বদলের অভিযোগ উঠল উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে শিশুর বাবা। তাঁর অভিযোগ, স্ত্রী আনোয়ারা বেগমের সন্তান জন্মের পর হাসপাতালেরই এক কর্মী এসে বলেন তাঁদের পুত্রসন্তান হয়েছে। কিন্তু পরে নার্স জানান মেয়ে হয়েছে। পরবর্তীতেও হাসপাতাল কর্মীদের বিভিন্ন টালবাহানায় তাঁর সন্দেহ হয়। সন্তান বদল হওয়ার আশঙ্কায় প্রথমে মৌখিক এবং পরবর্তী সময়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে হাসপাতাল সুপার এর কাছে। অবিলম্বে ডিএনএ টেস্টের দাবি তুলেছেন তিনি। গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসপাতাল চত্বরজুড়ে।

এই ঘটনায় ইসলামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল বলেন, 'ঘটনার খবর পাওয়ার পর আমি হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন ওনার কন্যাসন্তান হয়েছে। কিন্তু কেউ বা কারা তাঁর আত্মীয়দের গিয়ে বলেছেন যে তাঁর পুত্রসন্তান হয়েছে। এই ঘটনা নিয়েই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। উপস্থিত ডাক্তার ও নার্সদের নিয়ে আগামী বুধবার একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে জানান তিনি।'

যদিও এ বিষয়ে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন জানিয়েছেন, 'ইসলামপুর হাসপাতালে একটি দালাল চক্র বহুদিন ধরে এই কাজ করছে। শিশু মৃত্যু ও শিশু বদলের একাধিক অভিযোগ আসলেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। অতি দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী উদযাপন সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বীরভূমে মহাসমারহে উদযাপিত হল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ২০৪তম জন্মজয়ন্তীর সকালে বীরভূম জেলা স্কুল প্রাঙ্গণ হতে সিউড়ি শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটির। বীরভূম জেলা স্কুল প্রাঙ্গণ হতে এই শোভাযাত্রা বিদ্যাসাগর ভবন পর্যন্ত পৌঁছয়, সেখানে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কমিটির সদস্যরা।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ রেখে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এক ঘরোয়া পরিবেশে সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবসের পাশাপাশি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই উপলক্ষে ছাত্রদের হাতে একটি করে পেন তুলে দেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। বিদ্যাসাগর স্মরণে সংগীত পরিবেশন করেন মহুয়া গঙ্গোপাধ্যায়। প্রেরণার পক্ষে সম্পাদক মৃণালজিত গোস্বামী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন।

পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। মঙ্গলবার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শিবাশিস সরকারের উপস্থিতিতে সভাপতি ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের উপস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনস্বাস্থ্য পেলেন সোনালি বিবি, পূর্ত বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ হলেন কেয়া বিবি, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ হলেন শেখ গুলজার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্বে টুম্পা ভাণ্ডারী, শিশু ও নারী কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ হলেন শিখা মাল, বন ও ভূমি দায়িত্বে এলেন সুমিতা দাস, মৎস্য ও প্রাণি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হলেন খাইরুন্নিসা বিবি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ হলেন তাপসী দাস এবং ক্ষুদ্র শিল্প ও বিদ্যুৎ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হলেন রঘুনাথ মাল। সকলে একজোট মিলে ব্লকের উন্নয়নের দায়িত্ব সামলাবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

পতাকা লাগানো নিয়ে অশান্তির জেরে খুন, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: জমিতে তৃণমূলের পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে অশান্তি। তার জেরে তৃণমূল কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠল দলেরই কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বসিরহাট পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হরিশপুরে চৌড়া এলাকার।

ঘটনার সূত্রপাত চলতি মাসের ১৯ সেপ্টেম্বর। সিরাজুল মোল্লার জমিতে তৃণমূলের পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে অশান্তি। মারামারিতে জখম সিরাজুলকে প্রথমে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে মধ্যমগ্রামের একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সোমবার সেখানেই সিরাজুলের মৃত্যু হয়। মৃতের মা নুরুন্নাহার খাতুন ঢালি জানান, তাঁদের জমি দখল করে তৃণমূল একটা গোষ্ঠী পার্টি অফিস করার চেষ্টা করছিল। তাঁর ছেলে প্রতিবাদ করলে বেধরক মারধর করা হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মহিলার দাবি, 'আমরাও তৃণমূল কর্মী। সরকারি ঘরের অনুমতি পেয়েছি। ওই জমিতে ঘর করব বলে ঠিক করেছিলাম।' মৃতের স্ত্রী শাহনাজ বিবি বলেন, 'আমাদের একবছরের সন্তান রয়েছে। সরকারি ঘর পেয়েছিলাম, আর ঘর করা হল না। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।' জানা গিয়েছে অভিযুক্তরা সকলেই পলাতক। রবিউল সরদার নামে একজনের বিরুদ্ধে বসিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে মৃতের পরিবার। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

NEWSPAPER NOTIFICATION

Notice is hereby given that Share Certificate of the below mentioned description of **Borosil Limited.**, having its Registered Office at 1101, 11th Floor, Crescenzo, G-Block, Plot No. C-38, Opp. MCA Club, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051, registered jointly in the name of Sreejeet Laul Paul & Late Sunil Krishna Paul (since deceased) has been lost.

Company Name	Folio No.	No. of Securities	Certificate No.	Distinctive No.
Borosil Limited	S02516	7480	13037	10736162-10743641

I, being the Claimant shall be applying for the name deletion of the deceased shareholder and issue of duplicate share certificates of the said securities as per the law. Any person having any objection to the re-credit of the Shares covered in the said original share certificates to the applicant/claimant, is requested to lodge his/her objection thereto with the Company or its RTA, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice.

Name & Address of the Applicant
Sreejeet Laul Paul,
81 A, Karaya Road, Ballygunge, Ballygunge S.O.,
Kolkata, West Bengal -700019.

Place: Kolkata
Date:27.09.2023

Vidyasagar College
39, Sankar Ghosh Lane, Kol- 6
E-Tender Notice
Invited E-Tender for Renovation work at Vidyasagar College for Bidhan Sarani Campus, Refer eNIT-05/DHE/VC/2023-24 Dated 28/09/2023 https://wbtenders.gov.in Also see https:/www.vidyasagarcollege.edu.in
Teacher-in-Charge
Vidyasagar College

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM
1) **Name Of Work:** Selection of consultant for Preparation of DPR including Investigation, Surveying, Soil Testing, Planning, Designing, Vetting and Submission to approving authority for Construction of Fish Market (G+4) at Ward No.15 of Baranagar Municipality to be considered under the project of Fisheries Department, **NIeQ No: WBMAD/BM/ PWD/NIQ-70 (eP)/2023-24 Dated-08.09.2023, Tender ID: 2023_MAD_565649_1.** The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tender is hereby extended up to **03.10.2023** and Bid Opening Date will be **06.10.2023.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman

Babnan Gram Panchayat
Babnan, Dadpur, Hooghly
e-Tender Notice
e-Tender is hereby invited from resourceful, experienced, bonafide, reputed Contractors for execution of the work vide **NIT No.: 06/BAB/CFC-SFC/2023-24, Date: 26.09.2023.** Other details can be seen from the notice board of the undersigned GP Office & **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER
Ref: Memo No-FUL/164/15thCFC/2023-24 Date:26.09.2023
FUL/165/15thCFC/2023-24 Date:26.09.2023
FUL/166/15thCFC/2023-24 Date:26.09.2023
Sealed tender are invited By the undersigned from the Bonafide and experienced Contractors details letters and Confirmation are available at Fulsara office notice bord & **wbtenders.gov.in** .
Sd/-
Prodhan
Fulsara Gram Panchayat

NIT No. SFDC/MD/NIT-22(e)/2023-24
SFDC Ltd. invites e-tender for the work **'Supply of Desktop PC, UPS, Laser Printer and Duplex Laser printer for The Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbours, Govt. of West Bengal'.** Last date of (online) bid submission on **11.10.2023 up to 2.00 p.m.** and date of opening on **13.10.2023 at 2.00 p.m.**
For details please visit our website - **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in**

Office of the
Rania Gram Panchayat
Under Budge Budge-II Panchayat Samity
South 24 Parganas, West Bengal
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no : **RGP/300/2023, RGP/301/2023, RGP/302/2023, RGP/303/2023** Dated : **20.09.2023** at different place within at Rania Gram Panchayat, Budge Budge-II Panchayat Samity, South 24 Pgs, WB. Tender publish date **25.09.2023** at **9.00 A.M.** Last date for the online receipt of tender is **03.10.2023** at **1.55** pm. Details will be available at the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Rania Gram Panchayat

e-Tender Notice
Pradhan, Pantihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites e-Tender vide **NIT No. : Pant/NIT/373/2023, Pant/NIT/374/2023, Pant/NIT/375/2023, Pant/NIT/376/2023, Pant/NIT/377/2023, Pant/NIT/378/2023, Pant/NIT/379/2023, Dated 26/09/2023.** Last Date of Submission of Bid through online **09/10/2023 upto 11.00 AM.** For more information visit the **https// wbtenders.gov.in**

Office of the
KALINGA GRAM PANCHAYAT
P.O.- Ichhapur, P.S.- Chapra, Dist- Nadia
Tender invited by Pradhan, Kalinga Gram Panchayat (under Chapra Panchayat Samiti), P.O.- Ichhapur, Dist.-Nadia. **NIT No-10/2023-24 Dt.- 26/09/2023, vide Memo No-1610/KGP/2023, Dt.- 26/09/ 2023. Last Date of Application-06/10/2023** and last Date of Submission- **11/10/2023 at 2:00 pm.** For details please contact to the office.
Sd/- Pradhan,
Kalinga Gram Panchayat

Office of the
KHARGRAM GRAM PANCHAYAT
(Under Khargram Panchayet Samity)
Vill+P.S.- Khargram, Dist- Murshidabad, (W.B.)
TENDER NOTICE
Sealed Tender hereby invited vide NIT No. 03 (niet) /KGP/2023 (2nd) dated-**21/09/2023** by the Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under 15th CFC Last Date of submission & sale of Tender Paper from **22/09/2023 up to is 30/09/2023 up to 18hrs.** Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.
Sd/- Prodhan
Khargram Gram Panchayat

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ৩য় তল,
১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭
ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

অস্থাবর দফাসমূহ অপসারণের বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স সাগর এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা-রফিক উল ইসলাম,
আবালসিদ্ধি, জিরাট, পো- হিসাবী, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২২১,
শ্রী লোকনাথ বোস (জামিনদাতা - মেসার্স সাগর এন্টারপ্রাইজ), ৪০বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, থানা-নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা- ৭০০০০৯
রেফা নং : সার্ব/সাউথ বেঙ্গল/২০২৩-২৪/এসএমএস/৬১৩
তারিখ : ২০.০৯.২০২৩

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
স্বত্ব দখলের তারিখ ২৬.০৫.২০২৩
এ/সি নাম : মেসার্স সাগর এন্টারপ্রাইজ
উল্লেখ্য উক্ত বিষয় অনুযায়ী আমরা আপনাদের অবগত করেছি যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বত্ব উক্ত জামিনদত্ত সম্পদের স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে ২৬.০৫.২০২৩ তারিখে ডিএম,দক্ষিণ ২৪ পরগনার নির্দেশ বলে উল্লেখ্য মেমো নং ১৪৬৮/সারফেসি তারিখ ২১.০৭.২০২২। আমরা তালিকার একটি কপি এবং পঞ্চনামা পাঠিয়েছি, যার উল্লেখ্য পূর্বের পত্র নং একে/১৪৮ তাং ৩০.০৫.২০২৩ এবং এসএমএস/৩৬৮ তাং ২৭.০৭.২০২৩ এবং অনুরোধ করেছিলাম আপনাদের নিম্নোক্ত তালিকা অনুযায়ী দ্রব্যাদি অপসারণের।
যেহেতু আপনারা অবগত আছেন আমরা উক্ত সম্পত্তি ই-নিলাম মাধ্যমে ২৯.০৯.২০২৩ তারিখে বিক্রি করছি,আমরা অনুরোধ করছি আপনাদের আবারও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি অপসারণের, অন্যথায় আমরা আপনাদের ঝুঁকি, মূল্য এবং দায়বদ্ধতায় বিক্রি করতে বাধ্য হব তা সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টে সংযুক্ত করা হবে যথাযথভাবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিস্তারিত নিম্নরূপ :
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির মালিক : শ্রী লোকনাথ বোস
সম্পত্তির বিস্তারিত : সম্পত্তি অবস্থিত ৪০বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ২৮ অধীন, থানা- নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা, একটি দ্বোতলা ভবন অবস্থিত প্লট পরিমাণ ১ কাঠা ৬ ছটাক , শ্রী লোকনাথ বোসের নামে। দলিল নং ১-০৩১০৪-২০০৯ সালের।
অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ২৭.০৯.২০২৩ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

e-Tenders are invited by the Chairman, Garulia Municipality, P.O- Garulia, North 24 Parganas for development works at different wards under Garulia Municipality under 15th Finance Commission (Untied Fund) and Health Fund.**e-Tender No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-08/2023-24 Date: 21/09/2023. Under 15th Finance Commission (Untied Fund) e-Tender ID : 2023_MAD_574134_1** to **e-Tender ID: 2023_MAD_574134_17** and **2023_MAD_574134_19, 2023_MAD_574134_20.Under Health Fund** e-Tender ID: **2023_MAD_574134_18.** Start date of Bid Submission:**22-09-2023 6-30 p.m.** Bid Submission End Date : **30-09-2023 5-30 p.m.** Details information will be available in **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Sri Ramen Das,
Chairman,
Garulia Municipality

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER NOTICE
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা, সাইকেল শেড ও নলকূপ নির্মান কাজের জন্য (15th FC Tied & Untied Fund PBGহইতে) দরপত্র আহ্বান করছে। NIT No. WB/S24PGS/MATH-II/DBGP/15thFC/TUBEWELL/E-NIT-04/2023-24, Date 23/09/2023 WB/S24PGS/MATH-II/DBGP/15thFC/ROAD/E-NIT-05/2023-24, WB/S24PGS/MATH-II/DBGP/PBG FUND/ROAD/E-NIT-06/2023-24 & 233/DBGP/15th FC UNTIED FUND 1st INS 2023-24 / CYCLE STAND/ NIT-07/2023-24, Date-26/09/2023। Online Tender সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** যোগাযোগ করুন।
প্রধান/
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

Shankarpur-I Gram Panchayet
Shankarpur, Baruipur, 24 Parganas (S), 743610
Notice Inviting Tender
e-Tender is invited by the experienced bidders for execution of different works vide **NIT No: 13 (Sl. 1-4) & 14 (Sl. 1-4) & Memo No: 256 & 257/ SGP-I/2023, Date: 26.09.2023.** Fund: 15th FC (Tied, 1st installment of 2023-24). Date of Publish of Tender: **26.09.2023 from 05:30 PM.** Last Date of Submission: **06.10.2023 up to 02:00 PM.** Date of Opening of Tender: **09.10.2023 at 02:00 PM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Shankarpur-I Gram Panchayet

Mirzapur Bankipur Gram Panchayat
Mirzapur Bankipur, Singur, Hooghly, 712409
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for different development works. For Scheme details, other Terms and Conditions please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
NIT No.: 334/MB/23-24/15th (Tied), Date: 26.09.2023, Scheme: 09 nos. Publishing, Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **27.09.2023 at 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **04.10.2023 up to 02:30 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **06.10.2023 at 02:30 PM onwards.**
Sd/-, Pradhan
Mirzapur Bankipur Gram Panchayat

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for vide **e-NIT No.: WB/BWN/GG-I/NIT-05/SL-01-04/2023-24 & Memo No.: GG-I/354/2023, Date: 22.09.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_576450_1, 2, 3 & 4.** Bid Submission Start Date (Online): **23.09.2023 at 03:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **30.09.2023 up to 02:00 PM.** Bid Opening Date for Technical & Financial Proposals: **03.10.2023 at 02:30 PM & 04:00 PM** respectively. For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-46/2023-24
Exe. Engg., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the works **(1)** Repairing of Roof at 1st Administrative Building, A.D.D.A, Durgapur-16; Est. Amount Rs. 9,99,066.00; Tender ID No. 2023_ADDA_578298_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engg.(Civil), ADDA, Durgapur.
Sd/-
Executive Engineer, ADDA, Durgapur

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata – 700028
Notice for User Charges & Penalty under SWM Rule 2016
Dum Dum Municipality has finalised Solid Waste Management (SWM) Bye-Laws in the Board of Councillors meeting held on 31.07.23 in order to implement the provisions of Solid Waste Management Rule 2016 & as per instructions laid down by UDMA, GoWB. As per SWM Bye Law, it is decided that every unit, both residential & commercial, under jurisdiction of Dum Dum Municipality will have to pay monthly user charges for collection of solid waste henceforth. This SWM Bye-law will be applicable in the area of Dum Dum Municipality w.e.f. 1st September 2023.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, সাম্প্রতিকতম জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

ক্র. নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১.	এইচএমসি অধীনে ১ থেকে ৫০ নং ওয়ার্ডে ২০২৩-২৪ বর্ষের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নদির ঘাট এবং পুকুরের ধারে নিরঞ্জন এবং পূজা দেওয়া সামগ্রি সম্পর্কিত বি টি জিতে সংশ্লিষ্ট দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগধাত্রী এবং সরস্বতী প্রতিমা ৮টি গঙ্গার ঘাট এবং ১০টি পুকুর ঘাট থেকে সংশ্লিষ্ট সামগ্রি সংগ্রহ, প্যাক করা, পরিবহণ এবং জড়ো করা।	No-1023/Cons./23-24 তারিখ - ২২.০৯.২০২৩

টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৬.১০.২০২৩ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in।
১৫৭(৩)/২৩-২৪
২৬.৯.২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Office of the
Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
e-Tender Notice No./Tender Reference No.:-
e-NIT No.: 09/DGP/PRO/2023-24, Date: 22.09.2023
e-Tender for 06 nos. Cover Drain hereby invited by the Prodhan, Durgapur Gram Panchayat from bonafied suppliers/agencies to participate in the eTender from **23/09/2023 to 30/09/2023 up to 06.00 PM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/** & undersigned GP office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Office of the
Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
e-Tender Notice No./Tender Reference No.:-
e-NIT No.: 08/DGP/PRO/2023-24, Date: 22.09.2023
e-Tender for 10 nos. CC Road hereby invited by the Prodhan, Durgapur Gram Panchayat from bonafied suppliers/agencies to participate in the eTender from **23/09/2023 to 30/09/2023 up to 06.00 PM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/** & undersigned GP office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Office of the
Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
e-Tender Notice No./Tender Reference No.:-
e-NIT No.: 07/DGP/PRO/2023-24/2nd Call, Date: 22.09.2023
e-Tender for 01 no. Community Latrine hereby invited by the Prodhan, Durgapur Gram Panchayat from bonafied suppliers/agencies to participate in the eTender from **23/09/2023 to 30/09/2023 up to 06.00 PM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/** & undersigned GP office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Office of the
Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
e-Tender Notice No./Tender Reference No.:-
e-NIT No.: 06/DGP/PRO/2023-24/3rd Call, Date: 22.09.2023
e-Tender for 02 nos. of CC Drains & 01 no. Community Latrine hereby invited by the Prodhan, Durgapur Gram Panchayat from bonafied suppliers/agencies to participate in the eTender from **23/09/2023 to 30/09/2023 up to 06.00 PM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/** & undersigned GP office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
CORRIGENDUM
TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSION DUE TO INADEQUATE BIDDERS PARTICIPATION
The last date of submision of tenders has been extended by The Executive Engineer, West Bengal Agro Industries Corporation Limited as follows:
1. **NIeT-91/23-24 Gr No- 10 to 12 (Tender ID 2023_WBAIC_565301_10, 2023_WBAIC_565301_11 & 2023_WBAIC_565301_12),** for the district of North 24 PGS has been extender for bid submission closing to **29-09-2023 upto 6.00 pm**
Date: 26-09-2023 **Sd/- Executive Engineer**

Office of the
Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Corrigendum Notice
e-Tender Notice No:- eNIT-06/DGP/PRO/2023-24/3rd Call Dated 22.09.2023
e-Tender Notice No:- eNIT-07/DGP/PRO/2023-24/2nd Call Dated 22.09.2023
e-Tender Notice No:- eNIT-08/DGP/PRO/2023-24 Dated 22.09.2023
e-Tender Notice No:- eNIT-09/DGP/PRO/2023-24 Dated 22.09.2023
This is to hereby inform that the clause regarding submission of Demand Draft against Tender Processing Fees and documents/ statements regarding submission of EMD physically to the office of the Durgapur Gram Panchayat is hereby revoked that means there is no requirement for any kind of physical submission of documents as well as Tender Processing Fees are not applicable for submission of e-Tender for any work against any e-NIT.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

SBI **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **৩১.১০.২০২৩ তারিখে** বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp**তে এনইএফটি/ আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ৩১.১০.২০২৩
সময় - ১২০ মিনিট দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ -''আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।''

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স হালদার কনস্ট্রাকশন, মহ ইদ্রিশ হালদার, শ্রীমতি ছুপিয়া বিবি** **সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি :** হস্তান্তর দলিল নং ১-৪১৯২-২০০০ সালের, তারিখ ২৫.০৮.২০০০, বুক নং ১, ভলুম নং -৬১, পৃষ্ঠা ২৪৯ থেকে ২৫৪, এডিএসআর- ঘাটেশ্বর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- মন্দিরবাজার, পো- সাহাপুর, জেএল নং -(৮৫)১২৮ মৌজা- মীরপুর, দাগ নং আরএস দাগ ২৩, এবং এলআর দাগ ১২, খতিয়ান নং আরএস ১৬৬, এলআর খতিয়ান নং -৪৯২, গ্রাম- নলপুর, পো-সাহাপুর, ঘাটেশ্বর, মৌজা- মীরপুর, থানা- মন্দিরবাজার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৩৬, বাস্তু জমির পরিমাণ কমবেশি ১২ কাঠা ১ ছটাক ১৫ বর্গফুট, এবং দ্বিতল (২) ভবনের সকল অংশ। একতলা এবং ২য়তলার প্লিন্থ এরিয়া ১৩২০ বর্গফুট প্রতি তলার। **সম্পত্তি মহ ইদ্রিশ আলি হালদারের নামে।**	ক) ৬৯,৪৩,০০০.০০ টাকা খ) ৬,৯৪,৩০০.০০ টাকা	১,৭৩,৩১,৭২০.০০ টাকা (এক কোটি তিয়াত্তর লাখ একত্রিশ হাজার সাতশ কুড়ি টাকা) টাকা ০১.০৭.২০১৯ অনুযায়ী এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং শুল্ক এনপিএ ঘোষিত হওয়ার তারিখ থেকে জামিন অধীনে ঋণদাতার প্রাপ্য সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৪৩৩০ ৯৬৫৬৬	ক) নেই খ) প্রতীকী দখলীকৃত

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ৫০,০০০.০০ টাকা
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১১.১০.২০২৩

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।
আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে
তারিখ : ২৭.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ই-টেন্ডার নং ১৬৬_২০২৩-২৪, তারিখ ২০.০৯.২০২৩। কাজের বিবরণ:** সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বালি-শক্তিগড় ডাউন-২-তে টিবিআর কাজ - ১৪.৮৭১-১৫.০০০ = ০.১২৯ কিমি, ১৫.২০০-১৫.৩৫০ =০.১৫০ কিমি। ৩য় লাইন ১৩.৪২০-১৩.৮০০ = ০.৩৮০ কিমি, ১৪.০৪০-১৪.১৮০ = ০.১৪০ কিমি, ১৪.৪০০-১৪.৮৭১ = ০.৪৭১ কিমি। রাজচন্দ্রপুর-ভট্টনগর এসএল ৯.৬০০-৯.৬৫৫ = ০.০৫৫ কিমি, ১০.২০০-১০.৮৫০ = ০.৬৫০ কিমি, ১১.২৪০-১১.৬৫০ = ০.৪১০ কিমি, ১৩.০৯০-১৩.২০০ = ০.১১০ কিমি। দমদম জং-ডানকুনি ডাউন লাইন ৯.৩২৭-৯.৪০০ = ০.০৭৩ কিমি, ১০.৪৯০-১০.৫৮০ = ০.০৯০ কিমি, ১৩.০০০-১৩.৩ = ০.৩ কিমি, ১৩.৯২০-১৪.০৮৭ = ০.১৬৭ কিমি। আপ লাইন ৯.৩২৭-৯.৪০০ = ০.০৭৩ কিমি, ১০.৫৪০-১০.৬১৫ = ০.০৭৫ কিমি, ১২.২৩০-১২.৩০০ = ০.০৭০ কিমি, ১২.৯৬৯-১৩.২১০ = ০.২৪১ কিমি, ১৩.৩০০-১৩.৬৪০ = ০.৩৪০ কিমি, আন্দুল-ডানকুনি ডাউন ৭.৬০০-৭.৭৫০ = ০.১৫০ কিমি, ৮.৬০০-৮.৬৬৫ = ০.০৬৫ কিমি, ১১.৫০০-১২.০৮০ = ০.৫৮০ কিমি, ১২.৬৮০-১২.৯৫০ = ০.২৭০ কিমি। বালি-শক্তিগড় আপ-১ ১৬.৭৯০-১৭.২৬৫ = ০.৪৭৫ কিমি, ১৯.৫০৩-১৯.৬৮৫ = ০.১৮২ কিমি, ২২.৩০০-২২.৬৪৫ = ০.৩৪৫ কিমি। ডাউন-১ ১৬.৮৯১-১৭.২০০ = ০.৩০৯ কিমি, ১৯.৫১৭-১৯.৭৯০ = ০.২৭৩ কিমি, ২১.১২৪-২১.১৫০ = ০.০২৬ কিমি, ২১.১৮৪-২১.২৯০ = ০.১০৬ কিমি, ২৫.৭১০-২৬.০৯২ = ০.৩৮২ কিমি ডাউন-২ ২০.৭১৫-২০.৯৬০ = ০.২৪৫ কিমি, ২২.১৯০-২২.৫৫০ =০.৩৬০ কিমি, ৩৩.১৭৫-৩৩.৩৩০ = ০.১৫৫ কিমি, ৩৫.৮২৪-৩৬.১২০ = ০.২৯৬ কিমি। **আনুমানিক ব্যয়:** ৮৯,৫৪,৪৮৪.৩৫ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,৭৯,১০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ই-টেন্ডার নং ১৬৭_২০২৩-২৪, তারিখ ২০.০৯.২০২৩। কাজের বিবরণ:** হাওড়া ডিভিসন - সিনিয়র ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এইএন/ডিকেএই-র অধীনে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সেস মেরামতি কাজ - বালি-শক্তিগড় ৩য় লাইন ১০.০০০-১০.৫০০ = ০.৫০০ কিমি। আপ এইচবিসি ১০.০০০-১০.০৫০ = ০.০৫০ কিমি। দমদম জং-ডানকুনি আপ সিসিআর ৯.৫৯০-৯.৭৫৫ = ০.১৬৫ কিমি, ৯.৭৯০-১০.২৩০ = ০.৪৪০ কিমি। ডাউন সিসিআর ৯.৩২৭-৯.৩৬০ = ০.০৩৩ কিমি, ৯.৪০৩-৯.৪২০ = ০.০১৭ কিমি, ৯.৪৪০-৯.৪৯৫ = ০.০৫৫ কিমি, ৯.৫৭০-৯.৬৩০ = ০.০৬০ কিমি, ৯.৬৮০-৯.৭২০ = ০.০৪০ কিমি, ৯.৮২০-৯.৮৭০ = ০.০৫০ কিমি, ৯.৯০০-১০.২৪০ = ০.৩৪০ কিমি। রাজচন্দ্রপুর-ভট্টনগর এসএল লাইন ১১.৮৫০-১১.৯০০ = ০.০৫০ কিমি, ১১.৯৯৫-১২.২৩০ = ০.২৩৫ কিমি, ১২.৫২০-১২.৮২০ = ০.৩০০ কিমি। বালি-শক্তিগড় ৩য় লাইন ৪৭.১০০-৪৮.২০০ = ১.১০০ কিমি, ৫৩.৫৫০-৫৩.৭০০ = ০.১৫০ কিমি। **আনুমানিক ব্যয়:** ৬৭,১২,৪৬৪.৪৭ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,৩৪,৩০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, ই-টেন্ডার নং ১৬৮_২০২৩-২৪, তারিখ ২০.০৯.২০২৩। কাজের বিবরণ:** হাওড়া ডিভিসন - সিনিয়র ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সেস মেরামতি কাজ - বর্ধমান-বলগোণা এসএল লাইন ১২.০০০-১২.৬৬০ = ০.৬৬০ কিমি, ১২.৯৬০-১৩.৪৫০ = ০.৪৯০ কিমি, ১৭.৭৮০-১৮.৩০০ = ০.৫২০ কিমি, ১৯.০৮০-১৯.৫৫০ = ০.৪৭০ কিমি, ৪.৪৬০-৫.০০০ = ০.৫৪০ কিমি, ১৭.০০০-১৭.৬০০ = ০.০৬০০ কিমি, ২৩.৩০০-২৪.৪৮০ = ০.১৮০ কিমি। বর্ধমান-খানা আপ লাইন ১০৭.০০০-১০৯.০০০ = ২.০০০ কিমি, ডাউন লাইন ১০৭.০০০-১০৯.০০০ = ২.০০০ কিমি। ডাউন ২ লাইন ১১৭.৯২০-১১৮.৩৩৫ = ০.৪১৫ কিমি। **আনুমানিক ব্যয়:** ৯৬,৯০,৭৭৬.৯৬ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,৯৩,৮০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা** : ১২ মাস (ক্র.নং ১ ও ৩-এর জন্য) ও ৬ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ১২.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-265/2023-24)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিষ্ণু, মহীতোষের হ্যাটট্রিক, খিদিরপুরকে ১০ গোলের মালা পরাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে দুর্বল খিদিরপুরকে নিয়ে ছেলেখেলা করল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ শিবির মঙ্গলবার খিদিরপুরকে হারাল ১০-১ গোলে। প্রথমার্ধেই ইস্টবেঙ্গলের হয়ে হ্যাটট্রিক করলেন পি ভি বিষ্ণু এবং মহিতোষ। কলকাতা লিগে গোটা মরশুম ভালই ফর্মে ছিল ইস্টবেঙ্গল। শুধু সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে মহমেডানের বিরুদ্ধে হারের ফলে তাদের লিগ জয়ের অঙ্ক জটিল হয়ে গিয়েছে। লিগের লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে মঙ্গলবার খিদিরপুরকে শুধু হারালেই হত না, বড় ব্যবধানে হারাতে হত। আর সেটাই করল বিনো জর্জ ব্রিগেড। ইস্টবেঙ্গল কার্যত উড়িয়ে দিল দুর্বল খিদিরপুরকে।

এদিন ম্যাচের একেবারে শুরু থেকে মার মার কাট কাট ভঙ্গিমায় নেমে পড়েছিলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। ম্যাচের মাত্র ৫ মিনিটেই প্রথম গোলটি পেয়ে যায় তারা। লাল-হলুদ শিবিরের দ্বিতীয় গোলটি আসে ২০ মিনিটে। দুটি গোলই করেন বিষ্ণু। ম্যাচের ৩৬ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন তিনি। বিষ্ণুর হ্যাটট্রিকের পর প্রথমার্ধের শেষ কয়েক মিনিটেই হ্যাটট্রিক করে ফেললেন ইস্টবেঙ্গলের মহিতোষ। তিনি গোল করলেন ৩৯, ৪৪ এবং প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে। এই প্রথমবার কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের দুই তারকা একই অর্ধে হ্যাটট্রিক করলেন। এর মাঝে অবশ্য ৪৩ মিনিটে একটি গোল শোধ করে খিদিরপুর।

এখানেই শেষ নয়, দ্বিতীয়ার্ধেও গোল করার গতি কমায়নি লাল-হলুদ। দ্বিতীয়ার্ধেও তারা করে চারটি গোল। এর মধ্যে দুটি গোল করেন সুহের, একটি গোল করেন জেসিন টিকে এবং একটি গোল করেন বিষ্ণু। অর্থাৎ সব মিলিয়ে চারটে গোল করলেন বিষ্ণু। ১০-১ গোলে জেতায় ইস্টবেঙ্গল লিগ জয়ের দৌড়ে টিকে রইল। আপাতত তাঁরা পয়েন্ট টেবিলে ২ নম্বরে।

'গবেষণা করেছি' ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে আসার আগে বললেন বাবর

লাহোর: পাকিস্তান স্কোয়াডের হাতে গোনা এক-দু'জন ভারতের মাটিতে খেলেছেন। একজন মহম্মদ নওয়াজ। তালিকায় নেই পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমের নাম। প্রথম বার ভারতের মাটিতে খেলবেন বাবর। পাকিস্তান দলকে নেতৃত্বও দেবেন। সোমবার রাতেই পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভিসা সমস্যা মিটে যায়। দুবাই হয়ে বুধবার হায়দরাবাদে পৌঁছবে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ভারতে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকলেও যথেষ্ঠ গবেষণা করেছেন, এমনটাই দাবি পাক অধিনায়ক বাবর আজমের। ভারতে রওনা হওয়ার আগে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

এর আগে শেষ বার ভারতের মাটিতে আইসিসি ইভেন্ট বলতে ২০১৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চোটের জন্য ভারতে আসতে পারেননি বাবর। বর্তমান স্কোয়াডের মহম্মদ নওয়াজ এবং আঘা সলমন সেই দলে ছিলেন। পাক অধিনায়ক বলছেন, 'আমরা বেশির ভাগ জনই ভারতের মাটিতে খেলিনি। তাই নিয়ে খুব একটা চাপেও নেই। ভারতের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ঠ গবেষণা করেছি। শুনেছি, এশিয়ার অন্য দেশের মতোই পরিস্থিতি হবে।'

ভারত সফর নিয়ে গর্বিত বাবর আজম। ওয়ান ডে ফরম্যাটে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার বলছেন, 'আমার কাছে খুবই গর্বের মুহূর্ত। ক্যাপ্টেন হিসেবে ভারতে যাচ্ছি। আশাকরি, এ বার ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরব।'

পাকিস্তানের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে বাবর আজমের ওপর। এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন। এর পর অবশ্য আর ভরসা দেওয়ার মতো ব্যাটিং করতে পারেননি। ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআইতে এখনও অবধি হাফসেঞ্চুরিও পেরোতে পারেননি। ১৪ অক্টোবর বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচ নিয়ে বাবর বলছেন, 'এখন থেকেই রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমেদাবাদের গ্যালারি পূর্ণ থাকবে। দক্ষতা অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করব। তবে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে চিন্তিত নই। আমি যেমনই পারফর্ম করি, সেটা যেন দলের কাজে লাগে, সেই লক্ষ্যই থাকবে।'

৪১ বছরের ইতিহাসে এশিয়ান গেমসে ইকুস্ট্রিয়ানে এল ভারতের প্রথম সোনা

হানঝাউ: শুটিং, ক্রিকেটের পর এ বার ১৯তম এশিয়ান গেমসে ইকুস্ট্রিয়ানে সোনা এল ভারতে। এশিয়াডের তৃতীয় দিন সোনালি মুহূর্ত তৈরি করলেন ভারতের ইকুস্ট্রিয়ানরা। ৪১ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ইকুস্ট্রিয়ান থেকে সোনা জিতল ভারত। ভারতের মিক্সড টিম চিন, হংকংকে পিছনে ফেলে সোনা জিতল। ইকুস্ট্রিয়ানে ভারতের সোনাজয়ী দলের সদস্যরা হলেন , হৃদয় ছেদা, দিব্যাকৃতি সিং, অনুষ আগরওয়াল্লা এবং সুদীপ্তি হ্যাজেলা।

ঘোড়ার খেলা ইকুস্ট্রিয়ানে ১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসে শেষ বার পদক এসেছিল ভারতে। সে বার দিল্লি এশিয়ান গেমসে ভারত ইকুস্ট্রিয়ান থেকে ৩টি সোনা জিতেছিল। দীর্ঘ ৪১ বছর পর ইকুস্ট্রিয়ানে ফের সোনা এল ভারতে। ইকুস্ট্রিয়ানে দলগত ড্রেসেজ ইভেন্টে ভারত ২০৯.২০৫ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জিতেছে। ২০৪.৮৮২ পয়েন্ট নিয়ে রুপো পেয়েছে চিন এবং ২০৪.৮৫২ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছে হংকং, চিন। শুটিং, ক্রিকেটের পর ১৯তম এশিয়ান গেমসে এটি ভারতের তৃতীয় সোনা। এই নিয়ে এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে ইকুস্ট্রিয়ান থেকে মোট চারটি পদক এল ভারতে।১৯তম এশিয়ান গেমসে ইকুস্ট্রিয়ানে সোনার পাশাপাশি সেইলিংয়ে মহিলাদের ডিঙ্গি জ্জজ্রঙ্খঙ৪ ইভেন্টে রুপো পেয়েছেন নেহা ঠাকুর। তারপর দিনের দ্বিতীয় পদকও আসে সেইলিং থেকে। নেহার পর সেইলিংয়ে ট্র(ড় পুরুষদের ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ইবাদ আলি। হানঝাউ গেমসে ভারতের ঝুলিতে আপাতত মোট পদক সংখ্যা দাঁড়াল ১৪টি। রয়েছে ৩টি সোনা, ৪টি রুপো এবং ৭টি ব্রোঞ্জ।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বডিবিল্ডার রাজু খান ২০২৩ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেপালের কাঠমন্ডুতে আয়োজিত ৫৫তম এশিয়ান বডি বিল্ডিং অ্যান্ড ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে ৬৫ কেজি বিভাগে স্বর্ণ পদক জেতেন। এই প্রতিযোগিতায় ২৪টি দেশ বিভিন্ন বিভাগে অংশ নেয়। তাতে রাজু খান ৬৫ কেজি বিভাগে অংশ নেন এবং দেশের জন্য স্বর্ণপদক জেতেন।

কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার এফসিকে ২-০ গোলে হারিয়ে কার্যত কলকাতা লিগের শিরোপা জিতল মহামেডান স্পোর্টিং। সাদা-কালো ব্রিগেডের হয়ে মাচের ৬০ মিনিটে একটি মাত্র গোল করেন আঙ্গুর সানা ও পেনাল্টি থেকে গোল করেন ডেভিড।

এশিয়াডের পর অলিম্পিকেও ক্রিকেট চাইছেন স্মৃতি মান্ধানা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ১৯ রানে জয়। প্রথম বার এশিয়ান গেমস খেলতে নেমেই মেগা ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সোনা জিতেছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারতীয় মহিলা দল। ফাইনালে হরমন নেতৃত্ব দিলেও, প্রথম দুটি ম্যাচে দলের দায়িত্বে ছিলেন স্মৃতি মান্ধানা। তাই তাঁরও এই সোনা জয়ের অবদান কম নয়। আর তাই এশিয়ান গেমসে সোনা জেতার পর এবার ক্রিকেটকে আসন্ন অলিম্পিকেও চাইছেন প্রমিলাবাহিনীর এই তারকা ব্যাটার।

স্মৃতি অলিম্পিকে সোনা জেতাকেই পাখির চোখ করছেন। তিনি বলেন, তযে কোনও ক্রীড়াবিদের কাছে অলিম্পিকে খেলা স্বপ্নের মতো ব্যাপার। অন্য দেশের অ্যাথলিটরা যখন পদক গলায় তোলে, তখন দারুণ লাগে। এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের পর জাতীয় সঙ্গীতের সময় বুঝতে পারছিলাম যে, দেশের হয়ে জিতলে কেমন অনুভূতি হয়। অলিম্পিকেও এমন মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চাই।দ

ফাইনালে বাকি ব্যাটাররা ব্যর্থ হলেও স্মৃতির সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন জেমাইমা রডরিগেজ। স্মৃতি ৪৫ বলে ৪৬ এবং জেমাইমা ৪০ বলে ৪২ রান করেন। ফলে নির্বারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৬ রান তোলে ভারত। এরপর বাইশ গজে তিতাস সাধু আগুনে বোলিং করতে শুরু করেন। ফলে ৮ উইকেটে ৯৭ রানে আটকে যায় শ্রীলঙ্কা। ১৯ রানে জিতে সোনা দখল করে নেয় প্রমিলাবাহিনী। এবার রুতুরাজ গায়কোয়াড়-অর্শদীপ সিংদের পারফরম্যান্স করার পালা। ভারতের পুরুষ দল কি সোনা জিততে পারবে? সেটাই দেখার বিষয়।

বায়োপিক '৮০০'-র প্রচারে শহরে আসবেন মুরলীধরন, উপস্থিত থাকতে পারেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের একবার কলকাতায় পা রাখবেন মুথাইয়া মুরলীধরন। তবে এবার সিএবি পরিচালিত ভিশন ২০২০-তে নয়। বরং তাঁর বায়োপিক '৮০০'-এর প্রচার করতে প্রিয় শহরে পা রাখবেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনার। এবং বন্ধু মুরলীর বায়োপিকের প্রচারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। 'রিয়েল লাইফ'-এর মুরলীর সঙ্গে থাকবেন 'রিল লাইফ'-রর মুরলী মধুর মিত্তাল। দু'জন সিনেমার প্রচারের জন্য সল্টলেক শিক্ষা নিকেতন স্কুলেও যাবেন।

কয়েক সপ্তাহ আগে মুম্বইতে শচীন তেন্ডুলকর ও সনৎ জয়সূর্যর প্রাক্তন স্পিনারের বায়োপিকের ট্রেলারের উদ্বোধন করেছিলেন। শোনা যাচ্ছে কলকাতার অনুষ্ঠানের সৌরভ ছাড়াও আরও কয়েকজন ক্রিকেটারের থাকতে পারেন। অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র 'স্লামডগ মিলিয়নেয়ার' খ্যাত অভিনেতা মধুর মিত্তালকে এই বায়োপিকে কিংবদন্তি শ্রীলঙ্কার স্পিনারের ভূমিকায় দেখা যাবে। আগামী ৬ অক্টোবর তামিল, হিন্দি ও তেলেগু ভাষায় ছবিটি মুক্তি পাবে। চলচ্চিত্রটি একটি আন্ডারডগ গল্পের একটি অল্প বয়স্ক ছেলে থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্পিনার হয়ে ওঠার গল্প। যিনি অনেক লড়াই করে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক ৮০০ উইকেট দখল করেন।

কলকাতা শহর বরাবরই পছন্দের মুরলীর কাছে। এই শহরে তাঁর অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। ১৯৯৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতকে এই কলকাতার মাটিতে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল শ্রীলঙ্কা। তারপর খেলা ছাড়ার সৌরভের ডাকে বাংলা ক্রিকেটের অন্যদিকে কাজ করেছিলেন। সৌরভের ভিশন ২০২০ প্রজেক্টের স্পিন বোলিং পরামর্শদাতা ছিলেন মুরলী। এখনও সুযোগ পেলেই বাংলা ক্রিকেটের খোঁজখবর রাখেন। ইতিমধ্যে তিন মিনিট সাত সেকেন্ডের ট্রেলার সোশাল মিডিয়াতে ঝড় তুলে দিয়েছে।

ছেলেবেলায় ক্রিকেট খেলতেই চাইনি, জানালেন তিতাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিনি কি আসলে বড় ম্যাচের প্লেয়ার? তাঁর সদ্য শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে যেই নজর বোলাবেন, তাই মনে হবে। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ থেকে উঠে আসা। মেয়েদের ওই টুর্নামেন্টের ফাইনালে দুরন্ত পারফর্ম করেছিলেন। ম্যাচের সেরার পুরস্কারও তুলে নেন। জানুয়ারি মাসের সেই পারফরম্যান্স যে আচমকা আসেনি, তা আর একবার প্রমাণ করে দিয়েছেন বাংলার পেসার তিতাস সাধু । এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটে সোনা জিতেছে ভারত। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচে অবিশ্বাস্য পারফর্ম করেছেন চুঁচুড়ার ১৯ বছরের মেয়ে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুলের তরুণী যেন স্বপ্নের স্পেল করেছিলেন।

চুঁচুড়া থেকে উঠে এসে বিশ্ব দরবারে আলাদা জায়গা করে নিচ্ছেন তিতাস। যেন ঝুলন গোস্বামীর রেখে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে ফেলেছেন। দু'দিকে সুইং করাতে পারেন বল। স্কিড করাতে পারেন নতুন বল। তাঁর এই গুণগুলোই ঠিকঠাক পড়তে পারেনি শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা। প্রথম ওভারে এসেই নিয়েছিলেন ২ উইকেট। দ্বিতীয় ওভারে ফের আরও এক উইকেট। সব মিলিয়ে ৪ ওভারে ৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট। ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্স তিতাসে। চুঁচুড়ার এই মেয়েই যে ছেলেবেলায় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন না, তা জানাই ছিল না। কী বলছেন তিনি?

এশিয়ান গেমসের ক্রিকেটে এই প্রথম টিম পাঠিয়েছে ভারত। হরমনপ্রীত সিংয়ের ভারত সোনা জিতে ইতিহাস তৈরি করে ফেলেছে। আর তিতাস বলছেন, 'ছেলেবেলায় ক্রিকেট খেলতেই চাইনি। যে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসি, সেটাও শুরু হয়েছিল দেরিতে। ওই অ্যাকাডেমির হয়ে যে টিম খেলত, সেখানে নিয়মিত হাজির থাকতাম। ওদের নানা ভাবে সাহায্য করতাম। তখনও ক্রিকেট খেলার কথা মাথায় আসেনি। পরে আমিও একটু-আধটু ক্রিকেট খেলতে শুরু করি। তখনও ক্রিকেট সে ভাবে এনজয় করতাম না। তবে মজা লাগত। কিন্তু আমি যখন পারফর্ম করতে শুরু করি, তখন আগ্রহটা বেড়ে যায়। অনূর্ধ্ব ১৯ টিমের সিলেকশন ছিল, আমি টিমে সুযোদ পাইনি। ওই ঘটনায় ভেঙে পড়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, আমি যদি ক্রিকেটার হতে চাই, তা হলে আমাকে খেলতে হবে। ক্রিকেটের প্রতি ইমোশনাল হয়ে পড়া সেই সময় থেকেই।'

এশিয়ান গেমসে সোনা জিতলেও সেই টিমেরই যে অংশ হতে পারবেন, মনেই হয়নি। তিতাসের কথায়, 'এশিয়ান গেমস সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না আমার। টিম যে দিন ঘোষণা হয়, দেখি আমার নাম রয়েছে। টিমে আমার নাম দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সিনিয়র টিমে খেলার স্বপ্ন অনেক দিন ধরেই ছিল। সেটা যে এত তাড়াতাড়ি পূরণ হয়ে যাবে, ভাবিইনি।' দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে আইপিএল খেলেছেন। মেয়েদের আইপিএল যে তাঁর দেখার চোখ বদলে দিয়েছে, তা জানাতে ভুলছেন না। তিতাস বলছেন, 'মেয়েদের আইপিএলে অনেক দেশে মেয়েরা খেলে। যে কারণে ক্রিকেট খেলাটা সহজ হয় না। স্ট্র্যাটেজি অন্য রকম করতে হয়। ক্রিকেট সম্পর্কে ধারনাও অন্য রকম রাখতে হয়। বিদেশিদের সামনে থেকে দেখার পর ক্রিকটা খেলার ভাবনাটা বদলে যায় অনেকখানি। নিজের খেলায় অনেক কিছু যোগ করেছি।'

বাবা রণদীপ সাধু তাঁর জীবনের বড় অংশ। ছেলেবেলা থেকে বাবাকে পাশে পেয়েছেন। তিতাস বলে দিচ্ছেন, 'আমরা ক্রিকেটাররা খেলি ঠিকই, কিন্তু সে ভাবে ট্রেনিং করতে ভালোবাসি না। তখন কাউকে লাগে, যে আমাদের তাতিয়ে দেবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে। ১২-১৩ বছরে এটা সবচেয়ে বেশি দরকার। তখন নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। আমার বাবা সেই কাজটা করেছিল। বাবার সঙ্গে নিয়মিত ম্যাচ নিয়ে কথাও হয়। কেমন বল করলাম, কী ভুল করলাম। সবটা বাবাকে জানাই।'

আমরা সোনা জিতেছি এবার তোমাদেরও পারতে হবে, রিঙ্কুদের জন্য বার্তা জেমিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস তৈরি করেছে। এর পরেই, অভিজ্ঞ দলের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান জেমিমা ভারতীয় পুরুষ দলকে স্বর্ণপদক জয়ের বার্তা দিয়েছেন। রিঙ্কু-রুতুরাজদের উদ্দেশ্যে জেমিমা জানিয়েছেন তারাও যেন সোনা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামেন। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করেছে এবং ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ১৯ রানে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জিতেছিল।

এই ম্যাচে ভারত প্রথমে ব্যাট করে, ২০ ওভারে সাত উইকেটে ১১৬ রান তুলেছিল। তিতাস সাধুর দুর্দান্ত বোলিং (চার ওভারে ছয় রানে তিন উইকেট) এর কারণে শ্রীলঙ্কার ইনিংস আট উইকেটে ৯৭ রানে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বর্ণাঢ্য এই জয়ের পর জেমিমা তাদের বলেছেন তারা সোনার পদক জিতেছেন এবার পুরুষ দলকেও সোনা জিততে হবে। সোনার পদক জেতার পরে জেমিমা বলেন, 'ভারতের পদক তালিকায় যোগ করার চেয়ে ভালো অনুভূতি আর নেই। বড় হয়ে আমি হকি খেলতাম, আমি সবসময় ভেবেছিলাম আমি একজন হকি খেলোয়াড় হিসাবে ভারতের হয়ে কমনওয়েলথ এবং অলিম্পিক্স খেলব, ঈশ্বরের নিজস্ব উপায় আছে এবং এখানে আমি কমনওয়েলথের এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট খেলছি এবং এখন আশা করছি অলিম্পিক্সে খেলব। অলিম্পিক্সে স্বর্ণপদক জয়ের চেয়ে ভালো অনুভূতি আর নেই।' এরপরে জেমিমা বলেন, 'আমরা পুরুষ দলের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা তাদের বলেছি যে আমরা একটি সোনা আনছি আপনারাও এটি নিয়ে আসুন, শেষ পর্যন্ত কোনও চাপ নেই, শুধু সেরা ক্রিকেট খেলুন।'

ব্যাটিংয়ের জন্য একটি কঠিন পিচ। জেমিমা ৪০ বলে ৪২ রানের ইনিংস খেলেন এবং দ্বিতীয় উইকেটে ওপেনার স্মৃতি মান্ধনার (৪৫ বলে ৪৬ রান) সঙ্গে ৭৩ রানের পার্টনারশিপ গড়ে তুলেছিলেন। দেশের হয়ে পদক জিতে খুশি ভারতের কোচ হৃষিকেশ কানিতকরও। প্রাক্তন এই আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় বলেন, এই সোনা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি দেশের স্বর্ণ পদকের সংখ্যা বাড়িয়েছে। ভারতীয় স্পিন বোলার শেফালি বর্মাও বলেছেন যে সোনা জিতে তিনি গর্বিত।

শেফালি বলেন, 'অবশ্যই, এটা খুব ভালো লাগছে কারণ আমরা জেতার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমরা জিতেছি এবং আমরা আনন্দিত। আমরা গর্বিত বোধ করছি। সমস্ত সমর্থনের জন্য ভারতকে ধন্যবাদ। অলিম্পিকে যদি (আমরা সুযোগ পাই), আমরা আমাদের সবকিছু দেব এবং সেখানেও সোনা জিতব।' অলিম্পিক্সে ক্রিকেটকে খেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না জানতে চাওয়া হলে জেমিমা বলেন, 'অলিম্পিক্সে স্বর্ণপদক জয়ের চেয়ে ভালো অনুভূতি আর হতে পারে না।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**